## মূলঃ

**ইমাম যাইন উদ্দীন আহমাদ বিন**
**আবদুল লতীফ আয্ যুবাইদী (রহ.)**

## অনুবাদঃ

মোঃ আবদুল্লাহ্ শাহেদ আল-মাদানী
(মুহাদ্দিছঃ মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, ঢাকা)

## সম্পাদনাঃ

শাইখ আবদুন নূর বিন আবদুল জাব্বার মাদানী।

শাইখ আজমাল হোসাইন বিন আবদুন নূর মাদানী।

দ্বিতীয় প্রকাশঃ ২০২১ ইং

আলোকিত প্রকাশনী

# সূচীপত্র


| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অনুবাদকের কথা | ৮৯ |
| ইমাম বুখারী (রহ:)এর সংক্ষিপ্ত জীবনী | ৯৩ |
| **কিতাবুল অহী** | |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট কিভাবে অহী নাযিল শুরু হয়েছিল? | ১০৩ |
| **কিতাবুল ঈমান** | |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী: ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি | ১১৫ |
| অধ্যায়: ঈমানের শাখাসমূহ | ১১৫ |
| অধ্যায়: যার জবান ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে সেই প্রকৃত মুসলিম | ১১৫ |
| অধ্যায়: ইসলামের কোন কাজটি উত্তম? | ১১৫ |
| অধ্যায়: মানুষকে খাদ্য প্রদান করা ইসলামের অন্তর্ভূক্ত | ১১৬ |
| অধ্যায়: নিজের জন্য যা পছন্দ করবে মুসলিম ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করা ঈমানের অন্তর্ভূক্ত | ১১৬ |
| অধ্যায়: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ | ১১৬ |
| অধ্যায়: ঈমানের স্বাদ | ১১৭ |
| অধ্যায়: মদীনার আনসারকে ভালবাসা ঈমানের অংশ | ১১৭ |
| অধ্যায়: ফিতনা থেকে দূরে থাকা ঈমানের অংশ | ১১৮ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা: আমি আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে বেশী অবগত | ১১৮ |
| অধ্যায়: আমলের কারণে ঈমানদারদের মর্যাদার পার্থক্য | ১১৮ |
| অধ্যায়: লজ্জা ঈমানের অন্তর্ভূক্ত | ১১৯ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: তারা যদি তাওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দাও | ১১৯ |
| অধ্যায়: যারা বলে আমলের অপর নাম ঈমান | ১২০ |
| অধ্যায়: ইসলাম যদি প্রকৃত অবস্থায় না হয় | ১২০ |
| অধ্যায়: স্বামীর অবাধ্য হওয়া এবং ছোট কুফরের বর্ণনা | ১২১ |
| অধ্যায়: সকল পাপ কাজ জাহেলীয়াতের অন্তর্ভূক্ত। পাপ কাজে লিপ্ত হলেই কাউকে কাফের বলা যাবেনা | ১২১ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: যদি মুমিনদের দু'টি দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও (সূরা হুজরাতঃ ৯) | ১১২ |
| অধ্যায়: কোন কোন জুলুম অন্য জুলুম থেকে কম পর্যায়ের হয়ে থাকে | ১১২ |
| অধ্যায়: মুনাফেকের আলামত | ১২৩ |
| অধ্যায়: লাইলাতুল কদরের কিয়াম করা ঈমানের অন্তর্ভূক্ত | ১২৩ |
| অধ্যায়: জিহাদ ঈমানের অংশ | ১২৩ |
| অধ্যায়: রামাযানের রাতে কিয়াম করা ঈমানের অন্তর্ভূক্ত | ১২৪ |
| অধ্যায়: ছাওয়াবের আশায় রামাযানের রোযা রাখা ঈমানের অন্তর্ভূক্ত | ১২৪ |
| অধ্যায়: দ্বীন খুবই সহজ সরল | ১২৪ |
| অধ্যায়: নামায ঈমানের অংশ | ১২৫ |
| অধ্যায়: কোন ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্যময় দিক | ১২৫ |
| অধ্যায়: আল্লাহর কাছে সেই আমল বেশী প্রিয় যা সর্বদা করা হয় | ১২৬ |
| অধ্যায়: ঈমান কম বেশী হয় | ১২৬ |
| অধ্যায়: যাকাত ইসলামের একটি রুকন | ১২৭ |
| অধ্যায়: জানাযায় শরীক হওয়া ঈমানের অংশ | ১২৮ |
| অধ্যায়: অজান্তে মুমিনের আমল বরবাদ হয়ে যাওয়ার ভয় | ১২৮ |
| অধ্যায়: ঈমান, ইসলাম ও ইহসান সম্পর্কে জিবরীলের প্রশ্ন | ১২৯ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি তার দ্বীনকে সন্দেহ মুক্ত করে নিল | ১৩০ |

## সূচীপত্র


| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: গণীমতের মালামাল হতে এক পঞ্চমাংশ দান করা ঈমানের অংশ | ১৩১ |
| অধ্যায়: মানুষের আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল | ১৩২ |
| অধ্যায়: দ্বীন নসীহত স্বরূপ | ১৩২ |
| **কিতাবুল ইলম** | |
| অধ্যায়: ইলমের ফজীলত | ১৩৩ |
| অধ্যায়: ইলম শিক্ষা দেয়ার সময় আওয়াজ উঁচু করা | ১৩৩ |
| অধ্যায়: ইমাম তাঁর অনুসারীদের জ্ঞান যাচাই করার জন্য প্রশ্ন করতে পারেন | ১৩৪ |
| অধ্যায়: মুহাদ্দিছের নিকট হাদীছ পাঠ করা এবং পেশ করা | ১৩৪ |
| অধ্যায়: যাকে হাদীছ শুনানো হয় সে উপস্থিত হয়ে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে | ১৩৬ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের জন্য (মাঝে মাঝে) নসীহত করতেন, যাতে তাঁরা বিরক্ত না হন | ১৩৭ |
| অধ্যায়: আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাঁকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন | ১৩৭ |
| অধ্যায়: জ্ঞানের কথা বুঝার চেষ্টা করা | ১৩৮ |
| অধ্যায়: জ্ঞান ও হিকমতে গিবতা (ঈর্ষা) করা | ১৩৮ |
| অধ্যায়: ইবনে আব্বাসের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দু'আ | ১৩৯ |
| অধ্যায়: কত বছর বয়সে শিশুরা হাদীছ শ্রবণ করে মুখস্থ রাখতে পারে? | ১৩৯ |
| অধ্যায়: ইলম শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেয়ার ফজীলত | ১৩৯ |
| অধ্যায়: ইলম উঠে যাবে এবং মূর্খতা বিস্তার লাভ করবে | ১৪০ |
| অধ্যায়: ইলমের ফজীলত | ১৪১ |
| অধ্যায়: বাহনে আরোহন করে ফতোয়া দেয়া | ১৪১ |
| অধ্যায়: হাত বা মাথার ইশারায় ফতোয়া দেয়া | ১৪২ |
| অধ্যায়: জরুরী কোন মাসআলার জন্য সফর করা এবং নিজ পরিবারকে শিক্ষা দেয়া | ১৪৩ |
| অধ্যায়: ইলম শিক্ষার জন্য শিক্ষকের নিকট পালাক্রমে গমণ করা | ১৪৪ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: নসীহত করার সময় অপছন্দনীয় বিষয়ের প্রতি রাগান্বিত হওয়া | ১৪৪ |
| অধ্যায়: ভালভাবে বুঝার জন্য একই কথা তিনবার বলা | ১৪৬ |
| অধ্যায়: দাসী এবং স্ত্রীকে শিক্ষা দেয়া | ১৪৬ |
| অধ্যায়: ইমাম কর্তৃক মহিলাদেরকে শিক্ষা দান | ১৪৬ |
| অধ্যায়: হাদীছ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ | ১৪৭ |
| অধ্যায়: ইলম কিভাবে উঠিয়ে নেয়া হবে? | ১৪৭ |
| অধ্যায়: মহিলাদেরকে ইলম শিক্ষা দেয়ার জন্য আলাদা কোন দিন নির্ধারণ করা যাবে কি? | ১৪৮ |
| অধ্যায়: কোনো কথা শুনার পর ভালভাবে বুঝার জন্য দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করা | ১৪৮ |
| অধ্যায়: উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে জ্ঞানের কথা জানিয়ে দিবে | ১৪৯ |
| অধ্যায়: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি মিথ্যারোপ করার গুনাহ | ১৫০ |
| অধ্যায়: জ্ঞানের কথা লেখে নেয়া | ১৫০ |
| অধ্যায়: রাতে নসীহত করা এবং শিক্ষা দান | ১৫১ |
| অধ্যায়: রাতে গল্প করা | ১৫২ |
| অধ্যায়: জ্ঞানের কথা মুখস্থ রাখা | ১৫৩ |
| অধ্যায়: জ্ঞানীদের কথা শ্রবণ করার জন্য নিরব থাকা | ১৫৫ |
| অধ্যায়: আলেমকে যখন প্রশ্ন করা হবে, মানুষের মধ্যে কে বড় আলেম তখন তিনি কি বলবেন? | ১৫৫ |
| অধ্যায়: উপবিষ্ট আলেমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করা | ১৫৯ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: তোমাদেরকে খুব অল্প জ্ঞানই প্রদান করা হয়েছে | ১৫৯ |
| অধ্যায়: বুঝতে না পারার আশঙ্কায় একদলকে বাদ দিয়ে অন্যদলকে জ্ঞানের কথা শিক্ষা দেয়া | ১৬০ |
| অধ্যায়: ইলম অর্জনে লজ্জাবোধ করা | ১৬০ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি লজ্জাবোধ করবে সে অন্যকে প্রশ্ন করতে বলবে | ১৬১ |

## সূচীপত্র


| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: মসজিদের ভিতরে ইলমী আলোচনা করা এবং ফতোয়া জিজ্ঞেস করা | ১৬১ |
| অধ্যায়: প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাবে প্রশ্নের অতিরিক্ত কিছু যোগ করা | ১৬২ |
| **কিতাবুল অযু** | |
| অধ্যায়: অযু ব্যতীত নামায কবুল হয়না | ১৬৩ |
| অধ্যায়: অযুর ফজীলত | ১৬৩ |
| অধ্যায়: অযু ছুটে যাওয়ার সন্দেহ হলেই অযু করতে হবেনা, যতক্ষণ না অযু ছুটে যাওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস হয় | ১৬৩ |
| অধ্যায়: হালকাভাবে অযু করা | ১৬৪ |
| অধ্যায়: পরিপূর্ণরূপে অযু করা | ১৬৪ |
| অধ্যায়: উভয় হাত দ্বারা এক অঞ্জলি পানি নিয়ে মুখমণ্ডল ধৌত করা | ১৬৫ |
| অধ্যায়: পেশাব-পায়খানা করার জন্য বসার পূর্বে যা বলবে | ১৬৫ |
| অধ্যায়: শৌচাগারে (টয়লেটে) পানি রাখা | ১৬৫ |
| অধ্যায়: পেশাব-পায়খানা করার সময় কিবলামুখী হওয়া যাবেনা | ১৬৬ |
| অধ্যায়: দুইটি ইটের উপর বসে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করা | ১৬৬ |
| অধ্যায়: প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাতে মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়া | ১৬৭ |
| অধ্যায়: পানি দিয়ে ইস্তেনজা (শৌচকার্য) করা | ১৬৮ |
| অধ্যায়: ডান হাতে ইস্তেনজা (শৌচকার্য) করা নিষেধ | ১৬৮ |
| অধ্যায়: পাথর দিয়ে ইস্তেনজা করা | ১৬৮ |
| অধ্যায়: গোবর দিয়ে ইস্তেনজা করা নিষেধ | ১৬৯ |
| অধ্যায়: অযুর অঙ্গগুলো একবার একবার ধৌত করা | ১৬৯ |
| অধ্যায়: অযুর অঙ্গগুলো দু'বার করে ধৌত করা | ১৬৯ |
| অধ্যায়: অযুর অঙ্গগুলো তিনবার করে ধৌত করা | ১৬৯ |
| অধ্যায়: অযুতে নাক পরিস্কার করা | ১৭০ |
| অধ্যায়: বেজোড় সংখ্যায় ঢিলা ব্যবহার করা | ১৭১ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: উভয় পা ধৌত করতে হবে, জুতার উপর মাসেহ করবে না | ১৭১ |
| অধ্যায়: অযু ও গোসল ডান দিক থেকে শুরু করা | ১৭২ |
| অধ্যায়: নামাযের সময় হলে অযুর পানি তালাশ করা | ১৭২ |
| অধ্যায়: যে পানি দ্বারা মানুষের চুল ধৌত করা হয় তার হুকুম | ১৭৩ |
| অধ্যায়: কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে তাঁর হুকুম | ১৭৩ |
| অধ্যায়: যারা পেশাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে নির্গত বস্তু ব্যতীত অন্য কিছুকে অযু ভঙ্গের কারণ মনে করেন না | ১৭৩ |
| অধ্যায়: কাউকে তার সাথী অযু করিয়ে দিলে তা জায়েয হবে | ১৭৫ |
| অধ্যায়: বিনা অযুতে কুরআন পড়া | ১৭৫ |
| অধ্যায়: অযুতে সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা | ১৭৬ |
| অধ্যায়: অযুর অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা | ১৭৬ |
| অধ্যায়: স্বামী-স্ত্রী এক সাথে একই পাত্র থেকে অযু করা | ১৭৭ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অযুর অবশিষ্ট পানি সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির উপর ছিটানো | ১৭৮ |
| অধ্যায়: কাঠ বা পাথরের পাত্রে অযু ও গোসল করা | ১৭৮ |
| অধ্যায়: এক মুদ্দ পানি দিয়ে অযু করা | ১৮০ |
| অধ্যায়: মোজার উপর মাসেহ করা | ১৮০ |
| অধ্যায়: পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করা হলে | ১৮০ |
| অধ্যায়: বকরীর গোশত খেয়ে অযু না করা | ১৮১ |
| অধ্যায়: ছাতু খেয়ে শুধু কুলি করা | ১৮১ |
| অধ্যায়: দুধ পান করে শুধু কুলি করা | ১৮২ |
| অধ্যায়: ঘুমের কারণে অযু করা। যারা বলে এক ঝিমুনি, দুই ঝিমুনি কিংবা সামান্য ঘুমের কারণে অযু আবশ্যক হয় না | ১৮২ |
| অধ্যায়: অযু ভঙ্গ না হলেও অযু করা | ১৮৩ |
| অধ্যায়: পেশাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন না করা কবীরা গুনাহ | ১৮৩ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: পেশাব ধৌত করা | ১৮৪ |
| অধ্যায়: মসজিদে গ্রাম্য লোককে পেশাব করতে বাঁধা না দেয়া | ১৮৪ |
| অধ্যায়: শিশুদের পেশাব প্রসঙ্গে | ১৮৫ |
| অধ্যায়: দাঁড়িয়ে এবং বসে উভয় অবস্থায় পেশাব করা | ১৮৫ |
| অধ্যায়: দেয়ালের আড়ালে এবং নিজ সাথীর নিকটেই পেশাব করা | ১৮৫ |
| অধ্যায়: রক্ত ধৌত করা | ১৮৬ |
| অধ্যায়: মনী (বীর্য) ধৌত করা এবং ঘষে উঠিয়ে ফেলা | ১৮৬ |
| অধ্যায়: উট, অন্যান্য হালাল পশু এবং বকরীর খোঁয়ার প্রসঙ্গে | ১৮৭ |
| অধ্যায়: ঘি এবং পানিতে অপবিত্র জিনিস পতিত হলে | ১৮৮ |
| অধ্যায়: স্থির পানিতে পেশাব করার হুকুম | ১৮৮ |
| অধ্যায়: নামাযরত ব্যক্তির পিঠে আবর্জনা কিংবা মৃত জন্তুর ভূড়ি নিক্ষেপ করা হলে নামায নষ্ট হবেনা | ১৮৮ |
| অধ্যায়: কাপড়ে থুথু ফেলা এবং তা দিয়ে নাক পরিস্কার করা | ১৯০ |
| অধ্যায়: মেয়ে কর্তৃক স্বীয় পিতার চেহারা হতে রক্ত ধৌত করা | ১৯০ |
| অধ্যায়: মেসওয়াকের বিবরণ | ১৯০ |
| অধ্যায়: বয়সে যিনি বড়, প্রথমে তাঁকে মেসওয়াক প্রদান করা | ১৯১ |
| অধ্যায়: অযু সহকারে রাত্রি যাপন করার ফজীলত | ১৯১ |
| **কিতাবুল গোসল** | |
| অধ্যায়: গোসলের পূর্বে অযু করা | ১৯৩ |
| অধ্যায়: স্বামী-স্ত্রী একসাথে গোসল করা | ১৯৩ |
| অধ্যায়: এক সা পানি দ্বারা গোসল করা | ১৯৪ |
| অধ্যায়: গোসলের সময় মাথায় তিনবার পানি ঢালা | ১৯৪ |
| অধ্যায়: পবিত্রতার অর্জনের গোসল করার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা | ১৯৪ |
| অধ্যায়: একবার স্ত্রী সহবাস করার পর পুনরায় সহবাসের ইচ্ছা করলে | ১৯৫ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি গোসল করার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করল | ১৯৫ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: পবিত্রতার গোসল করার সময় চুল খেলাল করা | ১৯৫ |
| অধ্যায়: কোন লোক মসজিদে এসে যদি মনে করে যে, সে অপবিত্র, তাহলে সাথে সাথে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবে, তায়াম্মুম করবেনা | ১৯৬ |
| অধ্যায়: নির্জনে অথবা দেয়ালে ঘেরা স্থানে একাকী উলঙ্গ হয়ে গোসল করা | ১৯৬ |
| অধ্যায়: মানুষের সাথে গোসল করার সময় পর্দা করা | ১৯৭ |
| অধ্যায়: অপবিত্র ব্যক্তির শরীরের ঘাম এবং মুসলিম ব্যক্তি কখনও নাপাক হয়না | ১৯৮ |
| অধ্যায়: অপবিত্র ব্যক্তি শুধু অযু করে ঘুমাতে পারবে | ১৯৮ |
| অধ্যায়: স্বামী-স্ত্রীর যৌনাঙ্গদ্বয় পরস্পর মিলিত হলে গোসল ওয়াজিব হবে | ১৯৯ |
| **কিতাবুল হাইয** | |
| (ঋতু পর্ব): অধ্যায়: মহিলাদের হায়েয দেখা দিলে তার হুকুম | ২০০ |
| অধ্যায়: হায়েয অবস্থায় স্বামীর মাথা ধৌত করা এবং চিরুনী করে দেয়া | ২০০ |
| অধ্যায়: পুরুষ তার ঋতুবতী স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কুরআন পড়তে পারে | ২০১ |
| অধ্যায়: নেফাসকে হায়েয বলা | ২০১ |
| অধ্যায়: ঋতুবতী স্ত্রীর শরীরের সাথে শরীর লাগিয়ে শয়ন করা | ২০১ |
| অধ্যায়: হায়েয অবস্থায় রোযা রাখা থেকে বিরত থাকা | ২০২ |
| অধ্যায়: মস্তাহাযা মহিলার ইতেকাফে বসা | ২০৩ |
| অধ্যায়: হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার গোসল করার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা | ২০৩ |
| অধ্যায়: হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করার সময় মহিলারা শরীর মর্দন করবে | ২০৩ |
| অধ্যায়: হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করার সময় মহিলারা মাথায় চিরুনী করতে পারে | ২০৪ |
| অধ্যায়: হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করার সময় মহিলারা মাথার চুল খুলে ফেলবে | ২০৫ |
| অধ্যায়: হায়েয অবস্থায় ছুটে যাওয়া নামায কাযা করবেনা | ২০৫ |
| অধ্যায়: ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে একই কাপড়ে নিদ্রা যাওয়া | ২০৬ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: হায়েয অবস্থায় মহিলারা ঈদগাহে উপস্থিত হতে পারে | ২০৭ |
| অধ্যায়: হায়েযের নির্ধারিত দিন অতিবাহিত হওয়ার পর নির্গত পীত রং এবং ধুসর রং-এর হুকুম | ২০৭ |
| অধ্যায়: তাওয়াফে ইফাযার পর হায়েয দেখা দিলে | ২০৭ |
| অধ্যায়: নিফাসের মুদ্দতের ভিতরে মহিলা মারা গেলে তার জানাযা নামায এবং তার পদ্ধতি | ২০৭ |
| অধ্যায়: পূর্ব বিষয়ের সাথে সংশিষ্ট অন্য একটি অধ্যায় | ২০৮ |
| **কিতাবুত তায়াম্মুম** | |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) অর্থাৎ তোমরা পানি না পেলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর | ২০৯ |
| অধ্যায়: মুকীম অবস্থায় পানি না পাওয়া গেলে এবং নামায ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে | ২১০ |
| অধ্যায়: তায়াম্মুমকারী মাটিতে হাত মেরে হাতে ফুঁ দিবে কি? | ২১১ |
| অধ্যায়: পবিত্র মাটি মুসলিমদের জন্য অযুর পানির হুকুম রাখে | ২১১ |
| **কিতাবুস সালাত** | |
| অধ্যায়: মি'রাজের রাতে কিভাবে নামায ফরয হল? | ২১৪ |
| অধ্যায়: কাপড় পরিধান করে নামায পড়া ওয়াজিব | ২১৭ |
| অধ্যায়: এক কাপড় দিয়ে সমস্ত শরীর ঢেকে নামায পড়া | ২১৭ |
| অধ্যায়: এক কাপড়ে নামায পড়ার সময় উভয় কাঁধের উপর কাপড়ের কিছু অংশ রাখবে | ২১৮ |
| অধ্যায়: কাপড় যদি ছোট হয় | ২১৯ |
| অধ্যায়: শামী (সংকীর্ণ) জুব্বা পরিধান করে নামায পড়া | ২২০ |
| অধ্যায়: নামায ও অন্যান্য অবস্থায় উলঙ্গ হওয়া নিষেধ | ২২০ |
| অধ্যায়: সতর কতটুকু ঢাকতে হবে? | ২২১ |
| অধ্যায়: রান সতরের অন্তর্ভূক্ত কি না? | ২২২ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: মহিলারা কয়টি কাপড় পরিধান করে নামায পড়বে? | ২২৪ |
| অধ্যায়: কেউ যদি নকশী করা কাপড়ে নামায পড়ে? | ২২৪ |
| অধ্যায়: কেউ যদি ক্রুশচিহ্ন বিশিষ্ট অথবা ছবিযুক্ত কাপড় পরিধান করে নামায পড়ে তাহলে কি তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে? | ২২৪ |
| অধ্যায়: রেশমী কোট পরিধান করে নামায পড়ে তা খুলে ফেলা | ২২৫ |
| অধ্যায়: লাল কাপড় পরিধান করে নামায পড়া | ২২৫ |
| অধ্যায়: ছাদ, মিম্বার ও কাঠের উপর নামায পড়া | ২২৬ |
| অধ্যায়: চাটাইয়ের উপর নামায পড়া | ২২৬ |
| অধ্যায়: বিছানার উপর নামায পড়া | ২২৭ |
| অধ্যায়: প্রচণ্ড গরমের কারণে কাপড়ের উপর সিজদা করা | ২২৮ |
| অধ্যায়: জুতা পরিধান করে নামায আদায় করা | ২২৮ |
| অধ্যায়: মোজা পরিধান করে নামায আদায় করা | ২২৮ |
| অধ্যায়: সেজদায় বাহুদ্বয় পাঁজর হতে দূরে রাখবে | ২২৯ |
| অধ্যায়: কিবলামুখী হয়ে নামায আদায় করার ফযীলত | ২২৯ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান হিসাবে গ্রহণ কর | ২৩০ |
| অধ্যায়: যেখানেই নামায পড়া হোক না কেন কিবলামুখী হতে হবে | ২৩০ |
| অধ্যায়: কিবলার বর্ণনা এবং যারা মনে করে ভুলক্রমে অন্য দিকে মুখ করে নামায পড়লে তা পুনরায় পড়তে হবেনা | ২৩২ |
| অধ্যায়: হাত দিয়ে মসজিদ থেকে থুথু পরিষ্কার করা | ২৩৩ |
| অধ্যায়: নামায অবস্থায় ডান দিকে থুথু ফেলবেনা | ২৩৩ |
| অধ্যায়: মসজিদে থুথু ফেলার কাফ্ফারা | ২৩৪ |
| অধ্যায়: ইমাম কর্তৃক লোকদেরকে নামায পূর্ণ করার উপদেশ দেয়া এবং কিবলার বর্ণনা | ২৩৪ |
| অধ্যায়: অমুক গোত্রের মসজিদ- এ কথা বলা যাবে কি? | ২৩৫ |
| অধ্যায়: সম্পদ বন্টন করা এবং মসজিদে থোকা ঝুলিয়ে রাখা? | ২৩৫ |

## সূচীপত্র


| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: ঘরের মধ্যে নামাযের স্থান নির্ধারণ করা | ২৩৬ |
| অধ্যায়: জাহেলী যুগের মুশরিকদের কবর উপড়ে ফেলে তথায় মসজিদ নির্মাণ করা? | ২৩৭ |
| অধ্যায়: উট রাখার স্থানে নামায পড়া | ২৩৯ |
| অধ্যায়: চুলা, আগুন বা অন্য কোন পূজনীয় বস্তু সামনে নিয়ে কেউ আল্লাহর জন্য নামায পড়লে | ২৩৯ |
| অধ্যায়: কবরস্থানে নামায পড়া নিষেধ | ২৪০ |
| অধ্যায়: পূর্বোক্ত আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত অন্য একটি অধ্যায় | ২৪০ |
| অধ্যায়: মহিলারা মসজিদে ঘুমাতে পারে | ২৪১ |
| অধ্যায়: মসজিদে পুরুষদের ঘুমানো | ২৪২ |
| অধ্যায়: কেউ মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু'রাকাত নামায পড়ে নিবে | ২৪২ |
| অধ্যায়: মসজিদ নির্মাণ করা | ২৪৩ |
| অধ্যায়: মসজিদ নির্মাণের সময় পরস্পর সহযোগিতা করা | ২৪৩ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে তার ফজীলত | ২৪৪ |
| অধ্যায়: মসজিদের ভিতর দিয়ে চলার সময় তীরের অগ্রভাগ বন্ধ রাখা | ২৪৪ |
| অধ্যায়: মসজিদের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করা | ২৪৪ |
| অধ্যায়: মসজিদের ভিতরে কবিতা আবৃত্তি করা | ২৪৫ |
| অধ্যায়: বর্শা (যুদ্ধাস্ত্র) নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা | ২৪৫ |
| অধ্যায়: মসজিদে ঋণ আদায়ের তাকিদ দেয়া | ২৪৫ |
| অধ্যায়: মসজিদ ঝাড়ু দেয়া এবং তা থেকে কাপরের টুকরা, অবর্জনা এবং কাঠের টুকরা উঠিয়ে বাইরে ফেলে দেয়া | ২৪৬ |
| অধ্যায়: মসজিদে মদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করা | ২৪৬ |
| অধ্যায়: কয়েদী এবং ঋণদারকে মসজিদে বেঁধে রাখা | ২৪৬ |
| অধ্যায়: রোগী এবং অন্যান্যদের জন্য মসজিদে তাঁবুর ব্যবস্থা করা | ২৪৭ |
| অধ্যায়: প্রয়োজনে মসজিদে উট প্রবেশ করানো | ২৪৮ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: শিরোনাম বিহীন একটি অধ্যায় | ২৪৮ |
| অধ্যায়: মসজিদের জানালা রাখা এবং ভিতর দিয়ে রাস্তার ব্যবস্থা করা | ২৪৯ |
| অধ্যায়: কা'বা ঘর এবং অন্যান্য মসজিদের দরজা এবং তালার ব্যবস্থা করা | ২৫০ |
| অধ্যায়: মসজিদে বৃত্তকারে অথবা সাধারণভাবে বসা | ২৫০ |
| অধ্যায়: মসজিদে চিৎ হয়ে শয়ন করা | ২৫১ |
| অধ্যায়: বাজারের মসজিদে নামায পড়া | ২৫১ |
| অধ্যায়: মসজিদ বা অন্যস্থানে এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে জালের মত করা | ২৫২ |
| অধ্যায়: মদীনার রাস্তাসমূহে যে সমস্ত মসজিদ রয়েছে এবং যে সকল স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়েছেন | ২৫৩ |
| **নামাযীর সুতরা পর্ব:** অধ্যায়: ইমামের সুতরা মুক্তাদীরও সুতরা | ২৫৭ |
| অধ্যায়: সুতরা ও নামাযীর মধ্যে দূরত্ব কতটুকু হওয়া উচিত | ২৫৭ |
| অধ্যায়: বর্শার দিকে ফিরে নামায আদায় করা | ২৫৮ |
| অধ্যায়: মসজিদের খুঁটি সামনে রেখে নামায আদায় করা | ২৫৮ |
| অধ্যায়: একা নামায পড়ার সময় মসজিদের দু'খুঁটির মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা | ২৫৮ |
| অধ্যায়: যানবাহন, উট, গাছ, পালকি ইত্যাদি সামনে রেখে নামায আদায় করা | ২৫৯ |
| অধ্যায়: খাট বা চৌকি সামনে রেখে নামায পড়া | ২৫৯ |
| অধ্যায়: নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে কেউ যেতে চাইলে বাঁধা দিবে | ২৬০ |
| অধ্যায়: নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীর গুনাহ | ২৬০ |
| অধ্যায়: ঘুমন্ত ব্যক্তির পিছনে নামায পড়া | ২৬১ |
| অধ্যায়: নামায অবস্থায় শিশু মেয়েকে ঘাড়ে বহন করলে | ২৬১ |
| অধ্যায়: মহিলা নামাযী ব্যক্তির শরীর থেকে আবর্জনা ফেলে দিতে পারে | ২৬১ |
| **নামাযের সময় পর্ব:** অধ্যায়: নামাযের সময় এবং তার ফযীলত | ২৬২ |
| অধ্যায়: নামায গুনাহসমূহের কাফ্ফারা | ২৬২ |

## সূচীপত্র


| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায়ের ফযীলত | ২৬৪ |
| অধ্যায়: পাঁচ ওয়াক্ত নামায গুনাসমূহের কাফ্ফা স্বরূপ | ২৬৪ |
| অধ্যায়: নামাযী ব্যক্তি তাঁর প্রভুর সাথে কথোপকথন করে | ২৬৫ |
| অধ্যায়: প্রচণ্ড গরমের কারণে যোহরের নামায দেরী করে আদায় করা | ২৬৫ |
| অধ্যায়: সূর্য ঢলে গেলে যোহরের নামাযের সময় হয় | ২৬৬ |
| অধ্যায়: যোহরের নামায আসর পর্যন্ত দেরী করে আদায় করা | ২৬৭ |
| অধ্যায়: আসরের নামাযের সময় | ২৬৭ |
| অধ্যায়: আসরের নামায ছুটে যাওয়ার গুনাহ | ২৬৮ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আসরের নামায ছেড়ে দিল | ২৬৮ |
| অধ্যায়: আসরের নামাযের ফজীলত | ২৬৯ |
| অধ্যায়: যে সূর্য অস্তের পূর্বে আসর নামাযের এক রাকাত পেল | ২৭০ |
| অধ্যায়: মাগরিবের নামাযের সময় | ২৭১ |
| অধ্যায়: যারা মাগরিবকে ইশা বলা অপছন্দ করেন | ২৭১ |
| অধ্যায়: ইশার নামাযের ফযীলত | ২৭১ |
| অধ্যায়: ইশার নামাযের পূর্বে যার ঘুম এসে যায় সে ঘুমাতে পারবে | ২৭২ |
| অধ্যায়: অর্ধেক রাত পর্যন্ত ইশার নামাযের সময় থাকে | ২৭৩ |
| অধ্যায়: ফজরের নামাযের ফযীলত | ২৭৪ |
| অধ্যায়: ফজরের নামাযের সময় | ২৭৪ |
| অধ্যায়: ফজরের নামাযের পর সূর্য পূর্ণরূপে উদিত হওয়ার পূর্বে নামায পড়ার বিধান | ২৭৪ |
| অধ্যায়: সূর্য পূর্ণরূপে অস্ত যাওয়ার পূর্বে নামায পড়ার ইচ্ছা করবেনা | ২৭৫ |
| অধ্যায়: আসরের পর কাযা নামায বা অনুরূপ কোন নামায পড়া | ২৭৬ |
| অধ্যায়: নামাযের সময় চলে যাওয়ার পর আযান দেয়া | ২৭৬ |
| অধ্যায়: নামাযের সময় চলে যাওয়ার পর যে ব্যক্তি লোকদেরকে নিয়ে জামাআতে নামায আদায় করে | ২৭৭ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি নামায আদায় করতে ভুলে যাবে সে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে তা আদায় করে নিবে | ২৭৭ |
| **কিতাবুল আযান** | |
| অধ্যায়: আযানের সূচনা | ২৮১ |
| অধ্যায়: আযানের শব্দগুলো দু'বার দু'বার বলবে | ২৮১ |
| অধ্যায়: আযান দেয়ার ফজীলত | ২৮১ |
| অধ্যায়: উঁচু আওয়াযে আযান দেয়া | ২৮২ |
| অধ্যায়: আযানের শব্দ শুনে যুদ্ধ ও রক্তপাত বন্ধ করা | ২৮২ |
| অধ্যায়: মুআয্যিনের আওয়ায শুনলে যা বলবে | ২৮২ |
| অধ্যায়: আযানের দু'আ | ২৮৩ |
| অধ্যায়: আযানের জন্য লটারী দেয়া বা লটারীর মাধ্যমে মুআয্যিন নিযুক্ত করা | ২৮৪ |
| অধ্যায়: কেউ সময় বলে দিলে অন্ধ ব্যক্তি আযান দিতে পারে | ২৮৪ |
| অধ্যায়: ফজরের সময় হলে আযান দেয়া | ২৮৪ |
| অধ্যায়: ফজরের সময় হওয়ার পূর্বে আযান দেয়া | ২৮৫ |
| অধ্যায়: প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মাঝখানে নামায আছে। তবে যে ইচ্ছা করে তার জন্য | ২৮৫ |
| অধ্যায়: যারা বলেন: সফরে একজন মুআয্যিনই যেন আযান দেয় | ২৮৫ |
| অধ্যায়: মুসাফিরের সংখ্যা একাধিক হলে তারা আযান ও ইকামত দিবে | ২৮৬ |
| অধ্যায়: কোন ব্যক্তির কথা, আমাদের নামায ছুটে গেছে | ২৮৬ |
| অধ্যায়: ইকামতের সময় ইমামকে দেখে মুক্তাদীরা কখন দাঁড়াবে? | ২৮৭ |
| অধ্যায়: ইকামত হয়ে যাওয়ার পর ইমামের কোন প্রয়োজন দেখা দিলে | ২৮৭ |
| অধ্যায়: জামাআতের সাথে নামায আদায় ওয়াজিব | ২৮৭ |
| অধ্যায়: জামাআতের সাথে নামায আদায়ের ফযীলত | ২৮৮ |
| অধ্যায়: জামাআতের সাথে ফজরের নামায আদায়ের ফযীলত | ২৮৮ |

## সূচীপত্র


| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: প্রথম ওয়াক্তে যোহরের নামায পড়ার ফযীলত | ২৮৯ |
| অধ্যায়: মসজিদে যাওয়ার সময় পদক্ষেপসমূহের বিনিময়ে ছাওয়াব কামনা করা | ২৮৯ |
| অধ্যায়: জামাআতের সাথে ইশার নামায পড়ার ফজীলত | ২৯০ |
| অধ্যায়: নামাযের জন্য মসজিদে বসে অপেক্ষাকারী এবং মসজিদের ফযীলত | ২৯০ |
| অধ্যায়: সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে যাতায়াতকারীর মর্যাদা | ২৯১ |
| অধ্যায়: ফরয নামাযের ইকামত হয়ে গেলে সেই নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়া যাবে না | ২৯১ |
| অধ্যায়: রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কি পরিমাণ রোগ নিয়ে জামআতে শরীক হবে? | ২৯১ |
| অধ্যায়: লোক সংখ্যা যাই হোক ইমাম কি তাদেরকে নিয়েই নামায পড়বেন? বৃষ্টির দিনেও কি তিনি খুতবা দিবেন? | ২৯২ |
| অধ্যায়: নামাযের ইকামতের সময় যদি খাবার উপস্থিত হয় | ২৯৩ |
| অধ্যায়: ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকার সময় নামাযের ইকামত হয়ে গেলে নামাযের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যাবে | ২৯৪ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায এবং নামাযের সুন্নাতী তরীকা শিক্ষা দেয়ার জন্য নামায পড়ে দেখায় | ২৯৪ |
| অধ্যায়: জ্ঞানী ও সম্মানী ব্যক্তিগণ ইমামতি করা বেশী হকদার | ২৯৪ |
| অধ্যায়: কোন ব্যক্তি মানুষের ইমামতি করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলে যদি প্রথম ইমাম এসে যায় | ২৯৫ |
| অধ্যায়: ইমাম এজন্য বানানো হয় যাতে তাঁর অনুসরণ করা হয় | ২৯৭ |
| অধ্যায়: ইমামের পেছনে মুক্তাদীগণ কখন সেজদাহ করবে? | ২৯৯ |
| অধ্যায়: ইমামের পূর্বে (রুকূ-সেজদাহ) থেকে মাথা উঠানোর গুনাহ | ২৯৯ |
| অধ্যায়: কৃতদাস, আযাদকৃত দাস এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের ইমামতি করা প্রসঙ্গে | ২৯৯ |
| অধ্যায়: ইমামগণ যদি পরিপূর্ণরূপে নামায আদায় না করেন এবং মুক্তাদীগণ পূর্ণ করেন | ২৯৯ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: ইমাম ও মুক্তাদী মিলে যখন নামাযী মাত্র দু'জন হবে তখন মুক্তাদী ইমামের ডান দিকে দাঁড়াবে | ৩০০ |
| অধ্যায়: ইমাম যখন কিরাআত লম্বা করবে তখন কোন মুক্তাদী বিশেষ প্রয়োজনে নামায ছেড়ে দিয়ে একা নামায পড়ে নিলে তা জায়েয হবে | ৩০০ |
| অধ্যায়: নামাযে কিয়াম সংক্ষিপ্ত করা এবং রুকূ-সেজদা পরিপূর্ণরূপে আদায় করা ইমামের উপর কর্তব্য | ৩০১ |
| অধ্যায়: সংক্ষেপ করা সত্ত্বেও পরিপূর্ণরূপে নামায আদায় করা | ৩০২ |
| অধ্যায়: শিশুর কান্না শুনে নামায সংক্ষেপ করা | ৩০২ |
| অধ্যায়: নামাযের ইকামত হওয়ার সময় কাতার সোজা করা | ৩০২ |
| অধ্যায়: নামাযের কাতার সোজা করার সময় ইমাম মানুষের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখবে | ৩০৩ |
| অধ্যায়: ইমাম এবং মুক্তাদীর মাঝখানে যদি দেয়াল বা পর্দা থাকে | ৩০৩ |
| অধ্যায়: তাহাজ্জুদের নামায | ৩০৪ |
| **নামাযের পদ্ধতির অধ্যায়সমূহ:** অধ্যায়: নামাযের শরুতে প্রথম তাকবীর বলার সময় উভয় হাত সমানভাবে উঠানো | ৩০৫ |
| অধ্যায়: নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা | ৩০৫ |
| অধ্যায়: নামাযী তাকবীরে তাহ্‌রীমার পর কি বলবে? | ৩০৬ |
| অধ্যায়: মুক্তাদী নামাযে ইমামের দিকে তাকাতে পারবে | ৩০৭ |
| অধ্যায়: নামায অবস্থায় আকাশের দিকে দৃষ্টি দেয়া | ৩০৮ |
| অধ্যায়: নামায অবস্থায় এদিক ওদিক তাকানো | ৩০৮ |
| অধ্যায়: ইমাম এবং মুক্তাদীর উপর সকল নামাযেই কিরাআত পাঠ করা ওয়াজিব | ৩০৮ |
| অধ্যায়: যোহরের নামাযের কিরাআত | ৩১১ |
| অধ্যায়: মাগরিবের নামাযের কিরাআত | ৩১১ |
| অধ্যায়: মাগরিবের নামাযে স্বরবে কিরাআত পাঠ করা | ৩১২ |
| অধ্যায়: ইশার নামাযে স্বরবে কিরাআত পাঠ করা | ৩১২ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: ইশার নামাযের কিরাআতের বর্ণনা | ৩১২ |
| অধ্যায়: ফজরের নামাযের কিরাআতের বর্ণনা | ৩১৩ |
| অধ্যায়: ফজরের নামাযে স্বরবে কিরাআত পাঠ করা | ৩১৩ |
| অধ্যায়: নামাযের একই রাকআতে দু'সূরা পাঠ করা, নামাযে সূরার শেষ আয়াত পাঠ করা, কুরআন মযীদের সূরাগুলো যেভাবে বিন্যস্ত করা আছে নামাযে কিরা'ত পাঠ করার সময় সে বিন্যাস রক্ষা না করা এবং সূরার প্রথম আয়াতগুলো পাঠ করা | ৩১৪ |
| অধ্যায়: চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযের শেষের দু'রাকআতে শুধু সূরা ফাতেহা পাঠ করা | ৩১৫ |
| অধ্যায়: ইমামের উচ্চঃস্বরে আমীন বলা | ৩১৫ |
| অধ্যায়: আমীন বলার ফজীলত | ৩১৫ |
| অধ্যায়: কাতারে শামিল হওয়ার পূর্বে রুকূ করা প্রসঙ্গে | ৩১৫ |
| অধ্যায়: রুকূতে পূর্ণভাবে তাকবীর বলা | ৩১৬ |
| অধ্যায়: সেজদা হতে উঠার সময় তাকবীর বলা | ৩১৬ |
| অধ্যায়: রুকূতে থাকাবস্থায় হাঁটুর উপর হাত রাখা | ৩১৬ |
| অধ্যায়: রুকূতে থাকাবস্থায় পিঠ সোজা রাখা এবং তাতে ধীরস্থীরতা অবলম্বন করা | ৩১৭ |
| অধ্যায়: রুকূর দু'আ | ৩১৭ |
| অধ্যায়: আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ বলার ফজীলত | ৩১৮ |
| অধ্যায়: রুকূ হতে মাথা উঠিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ানো | ৩১৯ |
| অধ্যায়: আল্লাহু আকবার বলতে বলতে সিজদায় যাবে | ৩১৯ |
| অধ্যায়: সিজদার ফজীলত | ৩২০ |
| অধ্যায়: সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করা | ৩২৩ |
| অধ্যায়: দু'সিজদার মাঝখানে অবস্থান করা | ৩২৩ |
| অধ্যায়: সিজদাবস্থায় যমিনে দু'বাহু বিছিয়ে দিবেনা | ৩২৪ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: নামাযের বেজোড় রাকআতে সিজদা থেকে উঠার পর সামান্য সময় বসে তারপর উঠে দাঁড়ানো | ৩২৪ |
| অধ্যায়: দু'সিজদা শেষে উঠার সময় তাকবীর বলবে | ৩২৪ |
| অধ্যায়: তাশাহ্হুদে বসার তরীকা | ৩২৫ |
| অধ্যায়: যারা প্রথম তাশাহ্হুদ ওয়াজিব মনে করেন না | ৩২৬ |
| অধ্যায়: শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়া | ৩২৬ |
| অধ্যায়: সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'আ করা | ৩২৭ |
| অধ্যায়: তাশাহ্হুদের পর পছন্দ অনুযায়ী দু'আ করবে | ৩২৮ |
| অধ্যায়: সালাম ফিরানো | ৩২৮ |
| অধ্যায়: ইমামের সাথে সাথে মুক্তাদীগণও সালাম ফিরাবে | ৩২৮ |
| অধ্যায়: নামায শেষে যিকির | ৩২৯ |
| অধ্যায়: সালাম ফিরানোর পর ইমাম মুক্তাদীগণের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসবে | ৩৩১ |
| অধ্যায়: ইমাম নামায আদায় করার পর কোন প্রয়োজনীয় কথা মনে করে মানুষদেরকে ডিঙ্গিয়ে বের হয়ে গেলে | ৩৩১ |
| অধ্যায়: সালাম ফিরানোর পর ডান দিক থেকে অথবা বাম দিক থেকে ঘুরে বসা | ৩৩২ |
| অধ্যায়: কাঁচা পেয়াজ, রসুন এবং দুর্গন্ধযুক্ত সব্জির ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে | ৩৩২ |
| অধ্যায়: শিশুদের অযু করা | ৩৩৩ |
| অধ্যায়: রাতে ও অন্ধকারে মহিলাদের মসজিদে গমণ | ৩৩৪ |
| **কিতাবুল জুমআ (জুমআ পর্ব)** | |
| অধ্যায়: জুমআর নামায ফরয হওয়ার বিবরণ | ৩৩৫ |
| অধ্যায়: জুমআর দিন সুগন্ধি ব্যবহার করা | ৩৩৫ |
| অধ্যায়: জুমআর ফজীলত | ৩৩৬ |
| অধ্যায়: জুমআর দিন তৈল ব্যবহার করা | ৩৩৬ |
| অধ্যায়: জুমআর দিন সাধ্যানুযায়ী উত্তম পোষাক পরিধান করা | ৩৩৭ |

## সূচীপত্র


| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: জুমআর দিন মেসওয়াক করা | ৩৩৭ |
| অধ্যায়: জুমআর দিন ইমাম ফজরের নামাযে কোন সূরা পাঠ করবে? | ৩৩৮ |
| অধ্যায়: গ্রামে ও শহরে জুমআর নামায | ৩৩৮ |
| অধ্যায়: যার উপর জুমআর নামায ওয়াজিব নয় তার উপর কি জুমআর গোসল ওয়াজিব? | ৩৩৮ |
| অধ্যায়: কতদূর হতে জুমআর নামাযে আসতে হবে? কার উপর জুমআর নামায ওয়াজিব? | ৩৩৯ |
| অধ্যায়: জুমআর দিন গরম বেড়ে গেলে | ৩৪০ |
| অধ্যায়: জুমআর নামাযে গমণ করা | ৩৪০ |
| অধ্যায়: জুমআর দিন কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে উঠিয়ে দিয়ে তার স্থানে বসবেনা | ৩৪০ |
| অধ্যায়: জুমআর দিনের আযান | ৩৪০ |
| অধ্যায়: জুমআর দিন একজন মুআয্যিনের আযান দেয়া | ৩৪১ |
| অধ্যায়: মিম্বারের উপর বসে ইমাম জুমআর দিন আযানের উত্তর দিবে | ৩৪১ |
| অধ্যায়: মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে ইমাম খুতবা দিবে | ৩৪২ |
| অধ্যায়: দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করা | ৩৪৩ |
| অধ্যায়: খুতবায় আল্লাহর প্রশংসা করার পর আম্মা বা'দ বলা | ৩৪৩ |
| অধ্যায়: খুতবা অবস্থায় ইমাম যখন কোন লোককে মসজিদে প্রবেশ করতে দেখবে তখন তাকে দু'রাকআত নামায পড়ার আদেশ দিবে | ৩৪৪ |
| অধ্যায়: জুমআর দিন খুতবা অবস্থায় বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা | ৩৪৫ |
| অধ্যায়: জুমআর দিন ইমাম খুতবা দেয়ার সময় অন্যকে চুপ করানো | ৩৪৬ |
| অধ্যায়: জুমআর দিনের বিশেষ ( দু'আ কবুলের) একটি সময় | ৩৪৬ |
| অধ্যায়: জুমআর দিন ইমামকে রেখে কিছু লোক চলে গেলে | ৩৪৬ |
| অধ্যায়: জুমআর নামাযের আগে ও পরে নামায পড়া | ৩৪৭ |
| অধ্যায়: সালাতুল খাওফ (ভয়কালীন) নামায | ৩৪৮ |
| অধ্যায়: পায়ে হেঁটে ও আরোহী অবস্থায় ভয়কালীন নামায পড়া | ৩৪৯ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: শত্রুকে ধাওয়াকারী অবস্থায় এবং শত্রুকর্তৃক ধাওয়াকৃত হয়ে আরোহী অবস্থায় ইঙ্গিতের মাধ্যমে নামায আদায় করা | ৩৫০ |
| **কিতাবুল ঈদাইন (দু'ঈদের নামায)** | |
| অধ্যায়: ঈদের দিন বর্শা এবং ঢাল নিয়ে খেলা করা | ৩৫০ |
| অধ্যায়: ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কিছু খেয়ে নেয়া | ৩৫০ |
| অধ্যায়: ঈদুল আযহার দিন খাওয়ার বিবরণ | ৩৫০ |
| অধ্যায়: মিম্বার ছাড়া ঈদ গাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়া | ৩৫২ |
| অধ্যায়: পায়ে হেঁটে এবং আরোহন করে ঈদ গাহে গমণ করা এবং খুতবার পূর্বে নামায আদায় করা | ৩৫২ |
| অধ্যায়: ঈদের নামাযের পর খুতবা | ৩৫৩ |
| অধ্যায়: আইয়্যামুত্ তাশরীকে নেক আমলের ফজীলত | ৩৫৩ |
| অধ্যায়: মিনাতে অবস্থানের দিনগুলোতে এবং আরাফার ময়দানে যাওয়ার সময় তাকবীর পাঠ করা | ৩৫৩ |
| অধ্যায়: কুরবানীর দিন ঈদগাহে কুরবানীর পশু নহর ও যবেহ করা | ৩৫৪ |
| অধ্যায়: ঈদের দিন ঈদগাহ হতে ফেরত আসার সময় রাস্তা পরিবর্তন করা | ৩৫৪ |
| **কিতাবুল বিতর (বিতর নামায)** | |
| অধ্যায়: বিতর নামাযের ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে | ৩৫৫ |
| অধ্যায়: বিতর নামাযের সময় | ৩৫৫ |
| অধ্যায়: রাতের সর্বশেষ নামায বিতর হওয়া উচিত | ৩৫৬ |
| অধ্যায়: রুকূর আগে ও পরে কুনূত পড়া | ৩৫৬ |
| অধ্যায়: যানবাহনের উপর আরোহন করা অবস্থায় বিতর নামায পড়া | ৩৫৬ |
| **কিতাবুল ইস্তিসকা (বৃষ্টি প্রার্থনা)** | |
| অধ্যায়: বৃষ্টি প্রার্থনার নামায | ৩৫৮ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আঃ ইউসূফ (আ:)এর যামানার অনাবৃষ্টির অনুরূপ অনাবৃষ্টিতে তাদেরকে আক্রান্ত কর | ৩৬১ |
| অধ্যায়: জামে মসজিদে বৃষ্টির জন্য দুআ করা | ৩৬১ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: জুমআর খুতবায় কিবলামুখী না হয়ে বৃষ্টির জন্য দুআ করা | ৩৬১ |
| অধ্যায়: বৃষ্টির জন্য দুআ করার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে মানুষের দিকে পিঠ ফিরালেন? | ৩৬২ |
| অধ্যায়: বৃষ্টির জন্য দুআ করার সময় ইমামের হাত উঠানো | ৩৬২ |
| অধ্যায়: বৃষ্টির সময় কী বলবে? | ৩৬৩ |
| অধ্যায়: যখন বাতাস প্রবাহিত হবে | ৩৬৩ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত বাতাসের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে | ৩৬৩ |
| অধ্যায়: ভূমিকম্পের ব্যাপারে এবং কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে | ৩৬৩ |
| অধ্যায়: আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না বৃষ্টি কখন হবে? | ৩৬৪ |
| **কিতাবুল কুসুফ (সূর্যগ্রহণের বর্ণনা)** | |
| অধ্যায়: সূর্যগ্রহণের নামায | ৩৬৬ |
| অধ্যায়: সূর্যগ্রহণের সময় সাদকা করা | ৩৬৭ |
| অধ্যায়: আস্‌সালাতু জামিআহ বলে সূর্যগ্রহণের নামাযের ঘোষণা দেয়া | ৩৬৭ |
| অধ্যায়: সূর্যগ্রহণের সময় কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা | ৩৬৮ |
| অধ্যায়: জামআতের সাথে সূর্যগ্রহণের নামায আদায় করা | ৩৬৮ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি সূর্যগ্রহণের সময় দাস মুক্ত করাকে পছন্দ করে | ৩৬৯ |
| অধ্যায়: সূর্যগ্রহণের সময় যিকির করা | ৩৬৯ |
| অধ্যায়: সূর্যগ্রহণের নামাযে উঁচু আওয়াজে কিরাআত পাঠ করা | ৩৭০ |
| **কুরআন তিলাওয়াতের সিজদাহ** | |
| অধ্যায়: কুরআন তিলাওয়াতের সিজদাহ ও তার সুন্নাতী তরীকা | ৩৭১ |
| অধ্যায়: সূরা সোয়াদের সিজদাহ | ৩৭১ |
| অধ্যায়: মুশরিকদের সাথে মুসলিমদের সিজদাহ করা অথচ মুশরিক হল নাপাক, তার অযু নেই | ৩৭১ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি সিজদার আয়াত পাঠ করল কিন্তু তাতে সিজদাহ দিলনা | ৩৭২ |
| অধ্যায়: সূরা إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ এর সিজদাহ | ৩৭২ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি ভীড়ের কারণে সিজদার করার জায়গা না পাবে | ৩৭২ |
| **কসর নামায** | |
| অধ্যায়: কসর নামাযের বিবরণ এবং কতদিন অবস্থান করলে নামায কসর করবে? | ৩৭৩ |
| অধ্যায়: মিনায় (কসর) নামায আদায় করা | ৩৭৩ |
| অধ্যায়: কতদূরের সফরে নামায কসর করবে? | ৩৭৪ |
| অধ্যায়: সফরেও মাগরিবের নামায তিন রাকআত আদায় করবে? | ৩৭৪ |
| অধ্যায়: গাধার উপর আরোহন করে নফল নামায আদায় করা | ৩৭৫ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি সফর অবস্থায় ফরয নামাযের পর নফল নামায আদায় করেনা | ৩৭৫ |
| অধ্যায়: সফর অবস্থায় ফরয নামাযের পূর্বে বা পরবর্তী সময় ব্যতিত অন্য সময় নফল নামায আদায় করা | ৩৭৬ |
| অধ্যায়: সফর অবস্থায় মাগরিব ও ইশার নামায একত্রিত করে আদায় করা | ৩৭৬ |
| অধ্যায়: বসে নামায আদায় করতে অক্ষম হলে কাত হয়ে শুয়ে নামায আদায় করবে | ৩৭৬ |
| অধ্যায়: যখন কেউ বসে নামায শুরু করবে অতঃপর নামায অবস্থায় সুস্থ হলে অথবা হালকা বোধ করলে অবশিষ্ট নামায দাঁড়িয়ে পূর্ণ করবে | ৩৭৭ |
| **কিতাবুত তাহাজ্জুদ (তাহাজ্জুদ নামায)** | |
| অধ্যায়: রাত্রিতে তাহাজ্জুদ নামায পড়া | ৩৭৮ |
| অধ্যায়: রাত্রিতে নামায পড়ার ফজীলত | ৩৭৯ |
| অধ্যায়: অসুস্থ ব্যক্তি রাতের নামায ছেড়ে দিতে পারে | ৩৭৯ |
| অধ্যায়: রাতের ও নফল নামায পড়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উৎসাহ প্রদান, তবে তিনি ওয়াজিব করেন নি | ৩৮০ |

## সূচীপত্র


| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: রাত জেগে ইবাদত করতে করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদযুগল ফুলে যেত | ৩৮১ |
| অধ্যায়: শেষ রাতে নিদ্রা যাওয়া | ৩৮১ |
| অধ্যায়: তাহাজ্জুদের নামাযে দীর্ঘ কিয়াম করা | ৩৮২ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাহাজ্জুদের নামায কেমন ছিল? তিনি রাতে কত রাকআত নামায পড়তেন? | ৩৮২ |
| অধ্যায়: রাত জেগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায এবং নিদ্রা যাওয়া কেমন ছিল? রাতের কিয়াম কি পরিমাণ রহিত করা হয়েছে? | ৩৮৩ |
| অধ্যায়: রাত জেগে নামায না পড়লে শয়তান ঘাড়ের উপর গিরা লাগায় | ৩৮৩ |
| অধ্যায়: যখন কোন ব্যক্তি শুয়ে থাকবে এবং নামায পড়বেনা শয়তান তার কানে পেশাব করে দেয় | ৩৮৩ |
| অধ্যায়: শেষ রাতে দু'আ করা এবং নামায আদায় করা | ৩৮৪ |
| অধ্যায়: রামাযান বা অন্য মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের নামায | ৩৮৪ |
| অধ্যায়: ইবাদতের মধ্যে কঠোরতা করা অপছন্দনীয় | ৩৮৫ |
| অধ্যায়: রাতের নামাযে অভ্যস্ত হওয়ার পর তা ছেড়ে দেয়া অপছন্দনীয় | ৩৮৫ |
| অধ্যায়: রাতের বেলা ঘুম থেকে জেগে নামায আদায়কারীর ফজীলত | ৩৮৬ |
| অধ্যায়: নফল নামায দু'রাকআত দু'রাকআত করে আদায় করা | ৩৮৭ |
| অধ্যায়: ফজরের দু'রাকআত সুন্নাতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া আর যারা তাকে নফল বলে থাকে | ৩৮৯ |
| অধ্যায়: ফজরের দু'রাকআতে যা পড়তে হবে | ৩৮৯ |
| অধ্যায়: স্বগৃহে অবস্থানকালে চাশতের নামায পড়া | ৩৮৯ |
| অধ্যায়: যোহরের নামাযের পূর্বে দু'রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করা | ৩৮৯ |
| অধ্যায়: মাগরিবের নামাযের পূর্বে (নফল) নামায আদায় করা | ৩৯০ |
| অধ্যায়: মক্কা ও মদীনার মসজিদে নামায আদায়ের ফজীলত | ৩৯১ |
| অধ্যায়: কুবা মসজিদ | ৩৯১ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানের ফজীলত | ৩৯২ |
| **নামাযের ভিতরে নামাযের বাইরের কাজ করা** | |
| অধ্যায়: নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষেধ | ৩৯৩ |
| অধ্যায়: নামাযের মধ্যে কঙ্কর সরানো | ৩৯৩ |
| অধ্যায়: নামায অবস্থায় যদি কারো পশু ছাড়া পেয়ে পালাতে শুরু করে তখন কী করবে? | ৩৯৪ |
| অধ্যায়: নামায অবস্থায় সালামের উত্তর দেয়া যাবেনা | ৩৯৫ |
| অধ্যায়: নামায অবস্থায় কোমরে হাত রাখা | ৩৯৬ |
| **সাহু সিজদার বিবরণ:** অধ্যায়: ভুল বশতঃ কেউ পাঁচ রাকআ'ত নামায পড়ে ফেললে | ৩৯৭ |
| অধ্যায়: নামাযীর সাথে কেউ কথা বললে নামাযী যদি তা শুনে এবং হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে | ৩৯৭ |
| **কিতাবুল জানায়েয (জানাযার বিবরণ)** | |
| অধ্যায়: যার সর্বশেষ কথা হবে (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) | ৩৯৯ |
| অধ্যায়: জানাযায় অংশগ্রহণ করার আদেশ | ৩৯৯ |
| অধ্যায়: কাফনের ভিতরে প্রবেশ করানোর পরও মৃত ব্যক্তির কাছে গমণ করা | ৪০০ |
| অধ্যায়: মৃত ব্যক্তির আপন জনের কাছে মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করা | ৪০১ |
| অধ্যায়: যার সন্তান মৃত্যু বরণ করল এবং ছাওয়াবের আশায় সে ধৈর্য ধারণ করল তার ফজীলত | ৪০২ |
| অধ্যায়: মৃত ব্যক্তিকে বিজোড় সংখ্যায় গোসল দেয়া মস্তাহাব | ৪০২ |
| অধ্যায়: মৃত ব্যক্তির শরীরের ডান দিকে গোসল দেয়া শুরু করবে | ৪০২ |
| অধ্যায়: সাদা কাপড়ে কাফন পরানো | ৪০৩ |
| অধ্যায়: দু'কাপড়ে কাফন পরানো | ৪০৩ |
| অধ্যায়: মৃত ব্যক্তিকে কোর্তার মাধ্যমে কাফন দেয়া | ৪০৩ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: যখন শুধু মাথা বা পা দু'টি ঢাকার মত কাপড় পাওয়া যাবে তখন উহা দ্বারা মাথা ঢেকে দিবে | ৪০৫ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় কাফন প্রস্তুত করে রেখেছিল কিন্তু তার প্রতিবাদ করা হয়নি | ৪০৫ |
| অধ্যায়: জানাযায় মহিলাদের অংশগ্রহণ | ৪০৬ |
| অধ্যায়: স্বামী ব্যতীত অন্যান্য মৃত ব্যক্তিদের উপর মহিলাদের শোক পালন | ৪০৬ |
| অধ্যায়: কবর যিয়ারত করা | ৪০৭ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা: মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারের লোকদের ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে, যদি মাতম করা মৃত ব্যক্তির অভ্যাস হয়ে থাকে | ৪০৭ |
| অধ্যায়: মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করা মাকরূহ | ৪০৯ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি মুসীবতে পড়ে গাল চাপড়ায় সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয় | ৪১০ |
| অধ্যায়: সা'দ বিন খাওলার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শোক পালন | ৪১০ |
| অধ্যায়: মুসীবতের সময় মাথা মুড়ানো নিষেধ | ৪১১ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি মুসীবতের সময় বিষণ্ন হয়ে বসে থাকে এবং তার চেহরায় চিন্তিত হওয়ার লক্ষণ দেখা যায় | ৪১১ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি মুসীবতের সময় দুঃখ প্রকাশ হতে দেয়না | ৪১২ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: হে ইবরাহীম! আমরা তোমার বিচ্ছেদে শোকাহত | ৪১৩ |
| অধ্যায়: অসুস্থ ব্যক্তির নিকট কান্নাকাটি করা | ৪১৩ |
| অধ্যায়: মৃত ব্যক্তির নিকট বিলাপ ও কান্নাকাটি করার ব্যাপারে নিষেধ ও ধমকির বর্ণনা | ৪১৪ |
| অধ্যায়: জানাযা দেখে দন্ডায়মান হওয়া | ৪১৫ |
| অধ্যায়: জানাযা দেখে দণ্ডায়মান হলে কখন বসবে? | ৪১৫ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি ইহুদীর জানাযা দেখে দণ্ডায়মান হবে | ৪১৫ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: পুরুষেরা জানাযা বহন করবে, মহিলারা নয় | ৪১৬ |
| অধ্যায়: জানাযা নিয়ে দ্রুত চলা | ৪১৬ |
| অধ্যায়: জানাযায় অংশগ্রহণের ফজীলত | ৪১৬ |
| অধ্যায়: কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা নিষেধ | ৪১৭ |
| অধ্যায়: নিফাসের রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সময় মৃত্যুবরণকারী মহিলার জানাযা পড়া | ৪১৭ |
| অধ্যায়: মৃত ব্যক্তি মানুষের জুতার আওয়াজ শুনতে পায় | ৪১৮ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি বাইতুল মাকদিস বা অনুরূপ বরকতময় যমিনে সমাহিত হতে পছন্দ করে | ৪১৮ |
| অধ্যায়: শহীদদের জানাযা নামায পড়া | ৪১৯ |
| অধ্যায়: শিশু যদি ইসলাম গ্রহণ করে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তবে তার উপর কি জানাযা নামায পড়তে হবে? শিশুর নিকটও কি ইসলাম পেশ করা যাবে? | ৪২০ |
| অধ্যায়: মুশরিক যদি মৃত্যুর সময় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে তাহলে কি তাকে ক্ষমা করা হবে? | ৪২২ |
| অধ্যায়: কবরের পাশে আলেমের নসীহত এবং তাঁর চারপাশে সাথীদের বসা সম্পর্কে | ৪২৩ |
| অধ্যায়: আত্মহত্যাকারী সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে | ৪২৪ |
| অধ্যায়: মৃত ব্যক্তির জন্য মানুষের প্রশংসা | ৪২৫ |
| অধ্যায়: কবরের আযাবের বর্ণনা | ৪২৬ |
| অধ্যায়: কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা | ৪২৭ |
| অধ্যায়: সকাল-সন্ধ্যায় মৃত ব্যক্তির সামনে তার আবাস প্রদর্শন করা হয় | ৪২৮ |
| অধ্যায়: মুসলিমদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে | ৪২৮ |
| অধ্যায়: মুশরেকদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে | ৪২৮ |
| অধ্যায়: হঠাৎ মৃত্যু বরণ করা সম্পর্কে | ৪৩১ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর এবং উমার (রা.) এর কবর সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে | ৪৩২ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: মৃত ব্যক্তিকে গালি দেয়া নিষেধ | ৪৩২ |
| **কিতাবুয যাকাত** | |
| অধ্যায়: যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে | ৪৩৩ |
| অধ্যায়: যাকাত না দেয়ার শাস্তি | ৪৩৫ |
| অধ্যায়: যে সম্পদের যাকাত দেয়া হয় তা কান্য বা সঞ্চয়ের আওতায় পড়েনা | ৪৩৬ |
| অধ্যায়: বৈধভাবে উপার্জিত সম্পদ হতে সাদকাহ করা | ৪৩৭ |
| অধ্যায়: ঐ সময় আসার পূর্বে সাদকাহ করা উচিত যখন সাদকাহ গ্রহণ করা হবেনা | ৪৩৭ |
| অধ্যায়: এক টুকরা খেজুর কিংবা সামান্য বস্তু সাদকাহ করে হলেও আগুন থেকে বেঁচে থাক | ৪৩৮ |
| অধ্যায়: কোন প্রকার সাদকাহ উত্তম | ৪৪০ |
| অধ্যায়: অজান্তে কোন ধনী ব্যক্তিকে দান করলে | ৪৪১ |
| অধ্যায়: অজান্তে নিজের ছেলেকে দান করলে | ৪৪২ |
| অধ্যায়: কেউ যদি নিজে দান না করে খাদেমকে দান করতে বলে | ৪৪২ |
| অধ্যায়: প্রকৃত সাদকাহ তাই যা দান করার পরও মানুষ ধনী থাকে | ৪৪২ |
| অধ্যায়: দান-খয়রাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা এবং এ ব্যাপারে সুপারিশ করা | ৪৪৩ |
| অধ্যায়: সামর্থ অনুযায়ী দান-খয়রাত করা | ৪৪৪ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি মুশরিক অবস্থায় দান করল, পরে মুসলিম হল | ৪৪৪ |
| অধ্যায়: যে খাদেম কোনরূপ ক্ষতি না করে তার মনিবের আদেশে দান করে তার প্রতিদান | ৪৪৪ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى واتَّقَى যে ব্যক্তি দান করে এবং ভয় করে। হে আল্লাহ! খরচকারীকে উত্তম বিনিময় দান কর | ৪৪৪ |
| অধ্যায়: দানকারী এবং কৃপণের দৃষ্টান্ত | ৪৪৫ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: প্রতিটি মুসলিমেরই দান করা আবশ্যক, সামর্থ না থাকলে সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে | ৪৪৫ |
| অধ্যায়: যাকাত (সাদকাহ) কী পরিমাণ দিতে হবে? | ৪৪৬ |
| অধ্যায়: যাকাত বাবদ (সোনা-রূপার পরিবর্তে) পণ্য-সামগ্রী দান করা | ৪৪৬ |
| অধ্যায়: (যাকাতের ভয়ে) বিচ্ছিন্ন সম্পদগুলোকে একত্র এবং একত্রিত সম্পদগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না | ৪৪৭ |
| অধ্যায়: যে মাল দুই শরীকের যৌথ মালিকানাধীন থাকে যাকাত প্রদানের পর তারা অবশিষ্ট সম্পদ সমান হারে ভাগাভাগি করে নেবে | ৪৪৭ |
| অধ্যায়: উটের যাকাত | ৪৪৭ |
| অধ্যায়: যার মালের মধ্যে এক বছরের উটনী যাকাত হিসাবে ধার্য হয় তা তার নিকট নেই | ৪৪৮ |
| অধ্যায়: ছাগলের যাকাত | ৪৪৯ |
| অধ্যায়: যাকাতে কেবল সুস্থ পশুই গ্রহণ করা হবে | ৪৫০ |
| অধ্যায়: যাকাত বাবদ মানুষের উত্তম সম্পদ গ্রহণ করা হবে না | ৪৫১ |
| অধ্যায়: নিকত্মীয়দেরকে যাকাত প্রদান করা | ৪৫১ |
| অধ্যায়: মুসলিমদের ঘোড়ার কোন যাকাত নেই | ৪৫৩ |
| অধ্যায়: ইয়াতীমদেরকে সাদকা করা | ৪৫৩ |
| অধ্যায়: স্বামী এবং ঘরে প্রতিপালিত ইয়াতীমকে যাকাত দেয়া | ৪৫৪ |
| অধ্যায়: আল্লাহ তাআলার বাণী: وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ যাকাতের অর্থ গোলাম আযাদ, ঋণগ্রস্ত এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে | ৪৫৫ |
| অধ্যায়: কারো নিকট কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকা | ৪৫৬ |
| অধ্যায়: আল্লাহ যাকে চাওয়া এবং লোভ-লালসা ছাড়াই কিছু দান করেন | ৪৫৭ |
| অধ্যায়: ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য যে ব্যক্তি মানুষের কাছে হাত পাতে | ৪৫৮ |
| অধ্যায়: কি পরিমাণ সম্পদ থাকলে ধনী হিসাবে গণ্য হবে | ৪৫৮ |
| অধ্যায়: অনুমান করে খেজুরের পরিমাণ নির্ধারণ করা | ৪৫৮ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: বৃষ্টির পানি অথবা ঝর্ণার পানি দ্বারা সেচ দিয়ে উৎপাদিত ফসলের উশর বা এক দশমাংশ দান করা আবশ্যক | ৪৫৯ |
| অধ্যায়: গাছ থেকে খেজুর কাটার সময় যাকাত আদায় করা। আর সাদকার খেজুর হাতে নেয়ার জন্য শিশু বাচ্চাকে ছেড়ে দেয়া যায় কি? | ৪৬০ |
| অধ্যায়: যাকাতদাতা স্বীয় যাকাতের মাল ক্রয় করতে পারে কি? অপরের যাকাতের মাল ক্রয় করতে কোন অসুবিধা নেই। | ৪৬০ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের গোলামদেরকে সাদকা প্রদান করা | ৪৬১ |
| অধ্যায়: যখন সাদকার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে | ৪৬১ |
| অধ্যায়: ধনীদের কাছ থেকে সাদকাহ আদায় করে গরীবদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। তারা যেখানেই থাকুক না কেন | ৪৬১ |
| অধ্যায়: যাকাত প্রদানকারীর জন্য ইমামের রহমত কামনা এবং দু'আ করা | ৪৬২ |
| অধ্যায়: সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত সম্পদের যাকাত দিতে হবে কি না? | ৪৬২ |
| অধ্যায়: রিকায তথা ভূগর্ভস্থ সম্পদ থেকে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত দিতে হবে | ৪৬৩ |
| অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী: যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তাকে যাকাতের মাল থেকে অংশ দেয়া যাবে এবং শাসক কর্তৃক যাকাত আদায়কারী কর্মচারী থেকে হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা | ৪৬৪ |
| অধ্যায়: ইমাম কর্তৃক নিজ হাতে যাকাতের উটে দাগ দেয়া | ৪৬৪ |
| অধ্যায়: সাদাকাতুল ফিতর (ফিতরা) | ৪৬৪ |
| অধ্যায়: ঈদের নামাযের পূর্বেই ফিতরা আদায় করা | ৪৬৫ |
| অধ্যায়: ছোট-বড় সকলের উপর ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব | ৪৬৫ |
| **কিতাবুল হজ্জ** | |
| অধ্যায়: হজ্জ ফরয হওয়া ও তার মর্যাদা | ৪৬৬ |
| অধ্যায়: আল্লাহ তাআলার বাণী: তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার কৃশকায় বাহনের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে। যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থান পর্যন্ত পৌঁছতে পারে | ৪৬৬ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: সাওয়ারীতে আরোহন করে হজ্জ করা | ৪৬৭ |
| অধ্যায়: হজ্জে মাবরুরের ফজীলত | ৪৬৭ |
| অধ্যায়: ইয়ামানবাসীদের হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধার স্থান | ৪৬৮ |
| অধ্যায়: শাজারার পথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনা হতে বের হওয়া | ৪৬৮ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: 'আকীক' একটি পবিত্র উপত্যকা | ৪৬৯ |
| অধ্যায়: কাপড় থেকে খালূক (সুগন্ধি) তিনবার ধৌত করা | ৪৬৯ |
| অধ্যায়: ইহ্‌রাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা, ইহ্‌রাম বাঁধার সময় কী পরিধান করবে? | ৪৭০ |
| অধ্যায়: চুলে আঠালো দ্রব্য লাগিয়ে যে ব্যক্তি ইহ্‌রাম বাঁধবে | ৪৭০ |
| অধ্যায়: যুল-হুলায়ফার মসজিদের নিকট থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা | ৪৭১ |
| অধ্যায়: হজ্জের সফরে আরোহন করা এবং আরোহী ব্যক্তির পিছনে অন্য কেউ আরোহন করা | ৪৭১ |
| অধ্যায়: মুহ্‌রিম ব্যক্তি কি ধরণের কাপড়, চাদর এবং লুঙ্গি পরিধান করবে? | ৪৭১ |
| অধ্যায়: তালবীয়া পাঠ করা | ৪৭২ |
| অধ্যায়: বাহনে আরোহনের সময় তাহমীদ, তাসবীহ এবং তাকবীর পাঠ করা | ৪৭২ |
| অধ্যায়: কিবলামুখী হয়ে তাকবীর পাঠ করা | ৪৭৩ |
| অধ্যায়: মুহ্‌রিম যখন নীচু ভূমিতে অবতরণ করবে তখন তালবীয়া পাঠ করবে | ৪৭৩ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যে ব্যক্তি তাঁর ন্যায় ইহ্‌রাম বাঁধল | ৪৭৪ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: "হজ্জের মাসগুলো সুবিদিত" | ৪৭৪ |
| অধ্যায়: হজ্জে তামাত্তো, কিরান এবং ইফরাদের বর্ণনা। যে ব্যক্তির সাথে কোরবানীর পশু নেই সে হজ্জ ভঙ্গ করে তাকে উমরায় পরিণত করতে পারে | ৪৭৫ |

## সূচীপত্র


| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: হজ্জে তামাত্তোর বর্ণনা | ৪৭৮ |
| অধ্যায়: কোন পথে মক্কা প্রবেশ করবে? | ৪৭৮ |
| অধ্যায়: কাবা ও তা নির্মাণের ফজীলত | ৪৭৯ |
| অধ্যায়: মক্কার বাড়ী-ঘরে উত্তরাধিকার বহাল থাকা, সেগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা এবং মসজিদুল হারামের মধ্যে সকল মুসলমানের অধিকার সমান হওয়ার বর্ণনা | ৪৮০ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কায় প্রবেশ করা | ৪৮০ |
| অধ্যায়: কাবা ঘর ধ্বংস করা | ৪৮০ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: আল্লাহ তাআলা মহাসম্মানিত কাবাকে মানুষের সুদৃঢ় থাকার উপায় নির্ধারণ করছেন | ৪৮১ |
| অধ্যায়: কাবা ঘর ধ্বংস করা | ৪৮১ |
| অধ্যায়: হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে | ৪৮১ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলনা | ৪৮২ |
| অধ্যায়: কা'বার চার কোণায় তাকবীর দেয়া | ৪৮২ |
| অধ্যায়: হজ্জ ও উমরায় (তাওয়াফ করার সময়) কিভাবে রমল করার সূচনা হয়? | ৪৮৩ |
| অধ্যায়: মক্কায় আগমণ করে তাওয়াফ শুরু করার সময় প্রথমেই হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করবে এবং প্রথম তিন চক্করে রমল করবে | ৪৮৩ |
| অধ্যায়: হজ্জ ও উমরায় (তাওয়াফ করার সময়) রমল করা | ৪৮৩ |
| অধ্যায়: লাঠি দ্বারা হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা | ৪৮৪ |
| অধ্যায়: হাজরে আসওয়াদে চুমু দেয়া | ৪৮৪ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি মক্কায় আগমণ করে বাড়ী ফেরার পূর্বে কাবার তাওয়াফ করে | ৪৮৫ |
| অধ্যায়: তাওয়াফ অবস্থায় কথা বলা | ৪৮৫ |
| অধ্যায়: উলঙ্গ অবস্থায় কেউ বাইতুলাহর তাওয়াফ করতে পারবেনা এবং কোন মুশরিকও হজ্জ করতে পারবেনা | ৪৮৬ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি তাওয়াফে কদুম তথা প্রথম বার তাওয়াফ করার পর আরাফায় গিয়ে সেখান থেকে ফেরত না আসা পর্যন্ত কাবা ঘরের নিকটেও গেলনা এবং তাওয়াফও করলনা | ৪৮৬ |
| অধ্যায়: হাজীদেরকে পানি পান করানো | ৪৮৬ |
| অধ্যায়: সাফা-মারওয়ায় সাঈ করা ওয়াজিব | ৪৮৮ |
| অধ্যায়: সাফা-মারওয়ায় সাঈ করা প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে | ৪৮৯ |
| অধ্যায়: ঋতুবতী মহিলা কাবা ঘরের তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের সকল অনুষ্ঠান পালন করবে | ৪৮৯ |
| অধ্যায়: তারভীয়ার দিন (যুল-হজ্জের ৮তারিখে) হাজীগণ কোথায় যোহরের নামায আদায় করবে? | ৪৯০ |
| অধ্যায়: আরাফার দিন রোযা রাখা | ৪৯০ |
| অধ্যায়: আরাফার দিন ঠিক দুপুরের সময় অবস্থান স্থলে যাত্রা করা | ৪৯১ |
| অধ্যায়: আরাফার ময়দানে অবস্থানের জন্য দ্রুত বের হওয়া এবং আরাফায় অবস্থান করা | ৪৯১ |
| অধ্যায়: আরাফা থেকে ফেরার পথে কি রূপ গতিতে চলতে হবে? | ৪৯২ |
| অধ্যায়: আরাফা থেকে ফেরার পথে শান্তভাবে চলার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ এবং লাঠির সাহায্যে লোকদের প্রতি ইঙ্গিত করা | ৪৯২ |
| অধ্যায়: চাঁদ ডুবে যাওয়ার পর যে ব্যক্তি তার পরিবারের দুর্বল লোকদেরকে মিনায় পাঠিয়ে দিয়ে নিজে মুযদালাফায় অবস্থান করে এবং দু'আয় মশগুল থাকে | ৪৯২ |
| অধ্যায়: মুযদালাফায় ফজরের নামায আদায় করা | ৪৯৩ |
| অধ্যায়: মুযদালাফা হতে কখন যাত্রা করবে? | ৪৯৩ |
| অধ্যায়: কোরবানীর উটের উপর আরোহন করা | ৪৯৪ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি কোরবানীর জন্তু সাথে নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হল | ৪৯৫ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি যুল-হুলায়ফা পৌঁছে কোরবানীর উটের কুঁজ যখম করে এবং উহার গলায় মালা পরায়। অতঃপর ইহ্‌রাম বাঁধে | ৪৯৫ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি নিজ হাতে কোরবানীর পশুর গলায় মালা পরাল | ৪৯৬ |
| অধ্যায়: বকরীর গলায় কিলাদা লটকানো | ৪৯৬ |
| অধ্যায়: পশম বা তুলা দিয়ে কিলাদা (মালা) তৈরী করা | ৪৯৭ |
| অধ্যায়: কোরবানীর পশুকে আচ্ছাদন পরানো এবং তা পরে সাদকা করে দেয়া | ৪৯৭ |
| অধ্যায়: স্ত্রীদের অনুমতি ছাড়াই তাদের পক্ষ হতে গরু কোরবানী করা | ৪৯৭ |
| অধ্যায়: মিনাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোরবানী করার স্থানে কোরবানী করা | ৪৯৭ |
| অধ্যায়: উটকে বেঁধে কোরবানী করা | ৪৯৮ |
| অধ্যায়: কোরবানীর গোশত হতে কসাইকে কিছুই দেয়া যাবেনা | ৪৯৮ |
| অধ্যায়: কোরবানীর গোশত হতে খাওয়া এবং সাদকাহ করা | ৪৯৮ |
| অধ্যায়: ইহ্‌রাম খোলার সময় মাথা মুন্ডানো এবং চুল ছাটা | ৪৯৮ |
| অধ্যায়: জামারায় কংকর নিক্ষেপ করা | ৪৯৯ |
| অধ্যায়: উপত্যকার মধ্যভাগ হতে জামারায় কংকর নিক্ষেপ করা | ৪৯৯ |
| অধ্যায়: প্রত্যেক জামারায় সাতটি করে কংকর নিক্ষেপ করা | ৫০০ |
| অধ্যায়: নরম যমিনে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় জামারায় কংকর নিক্ষেপ করা | ৫০০ |
| অধ্যায়: বিদায়ী তাওয়াফ | ৫০১ |
| অধ্যায়: তাওয়াফে যিয়ারতের পর মহিলাদের হায়েয শুরু হলে | ৫০১ |
| অধ্যায়: মুহাস্‌সাব উপত্যকায় অবস্থান করা | ৫০১ |
| অধ্যায়: মক্কায় প্রবেশের পূর্বে যু-তুয়া উপত্যকায় অবতরণ করা এবং মক্কা হতে ফেরত আসার সময় যুল-হুলায়ফার বাতহায় অবতরণ করা | ৫০২ |
| **কিতাবুল উমরাহ** | |
| অধ্যায়: উমরা ওয়াজিব হওয়া এবং তার ফজীলত | ৫০৩ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: হজ্জ আদায়ের পূর্বে কেউ উমরা করলে | ৫০৩ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়টি উমরা করেছেন? | ৫০৩ |
| অধ্যায়: তানঈম থেকে উমরা | ৫০৪ |
| অধ্যায়: হজ্জের পর কোরবানী ছাড়াই উমরা আদায় করা | ৫০৫ |
| অধ্যায়: কষ্ট অনুপাতে উমরার ছাওয়াব প্রদান করা হবে | ৫০৫ |
| অধ্যায়: উমরা আদায়কারী কখন ইহ্‌রাম খুলবে? | ৫০৬ |
| অধ্যায়: হজ্জ, উমরা অথবা যুদ্ধ হতে ফেরত আসার পর কি বলবে? | ৫০৬ |
| অধ্যায়: হজ্জের জন্য আগমণকারীকে স্বাগত জানানো এবং একই বাহনে তিনজন আরোহন করা | ৫০৭ |
| অধ্যায়: বিকালে বাড়ী প্রত্যাবর্তন করা | ৫০৭ |
| অধ্যায়: মদীনার (নিজ বাসস্থানের) নিকটবর্তী হয়ে যান বাহনকে দ্রুত চালানো | ৫০৮ |
| অধ্যায়: সফর আযাবের একটি অংশ | ৫০৮ |
| **হজ্জ বা উমরার সফরে বাঁধা প্রাপ্ত হওয়া। মুহরিম ব্যক্তি শিকার করলে তার কাফ্‌ফারা** | |
| অধ্যায়: উমরা পালন কারীকে বাধা দেয়া হলে | ৫০৯ |
| অধ্যায়: হজ্জে বাধা প্রাপ্ত হওয়া | ৫০৯ |
| অধ্যায়: হজ্জে বা উমরায় বাধা প্রাপ্ত হলে মাথা কামানোর আগেই কোরবানী করা | ৫০৯ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: "অথবা সাদকা করবে" আর তা হল ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য দান করা | ৫১০ |
| অধ্যায়: ফিদইয়া হিসাবে প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ সা পরিমাণ খাদ্য দান করা | ৫১০ |
| **ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার বা অনুরূপ কিছু করার বিনিময়:** অধ্যায়: ইহ্‌রামহীন ব্যক্তি কোন কিছু শিকার করে এবং ইহ্‌রামধারী ব্যক্তিকে তা হাদিয়া স্বরূপ দান করে তবে সে তা খেতে পারে | ৫১১ |
| অধ্যায়: মুহরিম ব্যক্তি অ-মুহরিমকে শিকারে সাহায্য করবেনা | ৫১২ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: মুহরিম ব্যক্তি শিকারের জন্তুর দিকে ইঙ্গিত করতে পারবেনা। যাতে অমুহরিম ব্যক্তি শিকার করতে পারে | ৫১২ |
| অধ্যায়: মুহরিম ব্যক্তিকে জংলী গাধা উপহার দিলে তা গ্রহণ করবেনা | ৫১২ |
| অধ্যায়: মুহরিম ব্যক্তি হারাম অঞ্চলের যেসমস্ত প্রাণী শিকার করতে পারবে | ৫১৩ |
| অধ্যায়: পবিত্র মক্কা নগরীতে যুদ্ধ-বিগ্রহ বৈধ নয় | ৫১৪ |
| অধ্যায়: ইহ্‌রামধারীর জন্য শিঙা লাগানো | ৫১৪ |
| অধ্যায়: ইহ্‌রাম অবস্থায় বিবাহ করা | ৫১৫ |
| অধ্যায়: ইহ্‌রাম অবস্থায় গোসল করা | ৫১৫ |
| অধ্যায়: বিনা ইহ্‌রামে হারাম ও মক্কায় প্রবেশ করা | ৫১৫ |
| অধ্যায়: মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ ও মান্নত আদায় করা, পুরুষ লোক নারীর পক্ষ হতে হজ্জ করতে পারে | ৫১৬ |
| অধ্যায়: শিশুদের হজ্জ করা | ৫১৬ |
| অধ্যায়: মহিলাদের হজ্জ করা | ৫১৬ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে কাবা ঘর পর্যন্ত যাওয়ার মানত করল | ৫১৭ |
| **মদীনার ফজীলত** | |
| অধ্যায়: মদীনার হারাম এলাকা | ৫১৯ |
| অধ্যায়: মদীনার ফজীলত, মদীনা খারাপ লোকদের বহিস্কার করে দেয় | ৫২০ |
| অধ্যায়: মদীনার আরেক নাম তাবা | ৫২০ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি মদীনায় বসবাস করতে অপছন্দ করবে | ৫২১ |
| অধ্যায়: ঈমান মদীনায় ফিরে যাবে | ৫২১ |
| অধ্যায়: মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীর গুনাহ | ৫২২ |
| অধ্যায়: মদীনার দুর্গসমূহের বর্ণনা | ৫২২ |
| অধ্যায়: মদীনায় দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবেনা | ৫২২ |
| অধ্যায়: মদীনা খারাপ লোকদেরকে বের করে দিবে | ৫২৪ |
| **কিতাবুস সাওম** | |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: রোযার ফজীলত | ৫২৬ |
| অধ্যায়: রোযাদারদের জন্য রাইয়্যান নামক জান্নাত | ৫২৬ |
| অধ্যায়: রামাযান বলা হবে? না রামাযান মাস? অনেকেই উভয়টা বলা জায়েয বলেন | ৫২৭ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি রামাযান মাসে রোযা অবস্থায় মিথ্যা কথা এবং অন্যায় কাজ পরিত্যাগ করেনা | ৫২৮ |
| অধ্যায়: রোযাদারকে কেউ গালি দিলে কি বলবে: আমি রোযাদার? | ৫২৮ |
| অধ্যায়: অবিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ভয় করলে রোযা রাখবে | ৫২৮ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: যখন চাঁদ দেখবে, তখন রোযা শুরু করবে এবং যখন চাঁদ দেখবে, তখন রোযা ছেড়ে দিবে | ৫২৯ |
| অধ্যায়: ঈদের দু'টি মাসই পরপর কম হয়না | ৫২৯ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: আমরা লেখা-পড়া ও হিসাব-নিকাশ জানিনা | ৫৩০ |
| অধ্যায়: রামাযানের একদিন বা দু'দিন আগে রোযা রাখবেনা | ৫৩০ |
| অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী: রামাযান মাসে রাতের বেলা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে যৌন মিলন করা হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের আবরণ এবং তোমরাও তাদের জন্য আবরণ স্বরূপ | ৫৩০ |
| অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী: যতক্ষণ না রাত্রির কালো রেখার বুক চিরে প্রভাতের সাদা রেখা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় | ৫৩১ |
| অধ্যায়: সাহুর খাওয়া ও ফজরের আযানের মাঝে কত টুকু সময়ের ব্যবধান থাকা উচিত? | ৫৩২ |
| অধ্যায়: সাহুর খাওয়ার বরকত। তবে তা ওয়াজিব নয় | ৫৩২ |
| অধ্যায়: দিনের বেলা রোযা রাখার নিয়ত করলে | ৫৩২ |
| অধ্যায়: রোযাদার নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হলে | ৫৩২ |
| অধ্যায়: রোযাদার স্ত্রীর সাথে (সঙ্গম ছাড়া অন্যান্য) মেলামেশা করতে পারে | ৫৩৩ |
| অধ্যায়: রোযাদার ভুলবশতঃ কিছু খেলে অথবা পান করলে | ৫৩৩ |

## সূচীপত্র


| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: রোযাদার দিনের বেলা স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে ফেললে কাফ্ফারা দেয়ার মত যদি কিছু না পায় এবং তাকে যদি সাদকা করা হয় তবে সে সাদকার মাল দিয়ে কাফ্ফারা দিতে পারবে | ৫৩৩ |
| অধ্যায়: রোযাদারের শিংগা লাগানো ও বমি করা | ৫৩৪ |
| অধ্যায়: সফর অবস্থায় রোযা রাখা এবং রোযা না রাখা উভয়ই জায়েয | ৫৩৪ |
| অধ্যায়: রামাযানের কয়েকটি রোযা রাখার পর সফরে বের হলে | ৫৩৫ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: সফর অবস্থায় রোযা রাখা কোন ছাওয়াবের কাজ নয় | ৫৩৬ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ সফর অবস্থায় রোযা রাখা বা না রাখার ব্যাপারে কেউ কাউকে দোষারূপ করেন নি | ৫৩৬ |
| অধ্যায়: যিম্মায় রোযা থাকাবস্থায় কেউ মারা গেলে | ৫৩৭ |
| অধ্যায়: রোযাদার কখন ইফতার করবে? | ৫৩৭ |
| অধ্যায়: দ্রুত ইফতার করা | ৫৩৭ |
| অধ্যায়: রামাযান মাসে ইফতার করার পর সূর্য প্রকাশিত হলে | ৫৩৮ |
| অধ্যায়: শিশুদের রোযা | ৫৩৮ |
| অধ্যায়: সাহরীর সময় পর্যন্ত না খেয়ে রোযা রাখা | ৫৩৮ |
| অধ্যায়: বেসালকারীর (বিরতিহীনভাবে রোযা রাখার) শাস্তি | ৫৩৯ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি তাঁর মুসলিম ভাইকে নফল রোযা ভঙ্গ করার জন্য শপথ দিল | ৫৩৯ |
| অধ্যায়: শাবান মাসে রোযা রাখা | ৫৪০ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রোযা রাখা এবং না রাখার ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে | ৫৪১ |
| অধ্যায়: রোযা রাখার মধ্যে শরীরের যে হক রয়েছে | ৫৪২ |
| অধ্যায়: রোযা রাখায় পরিবারের হক সম্পর্কে | ৫৪২ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি কোন লোকের সাক্ষাতে গেল কিন্তু রোযা ভঙ্গ করলনা | ৫৪৩ |
| অধ্যায়: মাসের শেষভাগে রোযা রাখা | ৫৪৪ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: জুমআর দিন রোযা রাখা | ৫৪৪ |
| অধ্যায়: রোযার জন্য কোন বিশেষ দিন নির্ধারিত করা | ৫৪৫ |
| অধ্যায়: আইয়্যামে তাশরীকের রোযা রাখা | ৫৪৫ |
| অধ্যায়: আশুরার দিন রোযা রাখা | ৫৪৫ |
| **সালাতুত্ তারাবীহ** | |
| অধ্যায়: রামাযান মাসে তারাবীর নামাযের ফজীলত | ৫৪৭ |
| **লাইলাতুল কদরের ফজীলত** | |
| অধ্যায়: রামাযান মাসের শেষ সাত রজনীতে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করা | ৫৪৮ |
| অধ্যায়: রামাযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রজনীতে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করা | ৫৪৯ |
| অধ্যায়: রামাযান মাসের শেষ দশ দিনের আমলের বর্ণনা | ৫৪৯ |
| **কিতাবুল ই'তেকাফ** | |
| অধ্যায়: রামাযানের শেষ দশ দিনে ইতিকাফ করা। সকল মসজিদেই ইতিকাফ করা জায়েয | ৫৫০ |
| অধ্যায়: ই'তেকাফরত ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে বাড়ীতে প্রবেশ করবেনা | ৫৫০ |
| অধ্যায়: রাতে ইতেকাফ করা | ৫৫০ |
| অধ্যায়: মসজিদে তাঁবু স্থাপন করা | ৫৫১ |
| অধ্যায়: ই'তেকাফরত ব্যক্তি প্রয়োজনে মসজিদের দরজায় আসতে পারে | ৫৫১ |
| অধ্যায়: রামাযানের মাঝখানের দশ দিনে ইতেকাফ করা | ৫৫২ |
| **কিতাবুল বুয়ূ: (ক্রয়-বিক্রয়)** | |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: যখন জুমআর নামায সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে | ৫৫৩ |
| অধ্যায়: হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট এবং এ দু'টির মাঝখানে রয়েছে সন্দেহযুক্ত কতিপয় বিষয় | ৫৫৪ |
| অধ্যায়: সন্দেহযুক্ত জিনিষের ব্যাখ্যা | ৫৫৪ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: যারা ওয়াসওয়াসা এবং অনুরূপ বিষয়কে সন্দেহযুক্ত জিনিস মনে করেন না | ৫৫৫ |
| অধ্যায়: যারা কোন কিছু পরওয়া না করে যেখান থেকে ইচ্ছা সম্পদ উপার্জন করে | ৫৫৫ |
| অধ্যায়: স্থল পথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা | ৫৫৬ |
| অধ্যায়: ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বের হওয়া | ৫৫৬ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি রিযিকের প্রশস্ততা কামণা করে | ৫৫৭ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বাকীতে খরীদ করা | ৫৫৭ |
| অধ্যায়: ব্যক্তির নিজ হাতে কামানো এবং নিজ হাতে কাজ করা | ৫৫৭ |
| অধ্যায়: ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে নম্রতা ও শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণ করা | ৫৫৮ |
| অধ্যায়: বিত্তশালীকে (ঋণগ্রস্তকে) অবকাশ প্রদান করা | ৫৫৮ |
| অধ্যায়: ক্রেতা-বিক্রেতা যদি বস্তুর দোষ-গুণ বর্ণনা করে দেয়, গোপন না করে এবং একে অপরের কল্যাণ কামনা করে | ৫৫৮ |
| অধ্যায়: বিভিন্ন প্রকার খেজুর একত্রে মিশ্রিত করে ক্রয়-বিক্রয় করা | ৫৫৯ |
| অধ্যায়: সুদ দাতা প্রসঙ্গে | ৫৫৯ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: আল্লাহ তাআলা সুদকে ধ্বংস করেন এবং সাদকাকে বৃদ্ধি করেন | ৫৫৯ |
| অধ্যায়: কামারের ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে | ৫৫৯ |
| অধ্যায়: দর্জির ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে | ৫৬০ |
| অধ্যায়: গাধা এবং অন্যান্য জন্তু ক্রয়-বিক্রয় করা | ৫৬১ |
| অধ্যায়: অতি পিপাসার্ত রোগে আক্রান্ত উট ক্রয়-বিক্রয় করা | ৫৬২ |
| অধ্যায়: শিঙা লাগিয়ে রক্ত বেরকারীর ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে | ৫৬২ |
| অধ্যায়: এমন জিনিষের ব্যবসা করা যা উপার্জন করা নিষিদ্ধ | ৫৬৩ |
| অধ্যায়: কেউ কোন জিনিস ক্রয় করে ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পর বিচ্ছিন হওয়ার পূর্বেই অন্যকে তা দান করলে | ৫৬৩ |
| অধ্যায়: ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকাবাজি করা নিষেধ | ৫৬৪ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: বাজার বা ব্যবসা কেন্দ্র সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে | ৫৬৪ |
| অধ্যায়: বাজারে চিৎকার ও শোরগোল করা নিষেধ | ৫৬৬ |
| অধ্যায়: ওজন করে দেয়ার দায়িত্ব বিক্রেতা বা প্রদানকারীর উপর বর্তাবে | ৫৬৬ |
| অধ্যায়: মেপে দেয়া মস্তাহাব | ৫৬৭ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'সা' এবং 'মুদ'এর বরকত | ৫৬৭ |
| অধ্যায়: খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা এবং গুদামজাত করা সম্পর্কে | ৫৬৮ |
| অধ্যায়: কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে এবং তার দরদামের উপর দরদাম না করে, যতক্ষণ না সে অনুমতি প্রদান করে অথবা পরিত্যাগ করে | ৫৬৯ |
| অধ্যায়: নিলামে বিক্রয় করা | ৫৬৯ |
| অধ্যায়: অনিশ্চিৎ বস্তু ক্রয়-বিক্রয় এবং পশুর গর্ভস্থ বাচ্চার ক্রয়-বিক্রি করা | ৫৬৯ |
| অধ্যায়: বিক্রেতার জন্য উট, গাভী ও ছাগলের স্তনে দুধ আটকানো নিষেধ | ৫৭০ |
| অধ্যায়: ব্যভিচারী দাসী বিক্রয়ের বর্ণনা | ৫৭০ |
| অধ্যায়: কোন প্রকার বিনিময় ব্যতীত শহরের অধিবাসী কি গ্রামের লোকের পক্ষে বিক্রি করতে পারে? সে কি তাকে সাহায্য করতে কিংবা পরামর্শ দিতে পারে? | ৫৭০ |
| অধ্যায়: শহরের বাইরে গিয়ে দ্রব্য-সামগ্রী নিয়ে আগমণকারী কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে ক্রয়-বিক্রয় করা নিষেধ | ৫৭১ |
| অধ্যায়: শুকনো আঙ্গুরের বিনিময়ে শুকনো আঙ্গুর এবং খাদ্য দ্রব্যের বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় | ৫৭১ |
| অধ্যায়: যবের বিনিময়ে যব বিক্রি করা | ৫৭১ |
| অধ্যায়: স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করা | ৫৭২ |
| অধ্যায়: রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করা | ৫৭২ |
| অধ্যায়: বাকীতে দীনারের বিনিময়ে দীনার বিক্রি করা | ৫৭২ |
| অধ্যায়: বাকীতে স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রয় করা | ৫৭৩ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: মুযাবানা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করা অর্থাৎ গাছের খেজুর বা অন্যান্য ফলের বিনিময়ে শুকনো খেজুর বা অন্যান্য ফল বিক্রয় করা | ৫৭৩ |
| অধ্যায়: স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিনিময়ে গাছের ফল (খেজুর) বিক্রি করা | ৫৭৪ |
| অধ্যায়: ব্যবহারের উপযোগী হওয়ার পূর্বেই ফল বিক্রি করা | ৫৭৪ |
| অধ্যায়: ব্যবহারের উপযোগী হওয়ার পূর্বেই ফল বিক্রি করার পর ফল ক্ষতিগ্রস্ত হলে | ৫৭৫ |
| অধ্যায়: ভাল খেজুরের বিনিময়ে সাধারণ খেজুর বিক্রি করা | ৫৭৫ |
| অধ্যায়: কাঁচা গম (ধান) বা ফল বিক্রি করা | ৫৭৬ |
| অধ্যায়: ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, মাপ ও ওজন ইত্যাদি ক্ষেত্রে শহরের প্রচলিত নিয়ম-পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য | ৫৭৬ |
| অধ্যায়: যৌথ মালিকানাধীন সম্পদের একজন অংশীদার তার অংশ অন্য অংশীদারের নিকট বিক্রি করা | ৫৭৬ |
| অধ্যায়: শত্রু রাষ্ট্রের নাগরিকের নিকট থেকে কৃতদাস খরিদ করে তা দান করা ও আযাদ করে দেয়া | ৫৭৭ |
| অধ্যায়: শুকর হত্যা করা | ৫৭৮ |
| অধ্যায়: প্রাণহীন জিনিষের ছবি ক্রয়-বিক্রয় করা এবং এ সব ছবির মধ্যে যেগুলো অপছন্দনীয়, তার বর্ণনা | ৫৭৯ |
| অধ্যায়: স্বাধীন মানুষ বিক্রি করার অপরাধ | ৫৭৯ |
| অধ্যায়: মৃত জন্তু ও মূর্তি বিক্রয় করা | ৫৭৯ |
| অধ্যায়: কুকুরের মূল্য | ৫৮০ |
| **কিতাবুস সালাম: (অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়)** | |
| অধ্যায়: মাপ বা পরিমাণ নির্দিষ্ট করে আগাম বেচা-কেনা | ৫৮১ |
| অধ্যায়: এমন ব্যক্তিকে আগাম মূল্য প্রদান করা যার নিকট মূল পণ্য নেই | ৫৮১ |
| **কিতাবুশ্ শুফআ** | |
| অধ্যায়: বিক্রির পূর্বে শুফআর অধিকারী ব্যক্তির নিকট বিক্রয়ের প্রস্তাব করা | ৫৮২ |
| অধ্যায়: কোন প্রতিবেশী অধিক নিকটবর্তী? | ৫৮২ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| **কিতাবুল ইজারা (শ্রমিক নিয়োগ, ভাড়া নেওয়া, দেয়া ইত্যাদি)** | |
| অধ্যায়: ইজারার বর্ণনা | ৫৮৩ |
| অধ্যায়: কয়েক কীরাতের বিনিময়ে ছাগল চরানো | ৫৮৩ |
| অধ্যায়: আসরের সময় থেকে রাত পর্যন্ত শ্রমিক নিয়োগ করা | ৫৮৩ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি কোন শ্রমিক নিয়োগ করল। অতঃপর শ্রমিক তার মূল্য ফেলে চলে গেল। পরে নিয়োগ কর্তা তার মজুরীর টাকা কাজে খাটিয়ে বাড়িয়ে দিল | ৫৮৪ |
| অধ্যায়: ঝাড়ফুঁকের বিনিময়ে মজুরী প্রদান করা | ৫৮৭ |
| অধ্যায়: পশুকে পাল দেয়ার বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করা | ৫৮৮ |
| **কিতাবুল হাওয়ালাত (ঋণ পরিশোধের যিম্মাদারী হস্তান্তর করা)** | |
| অধ্যায়: যখন কোন ধনী ব্যক্তির উপর ঋণ হাওলা করা হয় তখন তার পক্ষে তা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার নেই | ৫৮৯ |
| অধ্যায়: কোন ব্যক্তির উপর মৃতের ঋণের ভার হওয়ালা করা জায়েয | ৫৮৯ |
| অধ্যায়: আল্লাহ তাআলার বাণী: আর যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকার বদ্ধ হয়েছ তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও | ৫৯০ |
| অধ্যায়: যদি কেউ মৃত ব্যক্তির দেনার দায় গ্রহণ করে তবে তার দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার সুযোগ নেই | ৫৯০ |
| **কিতাবুল ওয়াকালা (অন্যের স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাজ করা)** | |
| অধ্যায়: এক শরীক অন্য শরীকের উকীল হওয়া | ৫৯২ |
| অধ্যায়: রাখাল অথবা প্রতিনিধি যখন দেখবে যে, কোন বকরী মারা যাচ্ছে অথবা দেখবে যে কোন জিনিস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন ঐ বকরীটা জবাই করে দিবে এবং নষ্টপ্রায় জিনিসটি ঠিক রাখার ব্যবস্থা করবে | ৫৯২ |
| অধ্যায়: ঋণ পরিশোধ করার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা | ৫৯৩ |
| অধ্যায়: কোন প্রতিনিধি কিংবা গোত্রের সুপারিশকারীকে কোন বস্তু দান করা জায়েয | ৫৯৩ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: কেউ যদি কোন প্রতিনিধিকে নিয়োগ করে এবং ঐ প্রতিনিধি কোন কিছু ছেড়ে দেয় অতঃপর প্রতিনিধি নিয়োগকারী তা অনুমদন করে তবে এটা জায়েয | ৫৯৪ |
| অধ্যায়: প্রতিনিধি যদি শরীয়ত বিরোধী নিয়মে বিক্রি করে তবে তার বিক্রয় বাতিল হবে | ৫৯৬ |
| অধ্যায়: শরীয়ত নির্ধারিত হদ (শাস্তি) প্রয়োগ করার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা | ৫৯৭ |
| **কিতাবুল হারছি ওয়াল-মুযারাআহ (চাষাবাদ)** | |
| অধ্যায়: চাষাবাদ ও গাছ লাগানোর ফজীলত | ৫৯৮ |
| অধ্যায়: শুধু চাষাবাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত থাকা অথবা শরীয়ত নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করার পরিণতি সম্পর্কে ভীতিপ্রদর্শন | ৫৯৮ |
| অধ্যায়: ক্ষেত-খামার পাহারা দেয়ার জন্য কুকুর পোষা | ৫৯৮ |
| অধ্যায়: চাষাবাদের কাজে গরু ব্যবহার করা | ৫৯৯ |
| অধ্যায়: কেউ যদি বলে: তুমি আমার খেজুর বাগানে মেহনত কর | ৫৯৯ |
| অধ্যায়: অর্ধেক ফসলের বিনিময়ে চাষাবাদ করা | ৬০০ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের জন্য ওয়াক্ফ ও খাজনার জমি এবং তাদের কৃষিকার্য এবং লেনদেন প্রসঙ্গে | ৬০১ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি কোন অনাবাদী যমীন আবাদ করে | ৬০১ |
| অধ্যায়: চাষাবাদ ও ফসল উৎপাদনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের পরস্পর সহযোগীতা করার বর্ণনা | ৬০২ |
| **কিতাবুল মুসাকাত (পরস্পর পানি পান করানো এবং উৎপন্ন ফলের নির্দিষ্ট অংশ প্রদানের শর্তে বাগানের গাছ অন্যকে পরিচর্যা করতে দেয়া)** | |
| অধ্যায়: পানি পান প্রসঙ্গে | ৬০৪ |
| অধ্যায়: পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পানির মালিক পানির বেশী হকদার | ৬০৫ |
| অধ্যায়: কূপের পানি নিয়ে ঝগড়া ও তার মীমাংসা | ৬০৫ |
| অধ্যায়: পথিককে পানি না দেয়ার শাস্তি | ৬০৬ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: পানি পান করানোর ফজীলত | ৬০৭ |
| অধ্যায়: চৌবাচ্চার ও মশকের মালিক তার পানির বেশী হকদার | ৬০৭ |
| অধ্যায়: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত অন্য কারো সংরক্ষিত চারণভূমি থাকতে পারেনা | ৬০৮ |
| অধ্যায়: মানুষ এবং চতুষ্পদ জন্তু নদী থেকে পানি পান করতে পারে | ৬০৮ |
| অধ্যায়: জ্বালানী কাঠ এবং ঘাস বিক্রি করা | ৬০৯ |
| অধ্যায়: জায়গীর দেয়া (ভূমি চাষ করে ফসল-ফলাদি ভোগ করার সুযোগ দেয়া) | ৬১০ |
| অধ্যায়: কারও বাগানে অন্যের কূপ বা রাস্তা থাকলে | ৬১১ |
| **ঋণ চাওয়া এবং এ প্রসঙ্গে অন্যান্য বিষয়** | |
| অধ্যায়: পরিশোধ বা নষ্ট করার নিয়তে মানুষের সম্পদ গ্রহণ করা | ৬১২ |
| অধ্যায়: ঋণ পরিশোধ করা প্রসঙ্গে | ৬১২ |
| অধ্যায়: উত্তম রূপে ঋণ পরিশোধ করা | ৬১৩ |
| অধ্যায়: ঋণী ব্যক্তির জানাযা পড়া | ৬১৩ |
| অধ্যায়: সম্পদ নষ্ট করা নিষেধ | ৬১৩ |
| **ঝগড়া-বিবাদ ও তা মীমাংসার বর্ণনা** | |
| অধ্যায়: কাউকে গ্রেফতার করা এবং ইহুদী ও মুসলমানের মধ্যকার ঝগড়ার বর্ণনা | ৬১৪ |
| অধ্যায়: ঝগড়ারত ব্যক্তিদের পরস্পরের বাক্যালাপ | ৬১৫ |
| **পড়ে থাকা জিনিস কুড়ানো** | |
| অধ্যায়: পড়ে থাকা জিনিষের মালিক যদি সঠিক আলামত বর্ণনা করে তাহলে তাকে তা ফিরিয়ে দিতে হবে | ৬১৭ |
| অধ্যায়: রাস্তায় খেজুর পাওয়া গেলে | ৬১৭ |
| **জুলুম-নির্যাতন ও মানুষের পারস্পরিক হকসমূহের বিবরণ** | |
| অধ্যায়: জুলুমের দণ্ড | ৬১৯ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: জালেমদের উপর আল্লাহর লা'নত | ৬১৯ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: মুসলিম মুসলিমের উপর জুলুম করবেনা এবং কাউকে জুলুম করতেও দিবেনা | ৬২০ |
| অধ্যায়: তোমার যালেম ও মযলুম ভাইয়ের সাহায্য করো | ৬২০ |
| অধ্যায়: কিয়ামতের দিন জুলুম গাঢ় অন্ধকার রূপ ধারণ করবে | ৬২০ |
| অধ্যায়: কেউ যদি কারো উপর জুলুম করে এবং মাজলুম ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয় তার পরও কি সে অত্যাচারের কথা প্রকাশ করতে পারবে | ৬২১ |
| অধ্যায়: অন্যায়ভাবে যমীন জবরদখল করার গুনাহঃ | ৬২১ |
| অধ্যায়: কেউ যদি কাউকে কোন বিষয়ে অনুমতি দেয় তবে তা জায়েয | ৬২১ |
| অধ্যায়: আল্লাহ তাআলার বাণী: "সে খুব বড় ঝগড়াটে" | ৬২২ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি জেনেশুনে অযথা ঝগড়া করে তার গুনাহ | ৬২২ |
| অধ্যায়: জালেমের মাল যদি মজলুমের হস্তগত হয় তবে সে নিজের প্রাপ্য নিতে পারে | ৬২২ |
| অধ্যায়: কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে স্বীয় দেয়ালে খুঁটি গাড়তে নিষেধ না করে | ৬২৩ |
| অধ্যায়: বাড়ীর আঙ্গিনা এবং তাতে ও রাস্তায় বসা | ৬২৩ |
| অধ্যায়: জনসাধারণের রাস্তা নিয়ে মতবিরোধ হলে | ৬২৪ |
| অধ্যায়: লুটপাট করা এবং প্রাণীর অঙ্গহানি বা বিকলাঙ্গ করা নিষেধ | ৬২৪ |
| অধ্যায়: নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে যে ব্যক্তি নিহত হল | ৬২৪ |
| অধ্যায়: অন্যের পেয়ালা বা অন্য কিছু ভেঙে ফেললে | ৬২৪ |
| **অংশীদারত্বের বর্ণনা** | |
| অধ্যায়: খাদ্য, পাথেয় এবং দ্রব্যসামগ্রীতে অংশীদারিত্ব | ৬২৬ |
| অধ্যায়: ছাগল-ভেড়ার বণ্টন | ৬২৭ |
| অধ্যায়: শরীকদের মধ্যে যৌথ মালিকানাধীন বস্তুর উচিত মূল্য নির্ধারণ করা | ৬২৮ |
| অধ্যায়: লটারীর মাধ্যমে অংশ নির্ধারণ ও বণ্টন করা যাবে কি না | ৬২৮ |
| অধ্যায়: খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য বস্তুতে অংশীদারিত্বের বর্ণনা | ৬২৯ |
| **স্বদেশে অবস্থানকালে বন্ধক সংক্রান্ত বিষয়ের বর্ণনা** | |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: বন্ধক রাখা জন্তুর উপর আরোহন করা এবং তার দুধ পান করা | ৬৩০ |
| অধ্যায়: বন্ধক দাতা ও বন্ধক গ্রহিতা মতবিরোধ করলে | ৬৩০ |
| **দাসমুক্তি** | |
| অধ্যায়: দাসমুক্তির ফজীলত | ৬৩১ |
| অধ্যায়: কোন ধরণের দাস মুক্ত করা উত্তম | ৬৩১ |
| অধ্যায়: দুই বা ততোধিক লোকের মালিকানাধীন দাস-দাসী মুক্ত করা | ৬৩২ |
| অধ্যায়: ভুলক্রমে দাস মুক্ত করা, তালাক দেয়া এবং অনুরূপ কাজে ত্রুটি হওয়া সম্পর্কে | ৬৩২ |
| অধ্যায়: কোন ব্যক্তি যদি তার দাসকে বলে: সে আল্লাহর জন্য এবং সে যদি মুক্ত করার নিয়ত করে। আযাদ করার সময় সাক্ষী রাখা | ৬৩২ |
| অধ্যায়: কোন ব্যক্তি যদি আরবী গোলামের মালিক হয় | ৬৩৩ |
| অধ্যায়: দাস-দাসীকে মারধর করা অপছন্দনীয় | ৬৩৪ |
| অধ্যায়: তোমাদের কারো নিকট যখন তার খাদেম খাদ্য নিয়ে আসবে | ৬৩৪ |
| অধ্যায়: কেউ তার খাদেমের চেহারায় আঘাত করবেনা | ৬৩৪ |
| **মুকাতাব তথা চুক্তিবদ্ধ দাসের বর্ণনা** | |
| অধ্যায়: মুকাতাব গোলামের সাথে যে ধরণের শর্ত করা যেতে পারে | ৬৩৫ |
| **হিবা (দান) করার বর্ণনা** | |
| অধ্যায়: হিবার ফজীলত এবং এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা | ৬৩৬ |
| অধ্যায়: শিকার থেকে হাদীয়া গ্রহণ করা | ৬৩৭ |
| অধ্যায়: হাদীয়া গ্রহণ করা | ৬৩৭ |
| অধ্যায়: যে প্রকারের হাদীয়া ফেরত দেয়া যাবেনা | ৬৪০ |
| অধ্যায়: দানের বিনিময় প্রদান করা | ৬৪০ |
| অধ্যায়: হিবা তথা দানের ব্যাপারে সাক্ষী রাখা | ৬৪০ |
| অধ্যায়: স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর হিবা তথা দান বিনিময় করা | ৬৪০ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: বিবাহিতা মহিলা তার স্বামী ব্যতীত অন্য কাউকে হাদীয়া দিলে বা গোলাম আযাদ করলে | ৬৪১ |
| অধ্যায়: কিভাবে দাস বা অন্যান্য জিনিস দখলে আনতে হবে? | ৬৪১ |
| অধ্যায়: এমন পোষাক হাদীয়া দেয়া যা পরিধান করা না জায়েয? | ৬৪২ |
| অধ্যায়: মুশরিকদের হাদীয়া গ্রহণ করা | ৬৪৩ |
| অধ্যায়: মুশরিকদেরকে হাদীয়া দেয়া | ৬৪৩ |
| অধ্যায়: উমরা ও রুকবা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে | ৬৪৪ |
| অধ্যায়: নব দম্পতির বাসর রাতে ব্যবহারের জন্য কোন জিনিস ধার নেয়া | ৬৪৪ |
| অধ্যায়: দুধ পান করার জন্য কোন কোন পশু দান করার ফজীলত | ৬৪৫ |
| **সাক্ষ্য দেয়ার বিবরণ** | |
| অধ্যায়: কাউকে সাক্ষী নিয়োগ করা হলে সে যেন অন্যায় ও মিথ্যা সাক্ষ্য না দেয়া | ৬৪৬ |
| অধ্যায়: মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার ব্যাপারে যা বলা হয়েছে | ৬৪৬ |
| অধ্যায়: অন্ধের সাক্ষ্যদান, কোন ব্যাপারে তার আদেশ দান, নিজে বিয়ে করা বা কাউকে বিয়ে দেয়া, ক্রয়-বিক্রয়, আযান দেয়া এবং তার এমন অন্যান্য বিষয় গ্রহণ করা যা শব্দের মাধ্যমে বুঝা যায় | ৬৪৭ |
| অধ্যায়: স্ত্রীলোকদের একে অপরের ন্যায়পরায়ণতার সাক্ষ্য দেয়া | ৬৪৭ |
| অধ্যায়: একজন পুরুষ অন্য একজন পুরুষের নির্দোষিতা বর্ণনা করলে তার নির্দোষিত প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট | ৬৫৪ |
| অধ্যায়: শিশুদের প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া এবং তাদের সাক্ষ্য দেয়া | ৬৫৪ |
| অধ্যায়: কিছু লোক শপথ করার জন্য তাড়াহুড়া করলে | ৬৫৫ |
| অধ্যায়: কিভাবে শপথ করাতে হবে? | ৬৫৫ |
| **কিতাবুস্ সুলহ** | |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করে সে মিথ্যুক নয় | ৬৫৬ |
| অধ্যায়: নেতা তার সাথীদেরকে এ কথা বলা যে আমাদেরকে নিয়ে চল, আমরা তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিব | ৬৫৬ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: কিভাবে সন্ধিপত্র লিখতে হবে? নিয়ম হল অমুকের পুত্র অমুক অমুকের পুত্র অমুকের সাথে আপোস রফা করল। গোত্রের নাম উল্লেখ করার দরকার নেই | ৬৫৬ |
| অধ্যায়: হাসান বিন আলী সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: আমার এই পুত্র (নাতি) নেতা হবে | ৬৫৮ |
| অধ্যায়: ইমাম কি সন্ধির জন্য প্রস্তাব করতে পারেন? | ৬৫৮ |
| **শর্তারোপ করার বর্ণনা** | |
| অধ্যায়: বিবাহ বন্ধন সম্পন্ন করার সময় মহরের মধ্যে কোন শর্তারোপ করা | ৬৫৯ |
| অধ্যায়: হদ্দ তথা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির ক্ষেত্রে শর্তারোপ করা বৈধ নয় | ৬৫৯ |
| অধ্যায়: ভাগচাষে শর্ত আরোপ করা | ৬৬০ |
| অধ্যায়: কাফেরদের সাথে যুদ্ধ ও চুক্তিতে শর্তারোপ করা এবং শর্ত লিখে রাখা | ৬৬১ |
| অধ্যায়: স্বীকারোক্তির মধ্যে যে ধরণের শর্তারোপ ও স্বাতন্ত্র করা বৈধ | ৬৭১ |
| **অসীয়তের (উপদেশের) বর্ণনা** | |
| অধ্যায়: অসীয়তের বিধান | ৬৭২ |
| অধ্যায়: মৃত্যুর সময় সাদকাহ করা | ৬৭৩ |
| অধ্যায়: (অসীয়তের ক্ষেত্রে) স্ত্রীলোক এবং সন্তান আত্মীয়-স্বজনের অন্তর্ভূক্ত কি না? | ৬৭৩ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: তোমরা ইয়াতীমদেরকে বিবাহযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত যাচাই কর এবং তাদের মধ্যে বুদ্ধির উন্মেষ হয়েছে বলে মনে করলে তাদের অর্থ-সম্পদ ফেরত দাও | ৬৭৪ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: যারা ইয়াতীমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা নিজেদের পেটে অগ্নি ভর্তি করছে। অচিরেই তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে | ৬৭৪ |
| অধ্যায়: ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ থেকে তত্ত্বাবধায়কের বেতন-ভাতা গ্রহণ | ৬৭৫ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: কেউ এই শর্তে যমীন কিংবা কূপ ওয়াক্‌ফ করলে যে, অন্যান্য মুসলমানের মত সেও তা হতে পানি গ্রহণ করবে | ৬৭৫ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন অসীয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী নিযুক্ত করবে...আল্লাহ নাফরমান লোকদেরকে সৎপথ দেখান না | ৬৭৬ |
| **কিতাবুল জিহাদ** | |
| অধ্যায়: জিহাদ ও সারীয়্যার বর্ণনা | ৬৭৭ |
| অধ্যায়: সকল মানুষের মধ্যে ঐ মুমিন সবচেয়ে উত্তম যে স্বীয় জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে | ৬৭৭ |
| অধ্যায়: আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের মরতবা | ৬৭৮ |
| অধ্যায়: সকাল-বিকাল আল্লাহর পথে চলা এবং জান্নাতে তোমাদের কারো একটি ধনুকের দু'প্রান্তের দূরত্বের পরিমাণ স্থানের মর্যাদা | ৬৭৮ |
| অধ্যায়: হুরে আঈন তথা বড় বড় চোখ বিশিষ্ট জান্নাতের সুন্দরী হুরদের বিবরণ | ৬৭৯ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে রক্তাক্ত এবং বর্শাবিদ্ধ হল | ৬৭৯ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহত হয় | ৬৮০ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: মুমিনদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর সাথে তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কিছু সংখ্যক প্রতিক্ষায় আছে। তারা তাদের অঙ্গীকার মোটেই পরিবর্তন করেনি | ৬৮১ |
| অধ্যায়: জিহাদে অংশগ্রহণের পূর্বে নেক আমল করা | ৬৮৩ |
| অধ্যায়: অজ্ঞাত স্থান থেকে আগত তীরের আঘাতে কেউ নিহত হলে | ৬৮৩ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য যে জিহাদ করে তাঁর ফজীলত | ৬৮৩ |
| অধ্যায়: যুদ্ধের পর ধুলিবালি ধুয়ে ফেলা | ৬৮৪ |
| অধ্যায়: কোন কাফের কোন মুসলিমকে হত্যা করার পর ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের উপর অবিচল থেকে আল্লাহর পথে নিহত হলে | ৬৮৪ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি জিহাদকে নফল রোযার উপর প্রাধান্য দিল | ৬৮৫ |
| অধ্যায়: জিহাদের ময়দানে নিহত ব্যক্তি ব্যতীত আরো সাত প্রকার লোক শহীদ | ৬৮৫ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: "মুমিনদের মধ্যে যারা আল্লাহর পথে সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করছে এবং যারা অক্ষম না হয়েও ঘরে বসে থাকে তারা পরস্পর সমান হতে পারেনা...আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময় | ৬৮৬ |
| অধ্যায়: জিহাদের জন্য উৎসাহ প্রদান | ৬৮৬ |
| অধ্যায়: পরিখা খননের বর্ণনা | ৬৮৭ |
| অধ্যায়: প্রতিবন্ধকতা থাকার কারণে যে ব্যক্তি জিহাদে যেতে অক্ষম | ৬৮৭ |
| অধ্যায়: আল্লাহর পথে জিহাদে থাকাবস্থায় রোযা রাখার ফজীলত | ৬৮৮ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদকে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করে অথবা তাঁর অনুপস্থিতিতে তার পরিবার-পরিজনদের উত্তমরূপে পরিচর্যা করে তার ফজীলত | ৬৮৮ |
| অধ্যায়: আল্লাহর পথে জিহাদের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা | ৬৮৯ |
| অধ্যায়: শত্রুদের অবস্থা জানার জন্য গোয়েন্দাগিরি করার মর্যাদা | ৬৮৯ |
| অধ্যায়: শাসক সৎকর্মশীল হোক বা অসৎকর্মশীল হোক, তার নেতৃত্বে জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে | ৬৯০ |
| অধ্যায়: জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করা। আল্লাহর বাণী: তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখ | ৬৯০ |
| অধ্যায়: ঘোড়া ও গাধার নাম রাখা | ৬৯০ |
| অধ্যায়: ঘোড়ার অশুভ লক্ষণ সম্পর্কে যা বলা হয়ে থাকে | ৬৯১ |
| অধ্যায়: গণীমতের মালে ঘোড়ার অংশ | ৬৯১ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উষ্ট্রীর বর্ণনা | ৬৯২ |
| অধ্যায়: জিহাদের ময়দানে পুরুষের জন্য নারীদের পানির কলসী বহন করে নিয়ে যাওয়া | ৬৯৩ |
| অধ্যায়: জিহাদের ময়দানে আহতদের সেবায় নারীদের ভূমিকা | ৬৯৩ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: আল্লাহর পথে জিহাদের ময়দানে পাহারা দান | ৬৯৩ |
| অধ্যায়: জিহাদের ময়দানে সেবা করার মর্যাদা | ৬৯৪ |
| অধ্যায়: আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে এক দিন পাহারা দেয়ার মর্যাদা | ৬৯৫ |
| অধ্যায়: আল্লাহর পথে জিহাদের সময় দুর্বল ও সৎ লোকদের উসীলায় আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া | ৬৯৫ |
| অধ্যায়: তীর নিক্ষেপে উদ্বুদ্ধ করা | ৬৯৬ |
| অধ্যায়: ঢালের বর্ণনা ও সঙ্গীর ঢালের আশ্রয় গ্রহণ | ৬৯৬ |
| অধ্যায়: তরবারি স্বর্ণ বা রৌপ্যখচিত করা | ৬৯৭ |
| অধ্যায়: যুদ্ধ ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যবহৃত বর্ম ও জামার বর্ণনা | ৬৯৭ |
| অধ্যায়: যুদ্ধ ক্ষেত্রে রেশমী পোষাক পরিধান করা | ৬৯৭ |
| অধ্যায়: রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে | ৬৯৮ |
| অধ্যায়: ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ | ৬৯৮ |
| অধ্যায়: তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ | ৬৯৯ |
| অধ্যায়: মুশরিকদেরকে পরাজিত, ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্য দু'আ করা | ৬৯৯ |
| অধ্যায়: মুশরিকদের মন জয় করার উদ্দেশ্যে তাদের হেদায়াতের জন্য দু'আ করা | ৭০০ |
| অধ্যায়: কাফেরদেরকে ইসলাম গ্রহণ ও নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহবান এবং তারা যেন আল্লাহ ছাড়া পরস্পরকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ না করে | ৭০০ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি কোন যুদ্ধে বের হওয়ার ইচ্ছা করে, কিন্তু সে দেখায় যে অন্যদিকে যাচ্ছে এবং যে ব্যক্তি বৃহস্পতিবার সফরে বের হওয়া পছন্দ করে | ৭০১ |
| অধ্যায়: সফরে যাত্রাকালে বিদায় দেয়া | ৭০১ |
| অধ্যায়: নেতার আদেশ শ্রবণ করা ও তা মান্য করা | ৭০১ |
| অধ্যায়: ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধ করা এবং তাঁর ছত্র ছায়ায় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা | ৭০২ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলায়ন না করার বায়আত | ৭০২ |
| অধ্যায়: ইমাম লোকদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজের নির্দেশ দেয়া | ৭০৩ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিনের প্রথম ভাগে যুদ্ধ শুরু না করলে সূর্য গড়ান পর্যন্ত বিলম্ব করতেন | ৭০৪ |
| অধ্যায়: খাদেম (শ্রমিক) সাথে নিয়ে জিহাদে বের হওয়া | ৭০৫ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পতাকা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে | ৭০৫ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: ভীতি জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এক মাসের দূরত্ব থেকে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে | ৭০৫ |
| অধ্যায়: জিহাদের পথে পাথেয় বহন করা। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন: "তোমরা পাথেয় সংগ্রহ করো। সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া (আল্লাহভীতি)" | ৭০৬ |
| অধ্যায়: একই গাধার উপর দুইজন আরোহন করা | ৭০৬ |
| অধ্যায়: কুরআন মযীদ সাথে নিয়ে শত্রু এলাকায় যাওয়া মাকরূহ | ৭০৭ |
| অধ্যায়: উঁচু আওয়াজে তাকবীর পাঠ করা নিষেধ | ৭০৭ |
| অধ্যায়: কোন নিম্নভূমিতে নামার সময় তাসবীহ পাঠ করা | ৭০৭ |
| অধ্যায়: মুসাফির বাড়ীতে অবস্থানকালে যে আমল করে থাকে সফর অবস্থায় ততটুকু আমলের ছাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয় | ৭০৭ |
| অধ্যায়: একাকী সফরে বের হওয়া | ৭০৮ |
| অধ্যায়: পিতা-মাতার অনুমতি নিয়ে জিহাদ করা | ৭০৮ |
| অধ্যায়: উটের গলায় ঘন্টা বা অনুরূপ কিছু বাঁধা | ৭০৮ |
| অধ্যায়: কোন ব্যক্তির নাম সেনাবাহিনীতে তালিকাভূক্ত হওয়ার পর তার স্ত্রী করলে অথবা তার অন্য কোন প্রতিবন্ধক থাকলে তাকে কি যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি দেয়া যাবে কি? | ৭০৯ |
| অধ্যায়: যুদ্ধবন্ধীদেরকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা | ৭০৯ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: কাফেরদের উপর রাতের অন্ধকারে হামলা করার সময় যদি ঘুমন্ত নারী ও শিশু নিহত হলে কোন অসুবিধা নেই | ৭০৯ |
| অধ্যায়: যুদ্ধে শিশুদেরকে হত্যা করা | ৭১০ |
| অধ্যায়: আল্লাহর শাস্তির মাধ্যমে অন্য কাউকে শাস্তি দেয়া যাবেনা | ৭১০ |
| অধ্যায়: বাড়ীঘর ও খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দেয়া | ৭১১ |
| অধ্যায়: যুদ্ধ এক প্রকার ধোঁকা | ৭১২ |
| অধ্যায়: যুদ্ধে ঝগড়া ও মতানৈক্য এবং ইমামের অবাধ্য ব্যক্তির শাস্তি | ৭১২ |
| অধ্যায়: শত্রু দেখে মানুষকে শুনানোর জন্য উচ্চঃস্বরে বিপদ বিপদ বলে চিৎকার করা | ৭১৪ |
| অধ্যায়: বন্দী মুক্ত করা | ৭১৫ |
| অধ্যায়: মুশরিকদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা | ৭১৫ |
| অধ্যায়: দারুল হরবের কোন কাফের যদি নিরাপত্তা গ্রহণ ছাড়াই দারুল ইসলামে প্রবেশ করে | ৭১৬ |
| অধ্যায়: বিদেশী প্রতিনিধি দলকে উপহার দেয়া | ৭১৬ |
| অধ্যায়: অমুসলিম বালকের কাছে কিভাবে ইসলাম তুলে ধরতে হবে | ৭১৭ |
| অধ্যায়: ইমামের পক্ষ হতে আদম শুমারী | ৭১৭ |
| অধ্যায়: যারা শত্রুর উপর জয়লাভ করে শত্রুভূমিতে তিন দিন অবস্থান করে | ৭১৭ |
| অধ্যায়: মুশরিক কোন মুসলমানের মাল লুট করে নিলে পরবর্তীতে সেই মুসলিম তার মাল পেয়ে গেলে | ৭১৮ |
| অধ্যায়: ফারসী ও অন্য কোন আজমী ভাষায় কথা বলা। আল্লাহ বলেন: তোমাদের বর্ণ ও ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে তাঁর নিদর্শন বিদ্যমান। (সূরা রোম: ২২) আল্লাহ্ বলেন: আমি সব রাসূলকেই তাদের জাতির ভাষায় প্রেরণ করেছি। (সূরা ইবরাহীম: ৪) | ৭১৮ |
| অধ্যায়: যুদ্ধলব্ধ সম্পদ খেয়ানত করা। আল্লাহর বাণী: আর যে খেয়ানত করবে সে কিয়ামতের দিন খেয়ানতকৃত সম্পদসহ হাজির হবে | ৭১৯ |
| অধ্যায়: গণীমতের সামান্য মাল খেয়ানত করা | ৭২০ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: যুদ্ধ ফেরত সৈনিকদেরকে অভ্যর্থনা জানানো | ৭২০ |
| অধ্যায়: যুদ্ধ হতে ফেরত এসে কী বলবে? | ৭২১ |
| অধ্যায়: সফর হতে ফেরত এসে নামায আদায় করা | ৭২১ |
| **কিতাবু ফারযিল খুমুস** | |
| অধ্যায়: গণীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ ফরয হওয়া সম্পর্কে | ৭২২ |
| অধ্যায়: নবী (সাঃ) বর্ম, লাঠি, তরবারী, পেয়ালা, আংটি এবং এ সমস্ত বস্তুর যেগুলো খলীফাগণ তাঁর তিরোধানের পর ব্যবহার করেছেন এবং যা বণ্টন করা হয়নি। তাঁর চুল, জুতা, এবং পাত্রসমূহের মধ্যে থেকে যেগুলো দিয়ে সাহাবী ও অন্যান্য লোকেরা তাঁর মৃত্যুর পর বরকত গ্রহণ করেছেন সেসব জিনিষের বর্ণনা | ৭২২ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: "গণীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর রাসূলের জন্য"। অর্থাৎ এক-পঞ্চমাংশ বণ্টনের অধিকারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম | ৭২৩ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "তোমাদের জন্য গণীমতের মাল হালাল করা হয়েছে" | ৭২৪ |
| অধ্যায়: নিহত কাফেরের নিকট থেকে প্রাপ্ত সম্পদের পঞ্চমাংশ গ্রহণ না করা এবং কেউ কোন কাফেরকে হত্যা করলে নিহতের পরিত্যক্ত সম্পদ পঞ্চমাংশ প্রদান ব্যতীত এবং ইমামের সিদ্ধান্ত ব্যতীত তারই হবে | ৭২৬ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআলাফাতুল কুলুব (যাদের মন জয় করা সম্ভব) এবং অন্যান্য লোকদেরকেও গণীমতের মালের পঞ্চমাংশ হতে প্রদান করতেন | ৭২৭ |
| অধ্যায়: যুদ্ধের ময়দানে কেউ খাদ্যদ্রব্য পেলে কী করবে? | ৭৩০ |
| অধ্যায়: অমুসলিম নাগরিকদের নিকট থেকে জিযিয়া (কর) গ্রহণ এবং যিম্মী (মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী) ও যুদ্ধরত কাফেরদের সাথে সন্ধি করা | ৭৩০ |
| অধ্যায়: ইমাম যদি কোন এলাকার বাদশার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় তাহলে কি সে চুক্তি উক্ত এলাকার সকল অধিবাসীর জন্য প্রযোজ্য হবে? | ৭৩৩ |
| অধ্যায়: বিনা অপরাধে কোন চুক্তিবদ্ধ কাফেরকে হত্যা করার অপরাধ? | ৭৩৩ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: মুশরিকরা যদি মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে কি? | ৭৩৩ |
| অধ্যায়: মুশরেকদের সাথে মাল বা অন্যান্য বিষয়ের বিনিময়ে চুক্তি করে যুদ্ধ বর্জন করা এবং চুক্তি ভঙ্গ করার গুনাহ | ৭৩৪ |
| অধ্যায়: কোন যিম্মি কাউকে যাদু করলে তাকে ক্ষমা করা হবে কি? | ৭৩৫ |
| অধ্যায়: বিশ্বাসঘাতকা সম্পর্কে হুঁশিয়ারী | ৩৭৫ |
| অধ্যায়: চুক্তি ভঙ্গ করার অপরাধ | ৭৩৬ |
| অধ্যায়: নেককার অথবা বদকারের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার অপরাধ | ৭৩৬ |
| **সৃষ্টির সূচনা** | |
| অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী: তিনিই তো আল্লাহ, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন। অতঃপর তিনিই তা পুনরুজ্জীবিত করবেন। এটি তাঁর পক্ষে অতি সহজ কাজ | ৭৩৭ |
| অধ্যায়: সাত যমীনের ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে | ৭৩৮ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: সূর্য ও চন্দ্র একটি নির্দিষ্ট হিসাবের অনুগামী | ৭৩৮ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: তিনিই রহমত বর্ষণের পূর্বে সুসংবাদ বহনকারী বায়ু প্রবাহিত করে থাকেন | ৭৩৯ |
| অধ্যায়: ফেরেশতাদের বর্ণনা | ৭৪০ |
| অধ্যায়: জান্নাতের বর্ণনা । জান্নাত এখনও প্রস্তুত আছে | ৭৪৪ |
| অধ্যায়: জাহান্নামের বর্ণনা । জাহান্নাম এখনও প্রস্তুত আছে | ৭৪৭ |
| অধ্যায়: ইবলীস ও তার সৈনিকদের বর্ণনা | ৭৪৮ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: "আল্লাহ্ যমীনে সর্বপ্রকার প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন" | ৭৫১ |
| অধ্যায়: (এক সময়) মুসলিমের সর্বোত্তম মাল হবে ছাগলের পাল, যেগুলো চড়ানোর জন্য সে পাহাড়ের চূড়ায় চলে যাবে | ৭৫১ |
| অধ্যায়: তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে যখন মাছি পড়বে তখন সে যেন মাছিকে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেয়। কেননা মাছির এক ডানায় রয়েছে রোগ জীবাণু এবং অপর ডানায় রয়েছে তার প্রতিশেধক | ৭৫৩ |
| **নবীদের অবস্থার বিবরণ** | |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: আদম ও তাঁর বংশধর সৃষ্টির কাহিনী | ৭৫৪ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: "তারা আপনাকে যুল-কারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। আপনি বলুন: আমি অচিরেই তোমাদেরকে তাঁর কিছু অবস্থা জানাবো"। | ৭৫৬ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: "আপনি তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমান সম্পর্কে সংবাদ দিন" | ৭৬৮ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: "আপনি কিতাবে ইসমাঈলের ঘটনা উল্লেখ করুন। তিনি ছিলেন ওয়াদায় সত্যবাদী" | ৭৬৮ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: "আর ছামুদ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই সালেহকে প্রেরণ করেছিলাম" | ৭৬৯ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: "ইয়াকুব (আ:)এর মৃত্যুর সময় কি তোমরা উপস্থিত ছিলে? যখন তিনি তাঁর সন্তানদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ তোমরা আমার পরে কার এবাদত করবে?" (সূরা বাকারা: ১৩৩) | ৭৬৯ |
| অধ্যায়: মুসা (আ:) এর সাথে খিযিরের ঘটনা | ৭৬৯ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: "ঈমানদারদের জন্যে আল্লাহ্ তাআলা ফেরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন" (সূরা তাহ্রীমঃ ১১) | ৭৭০ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: "আর আমি দাউদকে যাবুর প্রদান করেছি" (সূরা নিসা: ১৬৩) | ৭৭০ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: "আর আমি দাউদের জন্যে পুত্র হিসাবে সুলায়মানকে দান করলাম। তিনি কতই না উত্তম বান্দা। তিনি ছিলেন অতিশয় আল্লাহ্ অভিমুখী" (সূরা সোয়াদ: ৩০) | ৭৭১ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: "স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন ফেরেশতাগণ বললেন: হে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আপনাকে মর্যাদাবান করেছেন ... শেষ পর্যন্ত" (সূরা আল-ইমরান: ১৩৯৮) | ৭৭১ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: "হে আহ্লে কিতাব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না...শষ পর্যন্ত" (সূরা নিসা: ১৭১) | ৭৭২ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: "আর তুমি কিতাবে মারইয়ামের ঘটনা বর্ণনা কর" (সূরা মারইয়াম: ১৬-২১) | ৭৭২ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ:) এর আগমণ | ৭৭৬ |
| অধ্যায়: বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলীর বিবরণ | ৭৭৭ |
| অধ্যায়: মানাকিব তথা বিভিন্ন গোত্র ও ব্যক্তির ফজীলতের বর্ণনা | ৭৮৪ |
| অধ্যায়: কুরাইশদের মর্যাদা | ৭৮৫ |
| অধ্যায়: গিফার, আসলাম, মুযায়না, জুহায়না এবং আশজা গোত্রের বর্ণনা | ৭৮৬ |
| অধ্যায়: কাহতান গোত্রের বর্ণনা | ৭৮৮ |
| অধ্যায়: জাহেলী যুগের হাঁক-ডাক সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা | ৭৮৮ |
| অধ্যায়: খুযাআ গোত্রের বর্ণনা | ৭৮৯ |
| অধ্যায়: আবু যার্ গিফারীর ইসলাম গ্রহণ | ৭৮৯ |
| অধ্যায়: ইসলামী ও জাহেলী যুগে যে নিজেকে তার পূর্ব পুরুষদের সাথে সম্পর্কিত করে | ৭৯১ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি তার বংশকে গালি না দেয়াকে পছন্দ করে | ৭৯২ |
| অধ্যায়: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামসমূহের ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে | ৭৯২ |
| অধ্যায়: নবীদের শেষ নবী | ৭৯৩ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু | ৭৯৩ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী | ৭৯৪ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চক্ষু ঘুমাত, কিন্তু তাঁর অন্তর ঘুমাতনা | ৭৯৮ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মু'জেযা ও তাঁর নবুওয়াতের আলামত | ৭৯৮ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: "যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা আপনাকে সেরূপই চিনে, যেমন তারা তাদের সন্তানদেরকে চিনে থাকে। আর তাদের একদল লোক জেনে শুনে সত্যকে গোপন করছে" (সূরা বাকারা: ১৪৬) | ৮০৬ |
| অধ্যায়: মুশরিকরা মু'জেযা দেখানোর দাবি করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে চন্দ্র দিখন্ডিত করে দেখালেন | ৮০৬ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| **নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের ফজীলত** | ৮০৮ |
| অধ্যায়: উমার বিন খাত্তাব (রা.)এর ফজীলত | ৮১২ |
| অধ্যায়: উছমান বিন আফ্‌ফান (রা.)এর ফজীলত | ৮১৪ |
| অধ্যায়: আলী বিন আবী তালেব (রা.)এর ফজীলত | ৮১৫ |
| অধ্যায়: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটাত্মীয়দের ফজীলত | ৮১৫ |
| অধ্যায়: তালহা বিন উবাইদুল্লাহ্ (রা.)এর ফজীলত | ৮১৬ |
| অধ্যায়: সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)এর ফজীলত | ৮১৬ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শ্বশুর-জামাতা সম্পর্কীয় আত্মীয়দের ফজীলত | ৮১৬ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযাদকৃত গোলাম যায়েদ বিন হারেসা (রা.)এর ফজীলত | ৮১৭ |
| অধ্যায়: উসামা বিন যায়েদ (রা.)এর ফজীলত | ৮১৮ |
| অধ্যায়: আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.)এর ফজীলত | ৮১৯ |
| অধ্যায়: আম্মার বিন ইয়াসার এবং হুযায়ফা (রা.)এর ফজীলত | ৮১৯ |
| অধ্যায়: আবু উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ (রা.)এর ফজীলত | ৮২০ |
| অধ্যায়: হাসান ও হুসাইন (রা.)এর ফজীলত | ৮২০ |
| অধ্যায়: আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.)এর ফজীলত | ৮২১ |
| অধ্যায়: খালিদ বিন অলীদ (রা.)এর ফজীলত | ৮২১ |
| অধ্যায়: আবু হুযায়ফা (রা.)এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম সালেমের ফজীলত | ৮২২ |
| অধ্যায়: আয়েশা (রা.)এর ফজীলত | ৮২২ |
| অধ্যায়: আনসারদের ফজীলত | ৮২৩ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বাণী: আমি যদি হিজরত না করতাম তাহলে আনসারদের একজন হতাম | ৮২৩ |
| অধ্যায়: আনসারদেরকে ভালবাসা ঈমানের অন্তর্ভূক্ত | ৮২৩ |
| অধ্যায়: আনসারদের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: লোকদের মধ্যে তোমরাই আমার নিকট অধিক প্রিয় | ৮২৪ |

## সূচীপত্র


| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: আনসার পরিবারের ফজীলত | ৮২৪ |
| অধ্যায়: আনসারদের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "তোমরা আমার সাথে কাউছারের নিকট মিলিত হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ কর" | ৮২৫ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: "তাঁরা নিজেদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে, যদিও তারা নিজেরাই অভাবগ্রস্ত" (সূরা হাশর: ৯) | ৮২৫ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "তোমরা আনসারদের ভালকর্মগুলোকে গ্রহণ কর, আর তাদের অসৎ কর্মগুলো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখ" | ৮২৬ |
| অধ্যায়: সা'দ বিন মুআয (রা.)এর ফজীলত | ৮২৭ |
| অধ্যায়: উবাই ইবনে কা'ব (রা.)এর ফজীলত | ৮২৮ |
| অধ্যায়: যায়েদ বিন ছাবেত (রা.)এর ফজীলত | ৮২৮ |
| অধ্যায়: আবু তালহা (রা.)এর ফজীলত | ৮২৮ |
| অধ্যায়: আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রা.)এর ফজীলত | ৮২৯ |
| অধ্যায়: খাদীজা (রা.)এর সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবাহ ও তাঁর ফজীলত প্রসঙ্গে | ৮৩০ |
| অধ্যায়: হিন্দ্ বিনতে উৎবাহ (রা.)এর ফজীলত প্রসঙ্গে | ৮৩১ |
| অধ্যায়: যায়েদ বিন আমর (রা.)এর ফজীলত প্রসঙ্গে | ৮৩১ |
| অধ্যায়: আইয়্যামে জাহেলীয়াত বা অন্ধকার যুগ | ৮৩২ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভ | ৮৩৩ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীগণ মুশরিকদের পক্ষ হতে যে নির্যাতন সহ্য করেছেন, তার বর্ণনা | ৮৩৩ |
| অধ্যায়: জিন সম্পর্কে বর্ণনা | ৮৩৪ |
| অধ্যায়: হাবশায় হিজরত করা প্রসঙ্গে | ৮৩৪ |
| অধ্যায়: আবু তালেবের ঘটনা | ৮৩৫ |
| অধ্যায়: ইসরা তথা বায়তুল মাকদিস পর্যন্ত ভ্রমণের ঘটনা | ৮৩৫ |
| অধ্যায়: মিরাজের ঘটনা | ৮৩৫ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: আয়েশা (রা.)এর সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে, আয়েশার মদীনায় আগমণ এবং স্বামী গৃহে গমণ | ৮৪১ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের মদীনায় হিজরত | ৮৪২ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের মদীনায় আগমণ | ৮৫১ |
| অধ্যায়: মুহাজিরদের হজ্জ পালন শেষে মক্কায় অবস্থান সম্পর্কে | ৮৫২ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় আগমণের পর তাঁর নিকট ইহুদীদের আগমণ সম্পর্কে | ৮৫২ |
| **কিতাবুল মাগাযী** | |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ফরিয়াদ করছিলে- (সূরা আনফালঃ ৯-১৩) | ৮৫৩ |
| অধ্যায়: বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যা | ৮৫৪ |
| অধ্যায়: বদরের যুদ্ধে আবু জাহ্লের নিহত হওয়ার ঘটনা | ৮৫৪ |
| অধ্যায়: বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাদের অংশ গ্রহণ | ৮৫৫ |
| অধ্যায়: বনী নযীর এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে তাদের চুক্তি ভঙ্গের বিবরণ | ৮৫৯ |
| অধ্যায়: কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যাকাণ্ড | ৮৬০ |
| অধ্যায়: আবু রাফে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবুল হুকাইকের হত্যার ঘটনা, তাকে সাল্লাম বিন আবুল হুকাইকও বলা হয় | ৮৬২ |
| অধ্যায়: উহুদ যুদ্ধের ঘটনা | ৮৬৪ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: "ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমাদের মধ্যে দু'টি দল সাহস হারাতে বসেছিলে" | ৮৬৪ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: "এ ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নেই, হয় আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদের শাস্তি দিবেন, কারণ তারা বড়ই অত্যাচারী" (সূরা আল-ইমরান: ১২৮) | ৮৬৫ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিবের শাহাদাত লাভের ঘটনা | ৮৬৬ |
| অধ্যায়: উহুদ যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহত হওয়ার ঘটনা | ৮৬৭ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দেয়--- (সূরা আল-ইমরান: ১৭২) | ৮৬৮ |
| অধ্যায়: খন্দকের যুদ্ধ হতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফেরত আসা এবং বনী কুরায়যার অবরোধ | ৮৬৯ |
| অধ্যায়: যাতুর রিকাআরর যুদ্ধ | ৮৬৯ |
| অধ্যায়: বনী মস্তালিকের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ খুজাআ গোত্রের সাথে সংঘটিত হয়। একে মুরাইসীর যুদ্ধও বলা হয় | ৮৭১ |
| অধ্যায়: আনমারের যুদ্ধ | ৮৭২ |
| অধ্যায়: হুদায়বিয়ার যুদ্ধ। আল্লাহর বাণী: আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন-যখন তারা গাছের তলায় আপনার নিকট বায়আত গ্রহণ করেছিল... | ৮৭২ |
| অধ্যায়: যাতুল কারাদের যুদ্ধ | ৮৭৫ |
| অধ্যায়: খায়বারের যুদ্ধ | ৮৭৬ |
| অধ্যায়: উমরাতুল কাযা তথা হুদায়বিয়ার বছর বাঁধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে ছুটে যাওয়া উমরা কাযা করা | ৮৮২ |
| অধ্যায়: শামদেশে (সিরিয়ায়) সংঘটিত মুতার যুদ্ধ | ৮৮৩ |
| অধ্যায়: হুরুকাহ উপগোত্রের বিরুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর উসামা বিন যায়েদকে প্রেরণ | ৮৮৩ |
| অধ্যায়: রামাযান মাসে মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ | ৮৮৪ |
| অধ্যায়: মক্কা বিজয়ের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথায় পতাকা স্থাপন করেছিলেন? | ৮৮৫ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: বিশেষ করে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন হুনাইনের দিন, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল করেছি--- আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। (সূরা তাওবা ২৪-২৭) | ৮৮৮ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: আওতাস যুদ্ধ | ৮৮৯ |
| অধ্যায়: অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে তায়েফের যুদ্ধ সংঘটিত হয় | ৮৯০ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক খালিদ বিন ওয়ালীদকে বনী জাযীমায় প্রেরণ | ৮৯২ |
| অধ্যায়: আব্দুল্লাহ্ ইবনে হুযাফা সাহ্মী ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুজায্যিয আল-মুদলিলিজির সেনাদল। একে আনসার সেনাদলও বলেছেন | ৮৯৩ |
| অধ্যায়: বিদায় হজ্জের পূর্বে আবু মুসা আশআরী ও মুআয বিন জাবালকে ইয়ামানে প্রেরণ | ৮৯৩ |
| অধ্যায়: আলী বিন আবু তালেব ও খালীদ বিন ওয়ালীদকে ইয়ামানে প্রেরণ | ৮৯৫ |
| অধ্যায়: যুল খালাসার যুদ্ধ | ৮৯৬ |
| অধ্যায়: জারীর (রা.)এর ইয়ামানে গমণ | ৮৯৭ |
| অধ্যায়: সীফুল বাহারের যুদ্ধ | ৮৯৮ |
| অধ্যায়: উওয়াইনা বিন হিসনের যুদ্ধ | ৮৯৯ |
| অধ্যায়: বনু হানীফর প্রতিনিধি দল ছুমামা বি উছালের বর্ণনা | ৯০২ |
| অধ্যায়: নাজরানবাসীদের ঘটনা | ৯০৩ |
| অধ্যায়: বিদায় হজ্জ | ৯০৩ |
| অধ্যায়: তাবুক যুদ্ধ। একে কষ্টের যুদ্ধও বলা হয় | ৯০৫ |
| অধ্যায়: কাব বিন মালেকের ঘটনা এবং মহান আল্লাহর বাণী: এবং আল্লাহ্ ঐ তিনজনের তাওবা কবুল করলেন, যারা পিছনে থেকে গিয়েছিল | ৯০৭ |
| অধ্যায়: কিসরা ও কায়সারের নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর চিঠি | ৯১৬ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর রোগভোগ এবং তাঁর ওফাত | ৯১৭ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর ওফাত | ৯২১ |
| **কিতাবুত্ তাফসীর** | |
| অধ্যায়: **সূরা ফাতিহার তাফসীর** | ৯২২ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| **সূরা বাকারার তাফসীর:** অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: তোমরা জেনে-শুনে অন্য কাউকে আল্লাহর সমান বলে গণ্য করোনা | ৯২২ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: আর আমি তোমাদের ওপর ছায়া দান করেছি মেঘমালার দ্বারা এবং তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি 'মান্না' ও 'সালওয়া' | ৯২৩ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: সে সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন আমি বললাম: তোমরা এ গ্রামে প্রবেশ করো | ৯২৩ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: আমি যখন কোন আয়াতকে রহিত করি বা বিস্মৃত করে দেই তখন এর চেয়ে উত্তম বা অনুরূপ আরেকটি হুকুম অবতীর্ণ করি | ৯২৩ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: তারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি তো এসব কিছু থেকে পবিত্র | ৯২৪ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান করে নাও | ৯২৪ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: তোমরা বলোঃ আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তার প্রতি ঈমান আনলাম | ৯২৫ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি- যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলির জন্যে | ৯২৫ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: অতঃপর লোকেরা যেখান থেকে ফেরত আসে, তোমরাও সেখান থেকে ফেরত আসো | ৯২৬ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: আর মানুষের মধ্যে কতক মানুষ এমন রয়েছে, যারা বলে, হে আমাদের রব্ব! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করো | ৯২৭ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: তাঁরা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায়না | ৯২৭ |
| **সূরা আলে-ইমরানর:** অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: তাতে এমন কিছু আয়াত রয়েছে, যা মুহকাম (সুস্পষ্ট) সেগুলোই কিতাবের মূল। আর অন্য কিছু আয়াত আছে যা মুতাশাবেহ (রূপক অর্থবোধক) | ৯২৭ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: যারা আল্লাহ্র নামে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রি করে | ৯২৮ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা (সৈন্য) সমাবেশ করেছে | ৯২৯ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: এবং অবশ্য তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরেকদের কাছে বহু অশোভনীয় উক্তি | ৯২৯ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: তুমি মনে করো না, যারা নিজেদের কৃতকর্মের ওপর আনন্দিত হয় তারা আমার নিকট থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে | ৯৩১ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, তোমরা এতিমদের ব্যাপারে সুবিচার করতে পারবেনা | ৯৩২ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন | ৯৩৩ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: আল্লাহ অনু পরিমাণও যুলুম করেন না | ৯৩৩ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: আর তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি ডেকে আনব প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে সাক্ষী রূপে | ৯৩৫ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে: তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? | ৯৩৫ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: আমি আপনার প্রতি অহী পাঠিয়েছি, যেমন করে অহী পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী-রাসূলের প্রতি যারা তার পরে প্রেরিত হয়েছেন। আর অহী পাঠিয়েছি, ইসমাঈল, ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার সন্তানবর্গের প্রতি এবং ঈসা, আইয়্যুব, ইউনুস, হারুন ও সুলায়মানের প্রতি। আর আমি দাউদকে দান করেছি যাবুর গ্রন্থ। (সূরা নিসা: ১৬৩) | ৯৩৬ |
| **সূরা মায়িদার তাফসীর:** অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: হে রাসূল, পৌঁছে দাও তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে | ৯৩৬ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: হে মুমিনগণ! তোমরা ঐ সব সুস্বাদু বস্তু হারাম করো না, যেগুলো আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন | ৯৩৭ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ- এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ অন্য কিছু নয় | ৯৩৭ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী: হে মুমিনগণ! এমন কথাবার্তা জিজ্ঞেস করোনা, যা তোমাদের কাছে পরিব্যক্ত হলে তোমাদের খারাপ লাগবে | ৯৩৮ |
| **সূরা আনআমের তাফসীর:** অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী: তুমি বল: তিনিই শক্তিমান যে, তোমাদের উপর কোন শাস্তি উপর দিক থেকে থেকে প্রেরণ করবেন | ৯৩৯ |
| অধ্যায়: মহান আল্লাহর বাণী: ওরা এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ্ সঠিক পথ-প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব, তুমিও তাদের পথ অনুসরণ কর | ৯৩৯ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: এবং তোমরা নির্লজ্জতার কাছেও যেয়োনা, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য | ৯৪০ |
| **সূরা আরাফের তাফসীর:** অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: হে নবী ক্ষমাশীলতার পথ অনুসরণ কর এবং ভাল কাজের আদেশ কর | ৯৪১ |
| **সূরা আনফালের তাফসীর:** অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনা (শির্ক ও কুফরী) শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহ্র সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয় | ৯৪১ |
| **সূরা তাওবার তাফসীর:** অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: এবং অন্যান্যরা নিজেদের পাপসমূহ স্বীকার করেছে | ৯৪১ |
| **সূরা হুদের তাফসীর:** অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: এবং তাঁর আরশ ছিল পানির উপর | ৯৪২ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: এবং তোমার রবের পাকড়াও এরূপই, যখন তিনি জালেমদের কোন বসতিকে পাকড়াও করেন | ৯৪৩ |
| **সূরা হিজ্রের তাফসীর:** অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: কিন্তু যে চুরি করে শুনে ফেলে | ৯৪৩ |
| **সূরা নাহ্লের তাফসীর:** অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: আর তোমাদের কাউকে বয়সের নিকৃষ্ট পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় | ৯৪৪ |
| **সূরা বানী ইসরাঈলের তাফসীর:** অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: তোমরা তাদের সন্তান, যাদেরকে আমি নূহের সাথে আরোহন করিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন কৃতজ্ঞ বান্দা | ৯৪৫ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: তোমার রব অচিরেই তোমাকে মাকামে মাহমুদে দাঁড় করাবেন | ৯৪৮ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: তোমার নামায খুব উঁচু স্বরে পড়োনা এবং খুব নীচু স্বরেও পড়োনা | ৯৪৮ |
| **সূরা কাহাফের তাফসীর:** অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: তারা হচ্ছে সেই সমস্ত লোক, যারা তাদের রবের নিদর্শন সমূহকে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে | ৯৪৯ |
| **সূরা মারইয়ামের তাফসীর:** অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: তাদের ভয় দেখাও আক্ষেপের দিনের | ৯৪৯ |
| **সূরা নূরের তাফসীর:** অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: আর যারা তাদের নিজেদের স্ত্রীদেরকে জেনার অপবাদ দিবে, কিন্তু তারা নিজেরা ব্যতিত আর কোন সাক্ষী থাকবেনা | ৯৫১ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: এবং স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহ্‌র নামে কসম খেয়ে চার বার সাক্ষ্য দেয় | ৯৫২ |
| **সূরা ফুরকানের তাফসীর:** অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: যাদেরকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে | ৯৫৪ |
| **সূরা রোমের তাফসীর:** অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: আলিফ লাম মীম রোমকরা পরাজিত হয়েছে | ৯৫৪ |
| **সূরা সিজদার তাফসীর:** অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: কোন ব্যক্তিই জানেনা যে মুমিন বান্দাদের জন্য কি ধরণের চক্ষু শীতলকারী বিষয় গোপন রাখা হয়েছে | ৯৫৬ |
| **সূরা আহযাবের তাফসীর:** অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: তাদের মধ্যে থেকে আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে বিদায় করে দিন আর যাকে ইচ্ছা নিজের কাছে রেখে দিন | ৯৫৭ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: হে ঈমানদারগণ! তোমরা বিনা অনুমতিতে নবীর ঘরে প্রবেশ করোনা | ৯৫৮ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: তোমরা কোন জিনিস প্রকাশ কর বা গোপন রাখ | ৯৫৮ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর উপর দরূদ পেশ করেন | ৯৫৯ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: যারা মুসাকে কষ্ট দিয়েছে, তোমরা তাদের মত হয়োনা। অনন্তর আল্লাহ্ তাঁকে নির্দোষ প্রমাণিত করেছেন | ৯৬০ |
| **সূরা সাবার তাফসীর:** অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: তিনি তো কঠিন আযাব আসার আগে তোমাদেরকে সতর্ককারী মাত্র | ৯৬১ |
| **সূরা যুমারের তাফসীর:** অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ | ৯৬১ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: তারা আল্লাহর যথাযথ ক্ষমতা উপলব্দি করতে পারেনি | ৯৬২ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: কিয়ামতের দিন সমগ্র যমীন আল্লাহর মুঠোয় থাকবে | ৯৬৩ |
| **সূরা শুরার তাফসীর:** অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: কেবল আত্মীয়তার সৌহার্দ্য চাই | ৯৬৩ |
| **সূরা দুখানের তাফসীর:** অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে আযাব দূর করে দাও। আমরা ঈমান আনয়ন করবো | ৯৬৪ |
| **সূরা জাসিয়ার তাফসীর:** অধ্যায়: মুশরিকদের কথা কুরআনে উল্লেখ করে আল্লাহ্ তাআলা বলেন: মহাকালই (কালের উত্থান পতনই) আমাদেরকে ধ্বংস করে | ৯৬৫ |
| **সূরা আহকাফের তাফসীর:** অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: যখন তারা আযাবকে নিজেদের উপত্যকার দিকে আসতে দেখল | ৯৬৫ |
| **সূরা মুহাম্মাদের তাফসীর:** অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: তোমাদেরকে ক্ষমতা প্রদান করলে সম্ভাবনা আছে যে, পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে | ৯৬৬ |
| **সূরা কাফ-এর তাফসীর:** অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: জাহান্নাম বলবে, আমার জন্য আরও আছে কি? | ৯৬৭ |
| **সূরা তুরের তাফসীর:** অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: শপথ তুর পর্বতের! শপথ এমন কিতাবের, যা লিখত আছে | ৯৬৮ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| **সূরা নাজমের তাফসীরঃ** অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ? তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত এবং উয্যা সম্পর্কে? | ৯৬৯ |
| **সূরা কামারের তাফসীরঃ** অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ বরং কেয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময় এবং কেয়ামত ঘোরতর বিপদ ও তিক্ততর | ৯৬৯ |
| **সূরা আর-রাহমানের তাফসীরঃ** অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ এবং এ দু'টি ব্যতীত আরও দু'টি উদ্যান রয়েছে | ৯৬৯ |
| অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ | ৯৭০ |
| **সূরা মুমতাহানার তাফসীরঃ** অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তোমরা আমার এবং তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না | ৯৭০ |
| অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ যখন মুমিন মহিলারা তোমার কাছে বায়আত করতে আসে | ৯৭১ |
| **সূরা জুমআর তাফসীরঃ** অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ এবং অন্যান্য লোকদের জন্যও ঐ রাসূলকে পাঠিয়েছেন, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয় নি | ৯৭২ |
| **সূরা মুনাফিকুনের তাফসীরঃ** অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ যখন মুনাফিকরা আপনার নিকট আসে তখন বলে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল | ৯৭২ |
| **সূরা তাহরীমের তাফসীরঃ** অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ হে নবী! আল্লাহ যা আপনার জন্য হালাল করেছেন, তা আপনি নিজের জন্য হারাম করে নিচ্ছেন কেন? | ৯৭৪ |
| **সূরা কালামের তাফসীরঃ** অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ তার স্বভাব কঠোর, তদুপরি সে কুখ্যাত | ৯৭৪ |
| অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ স্বরণ কর সেই দিনের কথা যে দিন আল্লাহ্ তাআলার পায়ের নলা উন্মুক্ত করা হবে এবং তাদেরকে সিজদার জন্য ডাকা হবে | ৯৭৫ |
| **সূরা নাযিআতের তাফসীর** | ৯৭৫ |
| **সূরা আবাসার তাফসীর** | ৯৭৬ |
| **সূরা মুতাফ্ফিফীনের তাফসীরঃ** অধ্যায়ঃ আল্লাহর বাণীঃ যে দিন সকল মানুষ সারা জাহানের রবের সামনে দাঁড়াবে | ৯৭৬ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| **সূরা ইনশিকাকের তাফসীর:** অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: তার খুব সহজ হিসাব নেওয়া হবে | ৯৭৬ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: তোমরা অবশ্যই এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উপনীত হবে | ৯৭৭ |
| **সূরা শামসের তাফসীর** | ৯৭৭ |
| **সূরা আলাকের তাফসীর:** অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: কখনই নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়াবই | ৯৭৮ |
| **সূরা কাউছারের তাফসীর** | ৯৭৮ |
| **সূরা ফালাকের তাফসীর** | ৯৭৯ |
| **কুরআনের ফজীলত** | |
| অধ্যায়: অহী নাযিলের পদ্ধতি এবং প্রথম যা নাযিল হয়েছে | ৯৮০ |
| অধ্যায়: সাতটি পঠন পদ্ধতিতে (কিরাআতে) কুরআন নাযিল হয়েছে | ৯৮১ |
| অধ্যায়: জিবরীল (আ:) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআন পড়ে শুনাতেন | ৯৮১ |
| অধ্যায়: قل هو الله أحد (সূরা ইখলাস)-এর ফজীলত | ৯৮২ |
| অধ্যায়: সূরা নাস্ ও ফালাকের ফজীলত | ৯৮৩ |
| অধ্যায়: কুরআন তেলাওয়াতের সময় প্রশান্তি ও ফেরেশতা অবতীর্ণ হওয়া | ৯৮৩ |
| অধ্যায়: কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তির ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত হওয়া | ৯৮৪ |
| অধ্যায়: তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে কুরআন পড়ে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয় | ৯৮৪ |
| অধ্যায়: কুরআন স্মরণ রাখা এবং বার বার পাঠ করা | ৯৮৫ |
| অধ্যায়: টেনে টেনে কুরআন পাঠ করা | ৯৮৫ |
| অধ্যায়: সুন্দর আওয়াজে কুরআন পাঠ করা | ৯৮৬ |
| অধ্যায়: কয় দিনে কুরআন খতম করবে? | ৯৮৬ |
| অধ্যায়: মানুষকে দেখানো অথবা পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে | ৯৮৭ |
| **কিতাবুন নিকাহ** | |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: বিয়ে করার প্রতি উৎসাহ প্রদান প্রসঙ্গে | ৯৮৯ |
| অধ্যায়: বিবাহ না করা ও খাসী হয়ে যাওয়া নিষেধ | ৯৮৯ |
| অধ্যায়: কুমারী মেয়েকে বিয়ে করা | ৯৯০ |
| অধ্যায়: বয়স্ক ব্যক্তি কম বয়সী মেয়েকে বিয়ে করতে পারে | ৯৯০ |
| অধ্যায়: দ্বীনের ক্ষেত্রে কুফু অর্থাৎ বর ও কনে পরস্পর সম মানের হওয়া | ৯৯১ |
| অধ্যায়: মহিলাদের অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকা এবং আল্লাহর বাণী: "নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে তোমাদের শত্রু রয়েছে"। (সূরা তাগাবুনঃ ১৪) | ৯৯৩ |
| অধ্যায়: "তোমাদের জন্যে তোমাদের ঐ সকল মাতাকেও বিবাহ করা হারাম, যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছে"। (সূরা নিসা: ২৩) | ৯৯৩ |
| অধ্যায়: যারা বলে দুই বছর বয়স হওয়ার পর দুধ পান করানোর কারণে দুধ পান জনিত কারণে বিবাহ নিষিদ্ধ হবেনা, তাদের দলীল। আল্লাহর বাণী: মাতা তার শিশকে পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে। এ বিধান ঐ ব্যক্তির জন্যে, যে দুধ পান করানোর সময়কাল পূর্ণ করতে চায়। কম বা বেশী যে পরিমাণ দুধ পান করালে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হয় | ৯৯৪ |
| অধ্যায়: শিগার সম্পর্কে | ৯৯৫ |
| অধ্যায়: শেষ দিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুতা বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন | ৯৯৫ |
| অধ্যায়: সৎকর্মপরায়ন পুরুষের নিকট মহিলা বিয়ের জন্য নিজেকে পেশ করতে পারে | ৯৯৬ |
| অধ্যায়: বিয়ের পূর্বে পাত্রীকে দেখা নেওয়া | ৯৯৬ |
| অধ্যায়: যারা বলে অলী ব্যতীত বিয়ে হবেনা | ৯৯৭ |
| অধ্যায়: পিতা বা অন্য কেউ কুমারী বা অকুমারী মেয়েকে তার সম্মতি ব্যতীত বিয়ে দিবেনা | ৯৯৭ |
| অধ্যায়: কোন ব্যক্তি তার কন্যার অমতে বিয়ে দিলে সেই বিবাহ নাজায়েয | ৯৯৮ |
| অধ্যায়: কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়, যতক্ষণ না সে বিবাহ করে অথবা প্রস্তাব প্রত্যাহার করে | ৯৯৮ |
| অধ্যায়: বিয়ের মধ্যে যেসমস্ত শর্ত নাজায়েয | ৯৯৮ |

## সূচীপত্র


| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: যেসব মহিলা সদ্য বিবাহিতাকে তার স্বামীর কাছে পেশ করে এবং তার বরকতের জন্য দুআ করে | ৯৯৯ |
| অধ্যায়: স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করার সময় কি বলবে? | ৯৯৯ |
| অধ্যায়: একটি ছাগল দিয়ে হলেও অলীমার ব্যবস্থা করা | ৯৯৯ |
| অধ্যায়: একটি ছাগলের চেয়েও কম কিছু দিয়ে হলেও অলীমার ব্যবস্থা করলে | ১০০০ |
| অধ্যায়: অলীমার অন্যান্য দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব। কেউ যদি একাধারে সাত দিন বা অনুরূপ অলীমার আয়োজন করে | ১০০০ |
| অধ্যায়: নারীদের প্রতি সদয় ব্যবহারের ওসীয়ত | ১০০০ |
| অধ্যায়: পরিবার-পরিজনের সাথে মার্জিত ও সদয় ব্যবহার করা | ১০০০ |
| অধ্যায়: স্বামীর অনুমতিক্রমে স্ত্রীর নফল রোযা রাখা | ১০০৩ |
| অধ্যায়: সফরে যাওয়ার সময় স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করা | ১০০৪ |
| অধ্যায়: সাইয়্যিবা স্ত্রী থাকা অবস্থায় কুমারী নারীকে বিবাহ করা | ১০০৪ |
| অধ্যায়: গর্ভভরে স্ত্রীর বানোয়াট সাজ-সজ্জা করা নাজায়েয এবং স্বামীর অন্য স্ত্রীর উপর অহংকার করা নিষেধ | ১০০৫ |
| অধ্যায়: গাইরাত (আত্মসম্মানবোধ) | ১০০৫ |
| অধ্যায়: মহিলাদের গাইরাত (আত্মসম্মানবোধ) ও তাদের ক্রোধ | ১০০৬ |
| অধ্যায়: কোন পুরুষ মাহরাম ছাড়া কোন মহিলার সাথে নির্জনে সাক্ষাত করবে না এবং যে মহিলার স্বামী বাড়ীতে নেই, তার ঘরেও যেন কেউ প্রবেশ না করে | ১০০৭ |
| অধ্যায়: কোন মহিলা অন্য মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করে তার স্বামীর নিকট সেই মহিলার দৈহিক বিবরণ দিবেনা | ১০০৭ |
| অধ্যায়: দীর্ঘ দিন অনুপস্থিত থাকার পর কেউ যেন তার স্ত্রীর নিকট রাত্রে না আসে | ১০০৭ |
| **কিতাবুত তালাক** | |
| অধ্যায়: হায়েয (মাসিক) অবস্থায় তালাক দিলে ঐ তালাক কার্যকর হবে | ১০০৯ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিবে সে কি তালাক দেয়ার কথা সামনা সামনি বলবে? | ১০০৯ |
| অধ্যায়: যারা একত্রে তিন তালাক দেয়া জায়েয মনে করেন | ১০১০ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: আল্লাহ্ যা তোমার জন্য হালাল করেছেন, তা তুমি হারাম করবে কেন? | ১০১১ |
| অধ্যায়: খোলা তালাক এবং কিভাবে তা দিতে হবে? আল্লাহর বাণী: (তালাক দিয়ে বিদায় করার সময়) তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ, তা থেকে কিছু রেখে দিবে। তবে উভয়ে যদি আশঙ্কা করে যে, তারা উভয়ে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা রেখা রক্ষা করে জীবন যাপন করতে পারবে না, তাহলে ভিন্ন কথা | ১০১২ |
| অধ্যায়: বারীরার স্বামীর ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশ | ১০১২ |
| অধ্যায়: লিআন (অভিশাপযুক্ত) শপথ | ১০১৩ |
| অধ্যায়: ইংগিতের মাধ্যমে সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করলে | ১০১৩ |
| অধ্যায়: লিআনকারীদেরকে তাওবা করার প্রতি উৎসাহ দান | ১০১৪ |
| অধ্যায়: শোক পালনকারিণীর সুরমা ব্যবহার করা | ১০১৪ |
| **কিতাবুন নাফাকাত (ভরণপোষণ)** | |
| অধ্যায়: ভরণ পোষণ করার ফজীলত | ১০১৫ |
| অধ্যায়: পরিবারের এক বছরের খরচ সঞ্চয় করে রাখা এবং কিভাবে পরিবারের জন্য খরচ করবে? | ১০১৫ |
| **কিতাবুল আত্ইমা (খাদ্যদ্রব্যের বর্ণনা)** | |
| অধ্যায়: খাদ্য দ্রব্য ও খাদ্য গ্রহণ | ১০১৬ |
| অধ্যায়: বিসমিল্লাহ্ বলে খাওয়া আরম্ভ করা এবং ডান হাতে খাদ্য গ্রহণ | ১০১৭ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি পেট ভরে খেল | ১০১৭ |
| অধ্যায়: পাতলা রুটি খাওয়া ও দস্তরখানে খাদ্য গ্রহণ করা | ১০১৭ |
| অধ্যায়: একজনের খাদ্য দুইজনের জন্য যথেষ্ট | ১০১৮ |
| অধ্যায়: মুমিন এক উদরে খায় | ১০১৮ |
| অধ্যায়: হেলান দিয়ে খাওয়া | ১০১৮ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও খাদ্যকে খারাপ বলেন নি | ১০১৮ |
| অধ্যায়: ফুঁ দিয়ে যবের আটা থেকে তুষ সরিয়ে ফেলা | ১০১৯ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাথীগণ যা খেতেন | ১০১৯ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: তালবীনা (হালুওয়া জাতীয় এক প্রকার খাদ্য) খাওয়া | ১০২০ |
| অধ্যায়: রোপ্যখচিত পাত্রে খাবার গ্রহণ করা | ১০২০ |
| অধ্যায়: দ্বীনি ভাইদের খাবার তৈরীর কষ্ট স্বীকার করা | ১০২০ |
| অধ্যায়: তাজা খেজুর ও শসা মিশেয়ে খাওয়া | ১০২১ |
| অধ্যায়: তাজা খেজুর ও শুকনো খেজুর | ১০২১ |
| অধ্যায়: আজওয়া খেজুর | ১০২২ |
| অধ্যায়: আঙ্গুল চেটে খাওয়া | ১০২২ |
| অধ্যায়: খাওয়ার পর কী বলবে? | ১০২৩ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে তোমরা উঠে যাও | ১০২৩ |
| **কিতাবুল আকীকাহ্** | |
| অধ্যায়: নবজাতকের নাম রাখা | ১০২৫ |
| অধ্যায়: আকীকার সময় নবজাতকের মাথা কামানো | ১০২৫ |
| অধ্যায়: ফারার বর্ণনা | ১০২৬ |
| **যবেহ ও শিকারের বর্ণনা** | |
| অধ্যায়: শিকার করার সময় বিস্‌মিলাহ্ বলা | ১০২৭ |
| অধ্যায়: ধনুক দ্বারা শিকারের বর্ণনা | ১০২৭ |
| অধ্যায়: আঙ্গুল দিয়ে পাথর নিক্ষেপ ও গুলি মারার বর্ণনা | ১০২৮ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি শিকার কিংবা গবাদী পশু পাহারাদানের উদ্দেশ্যে ব্যতীত কুকুর পোষে | ১০২৮ |
| অধ্যায়: দুই তিন দিন পর হারানো শিকার পাওয়া গেলে | ১০২৯ |
| অধ্যায়: টিড্ডি (পঙ্গপাল বা বড় আকৃতির এক প্রকার ফড়িং) খাওয়া | ১০২৯ |
| অধ্যায়: নহর ও কুরবানী করা | ১০২৯ |
| অধ্যায়: পশুর অঙ্গহানী করা, বেঁধে তীর ছুড়ে মারা এবং প্রশিক্ষণের জন্য কোন প্রাণীকে করে তাতে তীর ও গুলির লক্ষ্য বস্তু নির্ধারণ নিষেধ | ১০৩০ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: মুরগির গোশত সম্পর্কে | ১০৩০ |
| অধ্যায়: দাঁত ওয়ালা সর্ব প্রকার হিংস্র জন্তু খাওয়া | ১০৩০ |
| অধ্যায়: কস্তুরী সম্পর্কে | ১০৩০ |
| অধ্যায়: জীব-জন্তুতে দাগ লাগানো এবং মুখে চিহ্ন দেয়া | ১০৩১ |
| **কিতাবুল আযাহী (কুরবানীর বর্ণনা)** | |
| অধ্যায়: কুরবানীর গোশত কি পরিমাণ খাওয়া যাবে এবং কি পরিমাণ রেখে দেয়া যাবে? | ১০৩২ |
| **কিতাবুল আশরিবাহ (পানীয় দ্রব্যসমূহের বর্ণনা)** | |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করবে সে আখেরাতে উহা পান করা থেকে বঞ্চিত হবে | ১০৩৩ |
| অধ্যায়: মধু থেকে তৈরী মদ সম্পর্কে, একে বিত্উ বলা হয় | ১০৩৩ |
| অধ্যায়: তামা বা কাঠের পাত্রে মদ তৈরী করা | ১০৩৪ |
| অধ্যায়: মদ পানের পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুনরায় তা ব্যবহারের অনুমতি দান | ১০৩৫ |
| অধ্যায়: নেশা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলে যারা কাঁচা-পাকা খেজুর একত্রে মিলানোকে নাজায়েয মনে করেন। এমনি দু'প্রকার তরকারীও এক তরকারীতে পরিণত করা নাজায়েয | ১০৩৫ |
| অধ্যায়: দুধ পান করা। আল্লাহর বাণী: مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ (গোবর ও রক্তের মধ্যে হতে) | ১০৩৫ |
| অধ্যায়: দুধের সাথে পানি মিশিয়ে পান করা | ১০৩৬ |
| অধ্যায়: দাঁড়িয়ে পানি পান করা | ১০৩৬ |
| অধ্যায়: মশকের (কলসীর) মুখ খুলে পানি পান করা | ১০৩৭ |
| অধ্যায়: পানপাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলা এবং দুই বা তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করা | ১০৩৭ |
| অধ্যায়: রোপার পাত্র | ১০৩৮ |
| অধ্যায়: পেয়ালায় পান করা | ১০৩৮ |
| **কিতাবুল মারযা (রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের বর্ণনা)** | |
| অধ্যায়: রোগ গুনাহ্এর কাফ্ফারা | ১০৩৯ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: রোগের প্রচন্ডতা | ১০৩৯ |
| অধ্যায়: মৃগী রোগীর ফজীলত | ১০৪০ |
| অধ্যায়: দৃষ্টিশক্তি লোপপ্রাপ্ত ব্যক্তির ফজীলত | ১০৪০ |
| অধ্যায়: রোগী দেখতে যাওয়া | ১০৪১ |
| অধ্যায়: রোগীর জন্য এটা বলা জায়েয আছে যে, আমি রোগাক্রান্ত, আহ! আমার মাথা ব্যথা, কিংবা আমার অসুখ বেড়ে গেছে। আইউব (আ:)এর কথা: "আমি দুঃখে-কষ্টে পড়েছি। আপনি শ্রেষ্ঠ দয়ালু"। (সূরা আম্বীয়াঃ ৮৩) | ১০৪১ |
| অধ্যায়: রোগীর মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ | ১০৪২ |
| অধ্যায়: রোগীর জন্য সাক্ষাতকারীর দু'আ | ১০৪৩ |
| **কিতাবু তিব্ব** | |
| অধ্যায়: আল্লাহ্ এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেন নি, যার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন নি | ১০৪৪ |
| অধ্যায়: তিনটি জিনিষে নিরাময় রয়েছে | ১০৪৪ |
| অধ্যায়: মধু দ্বারা চিকিৎসা করা এবং আল্লাহর বাণী: "এতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য" | ১০৪৪ |
| অধ্যায়: কালোজিরা দ্বারা চিকিৎসা | ১০৪৫ |
| অধ্যায়: অসুখের কারণে সিঙ্গা লাগানো | ১০৪৫ |
| অধ্যায়: যে ঝাড়ফুঁক করেনা বা করায়না | ১০৪৬ |
| অধ্যায়: কুষ্ঠরোগ | ১০৪৭ |
| অধ্যায়: সংক্রামক রোগ বলতে কিছু নেই (সফর মাসকেও অশুভ মনে করা ঠিক নয়) | ১০৪৭ |
| অধ্যায়: পাঁজরের ব্যথার (পুরিসি রোগের) চিকিৎসা | ১০৪৮ |
| অধ্যায়: জ্বর জাহান্নামের তাপ থেকে | ১০৪৮ |
| অধ্যায়: প্লেগ (মহামারী) সম্পর্কে | ১০৪৯ |
| অধ্যায়: বদ নযরের ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে | ১০৪৯ |
| অধ্যায়: সাপ ও বিচ্ছুর দংশনের ঝাড়ফুঁক | ১০৪৯ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে | ১০৫০ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: ফাল (শুভ লক্ষণ) | ১০৫০ |
| অধ্যায়: গণকের ভবিষ্যদ্বাণী | ১০৫০ |
| অধ্যায়: কোন কোন ভাষণে যাদুর প্রভাব রয়েছে | ১০৫১ |
| অধ্যায়: রোগ সংক্রামিত হয় না | ১০৫১ |
| অধ্যায়: বিষপান এবং বিষ, বিপদজনক ও অপবিত্র জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করা | ১০৫১ |
| অধ্যায়: পাত্রে মাছি পড়লে | ১০৫২ |
| **কিতাবুল লিবাস (পোষাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা)** | |
| অধ্যায়: পায়ের টাকনুর নীচে যে পরিমাণ কাপড় ঝুলিয়ে পড়া হয় সে পরিমাণ অংশ জাহান্নামে যাবে | ১০৫৩ |
| অধ্যায়: ডোরাদার চাদর এবং ইয়ামানী চাদর | ১০৫৩ |
| অধ্যায়: সাদা কাপড় পরিধান করা | ১০৫৩ |
| অধ্যায়: রেশমী পোষাক পরিধান করা ও বিছানার চাদর হিসাবে ব্যবহার করা | ১০৫৪ |
| অধ্যায়: রেশমী কাপড় বিছানার চাদর হিসাবে ব্যবহার করা | ১০৫৪ |
| অধ্যায়: পুরুষের জন্য যাফরানী রঙ্গের কাপড় পরিধান নিষিদ্ধ | ১০৫৫ |
| অধ্যায়: পশমমুক্ত পাকা চামড়ার জুতা ইত্যাদির বর্ণনা | ১০৫৫ |
| অধ্যায়: বাম পায়ের জুতা প্রথম খুলবে | ১০৫৫ |
| অধ্যায়: এক পায়ে জুতা পরে হাঁটবেনা | ১০৫৫ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী: কেউ নিজের আংটিতে তাঁর আংটির অনুরূপ নকশা করবেনা | ১০৫৬ |
| অধ্যায়: নারীর বেশধারী পুরুষকে ঘর থেকে বহিষ্কার করা | ১০৫৬ |
| অধ্যায়: দাড়ি বাড়ানো | ১০৫৬ |
| অধ্যায়: খিযাব সম্পর্কে | ১০৫৭ |
| অধ্যায়: কোকড়ানো চুল | ১০৫৭ |
| অধ্যায়: মাথার একদিকের চুল কামিয়ে (কেটে) ফেলে অন্যদিকের চুল রেখে দেয়া | ১০৫৭ |
| অধ্যায়: স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে খোশবু লাগানো | ১০৫৮ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি খোশবু ফেরত দেয় না | ১০৫৮ |
| অধ্যায়: যারীরা নামীয় খোশবু | ১০৫৮ |
| অধ্যায়: কিয়ামতের দিন ছবি অঙ্কনকারী ও প্রস্তুতকারীদের শাস্তি | ১০৫৮ |
| অধ্যায়: ছবি ভেঙ্গে ফেলা | ১০৫৯ |
| **কিতাবুল আদব** | |
| অধ্যায়: সর্বাধিক উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অগ্রাধিকারী কে? | ১০৬০ |
| অধ্যায়: কোন ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে গালি দিবে না | ১০৬০ |
| অধ্যায়: আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর গুনাহ্ | ১০৬০ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে, আল্লাহ্ও তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবেন | ১০৬১ |
| অধ্যায়: আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি যত্নশীল হলে তা সজীব থাকে | ১০৬১ |
| অধ্যায়: প্রতিদানের বিনিময়ে আত্মীয়তার হক আদায় হয়না | ১০৬১ |
| অধ্যায়: সন্তান-সন্ততিকে স্নেহ করা, চুমু দেয়া এবং তাদের সাথে কোলাকুলি করা | ১০৬২ |
| অধ্যায়: আল্লাহ্ দয়া মায়াকে একশত ভাগে বিভক্ত করেছেন | ১০৬২ |
| অধ্যায়: শিশুদেরকে রানের উপর রাখা | ১০৬৩ |
| অধ্যায়: মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর উপর দয়া পরবশ হওয়া | ১০৬৩ |
| অধ্যায়: প্রতিবেশীর হক আদায়ের উপদেশ | ১০৬৪ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় | ১০৬৪ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতে ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় | ১০৬৪ |
| অধ্যায়: প্রতিটি ভাল কাজই সাদকাহ | ১০৬৫ |
| অধ্যায়: সকল কাজে নম্রতা অবলম্বন করা | ১০৬৫ |
| অধ্যায়: ঈমানদারদের পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা | ১০৬৫ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অশালীন ছিলেন না এবং তিনি অশালীন কথাও বলতেন না | ১০৬৫ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: উত্তম চরিত্র ও দানশীলতা, কৃপণতা নিন্দনীয় | ১০৬৬ |
| অধ্যায়: গালাগালি করা ও অভিশাপ দেয়া নিষেধ | ১০৬৬ |
| অধ্যায়: চোখলখুরী অপছন্দনীয় | ১০৬৭ |
| অধ্যায়: অতিরঞ্জিত প্রশংসা অপছন্দনীয় | ১০৬৭ |
| অধ্যায়: পরস্পর হিংসা ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন নিষিদ্ধ | ১০৬৭ |
| অধ্যায়: যে ধরণের ধারণা পোষণ বৈধ | ১০৬৮ |
| অধ্যায়: ঈমানদার ব্যক্তি তার কৃতকর্ম গোপন রাখবে | ১০৬৮ |
| অধ্যায়: হিজরত সম্পর্কে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী: কোন মুসলিমের পক্ষে তার মুসলিম ভাইকে তিন দিনের অধিক বর্জন করা জায়েয নয় | ১০৬৯ |
| অধ্যায়: আল্লাহ্ তাআলার বাণী: হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও | ১০৬৯ |
| অধ্যায়: দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করা | ১০৬৯ |
| অধ্যায়: ক্রোধান্বিত হওয়া থেকে সাবধান | ১০৭০ |
| অধ্যায়: লজ্জাশীলতা | ১০৭০ |
| অধ্যায়: যদি তোমার লজ্জা না থাকে তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার | ১০৭০ |
| অধ্যায়: মানুষের প্রতি উৎফুল্লচিত্ত হওয়া এবং পরিবারের লোকদের সাথে কৌতুক করা | ১০৭১ |
| অধ্যায়: মুমিন ব্যক্তি একই গর্ত হতে দুইবার দংশিত হয় না | ১০৭১ |
| অধ্যায়: যে ধরণের কবিতা, ছন্দ এবং উট চালনার গান বৈধ | ১০৭১ |
| অধ্যায়: কবিতা রচনায় কারো এতটা মেতে থাকা নিন্দনীয়, যা তাকে আল্লাহর স্মরণ, জ্ঞানার্জন এবং কুরআন চর্চা থেকে বিরত রাখে | ১০৭২ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর উক্তিঃ তোমার জন্য দুঃখ | ১০৭২ |
| অধ্যায়: মানুষকে কিয়ামতের দিন পিতার নামে ডাকা হবে | ১০৭২ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বাণী: করম হচ্ছে মুমিনের অন্তর | ১০৭৩ |
| অধ্যায়: সুন্দর নামে নাম পরিবর্তন করা | ১০৭৩ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি তার সাথীর নামের একটি অক্ষর বাদ দিয়ে ডাকে | ১০৭৩ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় নাম | ১০৭৪ |
| অধ্যায়: হাঁচি দাতা আল্লাহর প্রশংসা করবে | ১০৭৪ |
| অধ্যায়: হাঁচি দেয়া পছন্দনীয় এবং হাই তোলা নিন্দনীয় | ১০৭৪ |
| **কিতাবুল ইস্তিযান (অনুমতি প্রার্থনা)** | |
| অধ্যায়: অল্পসংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দিবে | ১০৭৬ |
| অধ্যায়: চলমান ব্যক্তি উপবিশষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দিবে | ১০৭৬ |
| অধ্যায়: পরিচিত এবং অপরিচিত সকলকে সালাম দিবে | ১০৭৬ |
| অধ্যায়: (গৃহবাসীর উপর অপছন্দনীয় অবস্থায়) দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলেই অনুমতি চাওয়ার ব্যবস্থা | ১০৭৭ |
| অধ্যায়: যৌনাঙ্গ ছাড়া অন্যান্য অঙ্গের ব্যভিচার | ১০৭৭ |
| অধ্যায়: শিশুদেরকে সালাম দেয়া | ১০৭৮ |
| অধ্যায়: ঘরের মালিক যদি প্রশ্ন করেহ. কে? জবাবে আমি বললে | ১০৭৮ |
| অধ্যায়: মজলিসে বসার জন্য জায়গা করে দেয়া | ১০৭৮ |
| অধ্যায়: দুই হাঁটু খাড়া করে নিতম্বের উপর বসা এবং দুই হাতে বেড় দিয়ে হাঁটু ধরে বসা | ১০৭৯ |
| অধ্যায়: কোথাও যদি তিনজনের অধিক সঙ্গী হলে দু'জনে গোপনে বা চুপে কথা বলায় কোন দোষ নেই | ১০৭৯ |
| অধ্যায়: ঘুমানোর সময় ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখা রাখবে না | ১০৭৯ |
| অধ্যায়: পাকা ভবন নির্মানের ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে | ১০৮০ |
| **কিতাবুত দাওয়াত (দু'আ পর্ব)** | |
| অধ্যায়: প্রত্যেক নবীর জন্যই একটি কবুলযোগ্য দু'আ রয়েছে | ১০৮১ |
| অধ্যায়: সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার বা সর্বোত্তম ক্ষমা প্রার্থনার দু'আ | ১০৮১ |
| অধ্যায়: দিনে ও রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষমা প্রার্থনা | ১০৮২ |
| অধ্যায়: তাওবা | ১০৮২ |
| অধ্যায়: ঘুমানোর সময় কোন দু'আ পড়বে? | ১০৮৩ |
| অধ্যায়: ডান কাতে শয়ন করা | ১০৮৩ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: রাতে ঘুম ভাঙ্গার পর যে দু'আ পড়বে | ১০৮৩ |
| অধ্যায়: দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দু'আ করবে। কেননা আল্লাহ্‌কে বাধ্য করার কেউ নেই | ১০৮৪ |
| অধ্যায়: ফলাফল লাভে তাড়াহুড়া না করলে বান্দার দু'আ কবুল হয় | ১০৮৫ |
| অধ্যায়: চরম বিপদের সময় দু'আ করা | ১০৮৫ |
| অধ্যায়: চরম বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া | ১০৮৬ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর দুআঃ হে আল্লাহ্‌! আমি যাকে কষ্ট দিয়েছি, সেই কষ্ট তার জন্য তোমার রহমত এবং নৈকট্য লাভের উসীলা করে দাও | ১০৮৬ |
| অধ্যায়: কৃপণতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা | ১০৮৬ |
| অধ্যায়: গুনাহ্‌ ও ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া | ১০৮৭ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর দু'আঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান কর | ১০৮৭ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর দু'আঃ হে আল্লাহ্‌! তুমি আমার পূর্বের ওপরের গুনাহ্‌ ক্ষমা কর | ১০৮৮ |
| অধ্যায়: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ বলার মর্যাদা | ১০৮৮ |
| অধ্যায়: 'সুবহানাল্লাহ' বলার ফজীলত | ১০৮৯ |
| অধ্যায়: আল্লাহ্‌ তা'আলার যিকির করার ফজীলত | ১০৮৯ |
| **কিতাবুর রিকাক** | |
| অধ্যায়: সুস্বাস্থ্য ও অবসরতার বর্ণনা | ১০৯১ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বাণী: তুমি দুনিয়াতে একজন গরীব (অপরিচিত) মানুষ হিসাবে বসবাস কর | ১০৯১ |
| অধ্যায়: দীর্ঘ আশা আকাঙ্খার বর্ণনা | ১০৯১ |
| অধ্যায়: যার বয়স ষাট বছর হয়ে যায়, আল্লাহ্‌ তাআলা তার কোন অযুহাত ককুল করেন না | ১০৯২ |
| অধ্যায়: যে আমল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয় | ১০৯৩ |
| অধ্যায়: সৎ লোকদের দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া | ১০৯৪ |
| অধ্যায়: ধন-সম্পদের ফিতনা থেকে বেঁচে থাকা | ১০৯৪ |

## সূচীপত্র


| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: বনী আদম যে মাল সৎকাজে খরচ করে উহাই তার প্রকৃত মাল | ১০৯৪ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদের জীবন যাপন কেমন ছিল? তাদের দুনিয়া বিমুখ হওয়ার বর্ণনা | ১০৯৫ |
| অধ্যায়: ইবাদতের মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা এবং তা সর্বদা চালু রাখা | ১০৯৭ |
| অধ্যায়: আল্লাহর (রহমতের) আশা ও (তার আযাবের) ভয় করা | ১০৯৭ |
| অধ্যায়: জবানের হেফাজত এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বাণী: যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে | ১০৯৮ |
| অধ্যায়: পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা | ১০৯৮ |
| অধ্যায়: শাহওয়াত তথা সুশুভিত পাপকাজ দ্বারা জাহান্নামকে ঢেকে রাখা হয়েছে | ১০৯৯ |
| অধ্যায়: জান্নাত ও জাহান্নাম তোমাদের কারো জুতার ফিতার চেয়েও অধিক নিকটে | ১০৯৯ |
| অধ্যায়: দুনিয়ার সম্পদ যার কম তার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, যার বেশী তার দিকে দৃষ্টি দিবে না | ১০৯৯ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি সৎকাজ কিংবা পাপ কাজের ইচ্ছাপোষণ করলো | ১১০০ |
| অধ্যায়: আমানত উঠে যাওয়ার বর্ণনা | ১১০০ |
| অধ্যায়: রিয়া এবং সুম্‌আ (মানুষকে দেখানো এবং শুনানোর জন্য আমল করা সম্পর্কে) | ১১০১ |
| অধ্যায়: বিনয় ও নম্রতা সম্পর্কে | ১১০২ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত পছন্দ করেন আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন | ১১০৩ |
| অধ্যায়: মৃত্যু যন্ত্রনা | ১১০৩ |
| অধ্যায়: কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পৃথিবীকে হস্তে ধারণ করবেন | ১১০৪ |
| অধ্যায়: হাশরের বর্ণনা | ১১০৪ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: তারা কি চিন্তা করেনা যে, তারা পুনরুত্থিত হবে সেই মহা দিবসে, যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব পালনকর্তার সামনে? (সূরা মুতাফফিফীন: ৪-৬) | ১১০৫ |
| অধ্যায়: কিয়ামতের দিন কিসাসের বর্ণনা | ১১০৬ |
| অধ্যায়: জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা | ১১০৬ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| **কিতাবুল কাদর** | |
| অধ্যায়: আল্লাহর জ্ঞান মোতাবেক (লিখে) কলমের কালি শুকিয়ে গেছে | ১১১০ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: আল্লাহর ফয়সালা অবশ্যই সংঘটিত ও কার্যকর হবে | ১১১০ |
| অধ্যায়: মান্নত বান্দাকে এক তাকদীর থেকে অন্য তাকদীরের দিকে নিয়ে যায় | ১১১১ |
| অধ্যায়: মান্নত বান্দাকে এক তাকদীর থেকে অন্য তাকদীরের দিকে নিয়ে যায় | ১১১১ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: "আল্লাহ্ বান্দা ও অন্তরের মাঝে মধ্যবর্তী হয়ে যান" | ১১১১ |
| **কিতাবুল আইমান ও য়ান্ নুযুর (শপথ মান্নত)** | |
| অধ্যায়: কসম ও মানতের বর্ণনা | ১১১২ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কসম কেমন ছিল | ১১১৩ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: তারা আল্লাহর নামের দ্বারা শক্ত কসম করে | ১১১৪ |
| অধ্যায়: কসম খাওয়ার পর ভুলবশত তা ভেঙ্গে ফেললে | ১১১৪ |
| অধ্যায়: আনুগত্যের কাজে মান্নত | ১১১৪ |
| অধ্যায়: মানত পূর্ণ না করেই কেউ মৃত্যু বরণ করলে | ১১১৫ |
| অধ্যায়: মালিকানাহীন বস্তু এবং গুনাহ্এর কাজে মানত করা | ১১১৫ |
| **কাফ্ফারাতুল আইমান (শপথের কাফ্ফারা)** | |
| অধ্যায়: মদীনার 'সা' এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুদ্দ | ১১১৬ |
| **কিতাবুল ফারায়েয** | |
| অধ্যায়: পিতামাতার সম্পদে সন্তানদের মিরাছ | ১১১৭ |
| অধ্যায়: কন্যার সাথে নাতীর ওয়ারিছ হওয়া | ১১১৭ |
| অধ্যায়: কোন সম্প্রদায় থেকে মুক্ত হওয়া দাস তাদেরই অন্তর্ভুক্ত এবং ভাগ্নেও সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত | ১১১৮ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি অপরকে স্বীয় পিতা বলে অবহিত করে | ১১১৮ |
| **কিতাবুল হুদুদ (দণ্ডবিধিসমূহের বর্ণনা)** | |
| অধ্যায়: জুতা ও খেজুর গাছের ডাল দ্বারা মার-ধর করা | ১১১৯ |
| অধ্যায়: মদ পানকারীকে লা'নত করা মাকরুহ্ এবং সে কাফের হয়ে যায়নি | ১১১৯ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: চোরকে লা'নত করা সম্পর্কে | ১১২০ |
| অধ্যায়: কী পরিমাণ সম্পদ চুরি করলে হাত কাটা হবে? | ১১২০ |
| **যুদ্ধকারী কাফের এবং মুরতাদদের বর্ণনা** | |
| অধ্যায়: সতর্কতা ও আদব শিক্ষা দেয়ার জন্য শাস্তির পরিমাণ কী? | ১১২১ |
| অধ্যায়: ক্রীতদাসকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া | ১১২১ |
| **কিতাবুত দিয়াত** | |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি কোন প্রাণ রক্ষা করলো সে যেন সমস্ত মানুষের প্রাণ রক্ষা করল | ১১২২ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: জানের বদলে জান এবং চোখের বদলে চোখ | ১১২৩ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারও রক্তপাত দাবী করে | ১১২৩ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি শাসকের কাছে না গিয়ে নিজের অধিকার আদায় করে নেয় কিংবা নিজেই কিসাস নিয়ে নেয় | ১১২৩ |
| অধ্যায়: আঙ্গুলের দিয়াত (জরিমানা) | ১১২৪ |
| মুরতাদ এবং বিদ্রোহীদেরকে তাওবা করানো ও তাদের সাথে যুদ্ধ করা, অধ্যায়: আল্লাহর সাথে শির্ক করার গুনাহ্ | ১১২৪ |
| **কিতাবুত তাবীর, স্বপ্নের ব্যাখ্যা** | |
| অধ্যায়: সৎ লোকদের স্বপ্ন | ১১২৫ |
| অধ্যায়: ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতে | ১১২৫ |
| অধ্যায়: ভাল স্বপ্ন সুসংবাদ স্বরূপ | ১১২৬ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখল | ১১২৬ |
| অধ্যায়: স্বপ্নে নদী দেখা | ১১২৬ |
| অধ্যায়: স্বপ্নে নিজেকে শিকল পরিহিত দেখা | ১১২৮ |
| অধ্যায়: স্বপ্নে জানালা থেকে কোন জিনিস বের করে অন্য জায়গায় রাখা | ১১২৮ |
| অধ্যায়: মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করা | ১১২৮ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি মনে করে যে, প্রথম তা'বীরকারীর ব্যাখ্যা সঠিক না হলে তা চুড়ান্ত নয় | ১১২৯ |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| **কিতাবুল ফিতান** | |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: আমার পর তোমরা অচিরেই এমন সব কাজ দেখতে পাবে, যা তোমরা অপছন্দ করবে | ১১৩১ |
| অধ্যায়: ফিতনা প্রকাশ হওয়া | ১১৩২ |
| অধ্যায়: আগত প্রতিটি যামানা তার পূর্ববর্তী যামানার চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট হবে | ১১৩২ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় | ১১৩২ |
| অধ্যায়: ফিতনার সময় বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম | ১১৩২ |
| অধ্যায়: ফিতনার সময় মরুভূমিতে অবস্থান করা | ১১৩৩ |
| অধ্যায়: আল্লাহ্ যখন কোন জাতির উপর আযাব অবতীর্ণ করেন | ১১৩৩ |
| অধ্যায়: লোকদের নিকট এক কথা বলা আর বাইরে গিয়ে আরেক কথা বলা | ১১৩৪ |
| অধ্যায়: আগুন বের হওয়া | ১১৩৪ |
| **কিতাবুল আহকাম** | |
| অধ্যায়: ইমামের কথা শুনা ও তা মান্য করা, যতক্ষণ না তা নাফরমানীর কাজ না হয় | ১১৩৭ |
| অধ্যায়: ইমারতের (নের্তৃত্বের) জন্য লালায়িত থাকা অপছন্দনীয় | ১১৩৭ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তিকে জনগণের দায়িত্ব অর্পন করা হলো, কিন্তু সে তাদের কোন কল্যাণ করলনা | ১১৩৮ |
| অধ্যায়: যে ব্যক্তি মানুষকে কষ্ট দিবে আল্লাহ্ও তাকে কষ্ট দিবেন | ১১৩৮ |
| অধ্যায়: হাকিম বা শাসক রাগান্বিত অবস্থায় বিচার কিংবা রায় প্রদান করবে কি? | ১১৩৯ |
| অধ্যায়: (চুক্তিনামায়) লেখকের জন্য যা উত্তম | ১১৩৯ |
| অধ্যায়: ইমাম কিভাবে মানুষের কাছ থেকে বায়আত নিবে? | ১১৩৯ |
| অধ্যায়: খলীফা নিযুক্ত করা | ১১৪০ |
| **কিতাবুত তামান্নী** | |
| অধ্যায়: যে ধরণের আকাঙ্খা নিষেধ | ১১৪১ |
| **কিতাবুল ইতেসাম বিল কিতাব ওয়াস্ সুন্নাহ** | |

| শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অধ্যায়: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতে অনুসরণ করা | ১১৪১ |
| অধ্যায়: অধিক প্রশ্ন করা এবং অযথা কষ্ট করা মাকরূহ্ | ১১৪২ |
| অধ্যায়: ব্যক্তিগত রায় এবং ভিত্তিহীন কিয়াস নিন্দনীয় | ১১৪৩ |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের সুন্নাতের অনুসরণ করবে | ১১৪৩ |
| অধ্যায়: বিবাহিত পুরুষ ব্যভিচার করলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে | ১১৪৪ |
| অধ্যায়: বিচারক ইজ্‌তেহাদ করে সঠিক বা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তার পুরস্কার | ১১৪৪ |
| অধ্যায়: কোন কাজ দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর চুপ থাকাও একটি দলীল। তবে অন্য কারো চুপ থাকা দলীল নয় | ১১৪৫ |
| **কিতাবুত তাওহীদ** | |
| অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মাতকে তাওহীদের প্রতি আহবান করেছেন | ১১৪৬ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ রিযিক দাতা ও প্রবল শক্তির অধিকারী | ১১৪৬ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়, আল্লাহর বাণী: তোমার রব পবিত্র ও মর্যাদার অধিকারী ঐ সমস্ত গুণাবলী থেকে, যা তারা বর্ণনা করে থাকে। আল্লাহর বাণী: সত্যিকারের মর্যাদা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্যই নির্ধারিত | ১১৪৭ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর নফসের ভয় দেখিয়ে থাকেন, আল্লাহ্ তাআলার বাণী: আমার নফসে যা কিছু আছে, তা তুমি জান, কিন্তু তোমার নফসে যা আছে, তা আমি জানিনা | ১১৪৭ |
| অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: তারা আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন করতে চায় | ১১৮৪ |
| অধ্যায়: আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন নবী ও অন্যান্য লোকদের সাথে কথা বলবেন | ১১৪৯ |
| অধ্যায়: কিয়ামতের দিন মানুষের কথা ও কাজ (সকল আমল) ওজন করা হবে | ১১৫১ |
| | |